ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

# জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 30 March, 2021 ■ আগরতলা, ৩০ মার্চ ২০২১ ইং ■ ১৬ চৈত্র ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

হোলি উৎসবে মাতোয়ারা। সোমবার আগরতলায় তোলা নিজস্ব ছবি।

## জোলাইবাড়িতে রেল লাইনে অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৯ মার্চ।।** শান্তিরবাজার মহকুমার অন্তর্গত পশ্চিম পিলাক রেল লাইনের পাশে এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ দেখতে পায় এলাকাবাসী। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়াহয় জোলাইবাড়ী ফাঁড়ী থানায়। ঘটনার খবর পেয়ে জোলাইবাড়ীর ফাঁড়ী থানার পুলিশ বাইখোড়া থানার পুলিশ ও মহকুমার পুলিশ আধিকারিক নিরূপম দত্ত ঘটনাস্থলে উপস্থিতহয়।

উনারা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হবার কয়েকঘন্টা পর ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় ফরেনস্কিক টিম ও ডগ স্কোয়ার্ড। সকলের উপস্থিতিতে মৃতদেহের বিভিন্ন অংশের পরিক্ষা নিরিক্ষা করাহয়। পরবর্তী সময় মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য জোলাইবাড়ী সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে আসাহয়। ঘটনা সম্পর্কে সংবাদমাধ্যমের সামনে জানান বাইখোড়া থানার ওসি রাজীব সাহা। পুলিশ মৃত ব্যক্তির পরিচয় জানার চেষ্টা চালিয়েযাচ্ছে।

মৃত্যুর কারন নিয়ে রয়েছে ধোঁয়াশা। এখন দেখার বিষয় মৃত ব্যক্তির পরিচয় জানতে ও মৃত্যুর কারন জানতে পুলিশ কিপ্রকার পদক্ষেপ গ্রহন করে। পশ্চিম পিলাক এলাকায় এইধরনের মৃত দেহ উদ্ধার হোওয়াতে সমগ্র এলাকজুরে তীব্র চাঞ্চল্যকর পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে।

# ভারতে ভয়ঙ্কর হচ্ছে করনো, ৬৮ হাজার ছাড়াল দৈনিক সংক্রমণ

**নয়াদিল্লি, ২৯ মার্চ (হি.স.)।।** ভারতে করোনাভাইরাসের বাড়বাড়ন্ত অব্যাহত। বাড়তে বাড়তে ভারতে ৬৮-হাজারের গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল দৈনিক করোনা-সংক্রমণ। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৬৮,০২০ জন। ২৪ ঘন্টায় সমগ্র দেশে মৃত্যুর সংখ্যা ২৯১। ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা বাড়তে বাড়তে ৫.২১-লক্ষের (৪.৩৩) গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল। সংক্রমণ বৃদ্ধির মধ্যে সুস্থতা প্রতিদিনই স্বস্তি দিচ্ছে, রবিবার সারা দিনে ভারতে সুস্থ হয়ে উঠেছেন ৩২,২৩১ জন করোনা-রোগী। ফলে সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ১,১৩,৫৫,৯৯৩ জন করোনা-রোগী (৯৪.৩২ শতাংশ)।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে ৬৮,০২০ জন কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হওয়ার পর মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ১,২০,৩৯,৬৪৪-তে গিয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ২৯১ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,৬১,৮৪৩ জন। সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৫ লক্ষ ২১ হাজার ৮০৮ জন (৪.৩৩ শতাংশ), বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে বেড়েছে ৩৫,৪৯৮ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ৬ কোটি ০৫ লক্ষ ৩০ হাজার ৪৩৫ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে, তাঁদের মধ্যে ০,৬০,৬৫৩ জনকে বিগত ২৪ ঘন্টায় কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে।

বাড়তে বাড়তে ভারতে ২৪.১৮-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। সোমবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২৮ মার্চ সারা দিনে ৯,১৩,৩১৯ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ২৪,১৮,৬৪,১৬১-এ পৌঁছে গিয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনা-আক্রান্ত হয়েছেন ৬৮,০২০ জন।

ভারতে আরও বাড়ল সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা। একধাক্কায় বিগত ২৪ ঘন্টায় বেড়েছে ৩৫,৪৯৮ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৩২,২৩১ জন। সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ১,৬১,৮৪৩ জনের মৃত্যু হয়েছে (১.৩৪ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ২৯১ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১,১৩,৫৫,৯৯৩ জন (৯৪.৩২ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা অনেকটাই বেড়েছে, ৩৫,৪৯৮ জন বেড়ে এই মুহূর্তে ভারতে মোট ৫,২১,৮০৮ জন করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন (৪.৩৩ শতাংশ)।

## উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ প্রাঙ্গণে দোল উৎসব

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ মার্চ।।** উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ প্রাঙ্গণে প্রথমবারের মত আয়োজিত হল দোল উৎসব-২০২১। তথ্য ও সংস্ক’তি দপ্তর আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য গঙ্গাপ্রসাদ প্রসেইন বলেন, এরাজ্যের দোল উৎসবের ইতিহাস রাজন্য স্মৃতি বিজরিত। হোলি এবং দোল মানেই সাংস্ক’তিক মিলন উৎসব। এছাড়াও অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন রাজ্যের বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী ঝর্ণা দেববর্মণ, সাংস্ক’তিক উপদেষ্টা কমিটির সদস্য সুবত চক্রবর্তী এবং তথ্য ও সংস্ক’তি দপ্তরের সহকারী অধিকর্তা বিপুল দেববর্মা। দোল উৎসবে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত শিল্পীগণ মনো’ সাংস্ক’তিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন।

গোটা দেশের সঙ্গে হোলির আনন্দে মাতোয়ারা রাজ্যবাসী।ঋতুরাজ বসন্তের আগমনে খুশির হাওয়া সর্বত্র। দিগন্তে পলাশের রং। জাগ্রত বসন্ত কাড়া নাড়ছে দুয়ারে দুয়ারে। কোকিলের কুহু কুহু রব, আর পলাশ গাছে রঙ্গিন ফুল জানান দিচ্ছে বসন্ত হাজির প্রত্যেকের মনে। উৎসব প্রিয় মানুষ মেতেছেন হোলির আনন্দে। শীতের বিদায় এবং বসন্তের আগমন অনাবিল আনন্দ উল্লাসের বার্তা বয়ে নিয়ে আসে। রবিবার দুলপূর্নিমা মধ্য দিয়েই হোলি উৎসবের সূচনা হয়। হোলি উৎসব এখন আর কোন নির্দিষ্ট ধর্ম-বর্ণ-জাতির মধ্যে আবদ্ধ নেই। অনাবিল আনন্দে মেতে উঠেন গোটা দেশের সব ধর্ম বর্ণ ভাষা সংস্কৃতির মানুষজন। সেই আনন্দ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

# নিমতার বৃদ্ধার মৃত্যুতে কড়া প্রতিক্রিয়া ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর

**কলকাতা, ২৯ মার্চ (হি স) :** নিমতার বৃদ্ধা শোভা মজুমদারের মৃত্যুতে কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়ে শোক প্রকাশ করলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। সোমবার ভোরে ওই ৮৫-বছরের বৃদ্ধার মৃত্যু হয়। যার জেরে রাজ্যের শাসক দলের উপর চাপ বাড়াতে শুরু করেছে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব। বৃদ্ধার মৃত্যুতে ইতিমধ্যে ক্ষোভ এবং শোকপ্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং বিজেপি-র সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা।

সোমবার টুইটে বিপ্লব কুমার দেব লেখেন, “তৃণমূলী গুন্ডাদের হাতে নির্মমভাবে নির্যাতিত পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনার নিমতার বাসিন্দা ৮৫ বছরের বৃদ্ধা শোভা মজুমদার আজ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন! এই অত্যাচারের জবাব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল এবারের ভোটেই পাবে। আমি বাংলার মায়ের আত্মার শান্তি কামনা করি। ওম শান্তি ওম শান্তি”।

শোভারানী মজুমদার গত ২৭ ফেব্রুয়ারি আক্রান্ত হন। চোখ ফুলে যাওয়া, কালো মুখের সেই যন্ত্রণায় কাতর ছবি ভাইরাল হয়ে যায় সোশ্যাল মিডিয়ায়।

উত্তর দমদম বিধানসভার নিমতার ৬ নম্বর ওয়ার্ডে বিজেপি কর্মী গোপাল মজুমদার বাড়িতে ঢুকে তাঁর ৮৫ বছরের বৃদ্ধা মাকে মারধরের অভিযোগ ওঠে শাসক দল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। জানা গিয়েছে, বাড়িতে ঢুকে বেশ কয়েকজন মার শুরু করে উথালপাথাল। গোপালের বৃদ্ধা মা শোভা মজুমদার জানান, ”তৃণমূলের লোকজন ছেলেকে মারধর করেছে। আমাকেও মেরেছে।””

এই মৃত্যুর ঘটনায় মানুষ নির্বাক হয়ে পড়েছেন। ওয়াকিবহাল মহলের অনুমান, একুশের নির্বাচনের মধ্যে বিজেপি কর্মীর মায়ের এই মৃত্যুর ঘটনা পশ্চিমবঙ্গ রাজনীতিতে পদ্ম শিবিরকে আরও শক্তিশালী করেছে। সরব হয়েছে গেরুয়া শিবির। আমজনতা অনেকেই সোশ্যাল মিডিয়া ফেসবুকে লিখছেন, ‘তৃণমূলের হাত থেকে বাঁচতে চাই’।

# বিশালগড়ে বিস্তর পরিমাণে নেশা সামগ্রীসহ গ্রেপ্তার ছয়

**নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৯ মার্চ।।** রবিবার রাতে বিশালগড় নিচের বাজারে কংগ্রেস ভবন থেকে রাতে নেশা সামগ্রীসহ আটক করা হয়েছে ৬ জনকে। আটক হওয়া ৬ জনের মধ্যে একজন সাংবাদিক রয়েছেন তার নাম প্রসেনজিৎ রায় ওরফে ব্রাত্য। কিন্তু জেল থেকে অন্তর্বর্তী জামিনে বের হওয়ার পর রবিবার রাতে নেশা সামগ্রীসহ পুলিশের জালে প্রসেনজিৎ রায়। সাথে আটক করা হয়েছে তার ৫ জনকে। সহযোগিকে নাসির আহমেদ ওরফে চোরা নসূকেও।

জানাযায় সিপাহীজলা জেলার সবকটি থানা সহ চুড়াইবাড়ি থেকে সাব্রুম পর্যন্ত একাধিক থানায় এনডিপিএস সহ বিভিন্ন অপরাধের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগের মামলা রয়েছে নসুর বিরুদ্ধে। এছাড়াও এদিন গ্রেফতার করা হয় গৌরাঙ্গ ঘোষ, জিন্নাল হোসেন, প্রবির রায় এবং অজয় সাহাকে।

গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় মামলা রয়েছে বলে জানান বিশালগড় থানার ওসি দেবাশীষ সাহা। পুলিশ জানায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রবিবার রাতে পরিত্যক্ত কংগ্রেস ভবনে তল্লাশি চালিয়ে পুলিশ সেখান থেকে কফ সিরাপ, ইয়াবা ট্যাবলেট, ব্রাউন সুগার, সাতটি মোবাইল হ্যান্ডসেট, দুটি বাইক সহ নগদ ৩০ হাজার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## বাইক দূর্ঘটনায় নিহত যুবক আহত এক

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৯ মার্চ।।** হোলির দিনে বাইক দুর্ঘটনায় প্রান হারালো এক যুবক। ঘটনার বিবরনে জানাযায় আজ হোলির দিনে শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত রাজাপুর ব্রীজ সংলগ্ন বীরচন্দ্র নগর বিলোনীয়া সড়কে টি আর ০১ পি ৫৮২২ নাম্বারের বাইক ও টি আর ০৭ ডি ৮৯৯১ নাম্বারের দুইটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে।

এই সংঘর্ষের ফলে টি আর ০১ পি ৫৮২২ নাম্বারের বাইক আরোহী ঘটনাস্থলে প্রান হারায়। দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে এলাকাবাসী জরোহয়ে শান্তির বাজার দমকল বাহীনিকে খবরদেয়। ঘটনার খবর পেয়ে দমকল বাহীনির কর্মীরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে দুইজনকে শান্তির বাজার জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসে। এর মধ্যে একজনকে হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষনা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

# বিজেপি ভোটারদের প্রভাবিত করতে কৌশল রাজনীতি করছে ঃ প্রদ্যোত

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ মার্চ।।** বিজেপি দল যেহেতু বুঝতে পেরেছে যে এডিসি নির্বাচনে পরিবর্তন হচ্ছে, তাই, তারা ভোটারদের প্রভাবিত করতে কৌশল রাজনীতি শুরু করেছেন বলে জানিয়েছেন তিপ্রা’র চেয়ারম্যান প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ।

সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে গিয়ে প্রদ্যোত বিজেপির ইস্তেহার প্রকাশের সময় তিপ্রা’র চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে বক্তব্যের জন্য উপমুখ্যমন্ত্রী যিষ্ণু দেববর্মার তীব্র সমালোচনা করেছেন এবং বলেছেন যে দায়িত্বশীল পদে বসে থাকা লোকদের কাছ থেকে এটি গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি আরও বলেছেন যে তাঁর দলের বিরুদ্ধে কিছু বক্তব্য দেওয়া হচ্ছে এবং দাবি করা হচ্ছে যে তিপ্রা কমিউনিস্ট পার্টির সাথে বোঝাপড়া করেছে।

প্রদ্যোত বলেন, সমগ্র কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিরুদ্ধে ছিল আমার পরিবার। তিনি বলেন, যে তাঁর এজেন্ডার কোনোওটাই ডান বা বামদের সাথে নেই, তবে কেন্দ্রে রয়েছে। প্রশ্ন, “আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, সিপিআইএম বা বিজেপির সাথে নয় এমন একটি রাজনৈতিক দল থাকা কি ভুল? আমার রাজ্যের জনগণের জন্য কিছু করার আমার নিজস্ব লক্ষ্য রয়েছে এবং এটি আমার দল তিপ্রা’র ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

# বিজেপির ইশতেহারকে বিশ্বাসঘাতকতার আরও একটি দলিল বললেন রাধাচরণ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ মার্চ।।** ক্ষমতাসীন বিজেপি তার এডিসির ভোটের জন্য ইশতেহার প্রকাশের তিন দিন পরে বিরোধী সিপিআইএম দলের নেতা তথা প্রাক্তন প্রধান নির্বাহী সদস্য রাধাচরণ দেববর্মা এটিকে রাজ্যের জনগণের জন্য ‘বিশ্বাসঘাতকতার আরও একটি দলিল’ বলে অভিহিত করেছেন।

সংবাদ সম্মেলনে শ্রী দেববর্মা বলেছেন, যে বিজেপির নির্বাচনী ইশতেহারে ২৮ পয়েন্ট রয়েছে এবং বেশিরভাগ কাজ বামফ্রন্টের নেতৃত্বাধীন কাউন্সিল দ্বারা শুরু করা হয়েছে এবং কিছু কিছু বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ায় রয়েছে।

রাধাচরণ বলেন, বামফ্রন্টের নেতৃত্বাধীন কাউন্সিল জনগণের সুবিধার্থে এবং এডিসি কাউন্সিলের অঞ্চলকে ক্ষমতায়নে কোন প্রকার কসরত ছাড়েনি। বিজেপির দেওয়া বেশিরভাগ প্রতিশ্রুতি বামফ্রন্টই পূরণ করেছে।

তিনি আরও বলেন, যে বিজেপি আদিবাসী ভাষার বিকাশের বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। কিন্তু জানে না যে বামফ্রন্ট ইতিমধ্যে ককবরক ভাষা স্বীকৃতি দিয়েছে এবং এর উন্নয়নের জন্য এই বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত শেখানো হয়, অন্যদিকে কুকি, চাকমা, গারোর মতো অন্যান্য ভাষাও স্বীকৃতির জন্য প্রক্রিয়াধীন।

বিজেপি প্রথাগত আইন রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে কিন্তু অন্যদিকে সরকার পরিষদ কর্তৃক প্রেরিত পাঁচটি প্রথাগত আইন প্রস্তাবটি গ্রহণ করে নি’, দেববর্মা আরও জানান। কাউন্সিল এলাকায় একটি নতুন মেডিকেল কলেজ নির্মাণের প্রতিশ্রুতি প্রসঙ্গে প্রবীণ এই নেতা বলেন, ক্ষমতাসীন সরকার বর্তমান পরিস্থিতি উপেক্ষা করেনি।

রাধাচরণ দেববর্মা বলেন, স্বাস্থ্য বিভাগের পরিস্থিতি যখন করুণ হয়ে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

# নাগেরজলা মোটরস্ট্যান্ডে সোসাইটিকে ঘিরে বাসচালকদের অসন্তোষ, দিনভর উত্তেজনা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ মার্চ।।** নাগেরজলা সোসাইটি বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে সোমবার সকাল থেকে বাস শ্রমিকেরা বাস চালানো বন্ধ রাখে। পরবর্তী সময় নাগেরজলা সোসাইটির সদস্যের বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ তুলে অরুন্ধতী নগর থানায় মামলা দায়ের করে শ্রমিকরা। উল্লেখ্য, রবিবার দুপুর দুইটা নাগাদ টি আর ০১ এ ১৪৮২ নম্বরের বাস নিয়ে চালক বিন কোয়েশ মিয়া নাগেরজলা থেকে বের হয়ে যাত্রী নিয়ে যাবার সময় গাড়ি দাঁড়ানো নিয়ে বাকবিতন্ডা বাধে নাগেরজলা সোসাইটির পিন্টু দেবনাথের সাথে।

পরে সেই জল গড়ায় হাতাহাতিতে। রাতে আটটা নাগাদ নাগেরজলা সোসাইটির পক্ষ থেকে বিনকোয়েশ মিয়াকে ডেকে নিয়ে যায় সোসাইটি ঘরে। দুপুরের কথা নিয়ে আলোচনার সময় আচমকা পিন্টু দেবনাথ বিনকোয়েশের উপর হাত তুলে। ঘটনাস্থল থেকে স্থান ত্যাগ করে চলে আসেন বিনকোয়েশ মিয়া এবং তার সহজ চালক। সোমবার সকালে খবরটি চাওয়ার হতেই শ্রমিকদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দেয়।

প্রায় শতাধিক শ্রমিক একত্রিত ভাবে এ ডি নগর থানায় গিয়ে মামলা দায়ের করে পিন্টু দেবনাথের বিরুদ্ধে বলে জানান সাউথ ত্রিপুরা বাস অনার্স এসোসিয়েশনের বিনকোয়েশ মিয়া। একইভাবে অন্যান্য শ্রমিকরা জানান প্রতিদিন দিনে ২০ টাকা এবং ৫০ টাকা করে পার্কিং করা হলেও প্রায়ই গাড়ি থেকে রাতের বেলা গাড়ির তেল, ব্যাটারি এবং জেক সহ বিভিন্ন সামগ্রী চুরি হয়। বিষয়টি সোসাইটিকে জানানো হলেও চুরি রোখা যাচ্ছে না।

সোসাইটি দায়ভার নিয়ে দায়িত্ব পালন করছে না বলে অভিযোগ। তাদের অভিযোগ পুলিশ যদি মামলার বড় আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ না করে, তাহলে তারা অনির্দিষ্টকালের জন্য গাড়ি চালানো বন্ধ রাখবে। প্রয়োজনে গাড়ির মালিক কর্তৃপক্ষ যদি গাড়ি চালাতে চায় তাহলে চালাতে পারে। কিন্তু গাড়ির শ্রমিকরা ন্যায্য বিচার না পাওয়া পর্যন্ত গাড়ি চালাবে না বলে স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দেয়। তবে এদিন নাগেরজলা থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণে গাড়ি চলাচল বন্ধ থাকায় যাত্রীদের দুর্ভোগের শিকার হতে হয়।

# ধর্মনগরে সাতসকালে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ মার্চ।।** হোলি উৎসবের দিন সকালে উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরের মধ্য নোয়াপাড়ার বড়দা সরনির ড্রেন থেকে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে।সোমবার হোলি উৎসবের দিন সকালে উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর মধ্য নোয়াপাড়া বড়দা সরণির ড্রেন থেকে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারের সংবাদে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। সংবাদ সূত্রে জানা যায় স্থানীয় লোকজন রাস্তার পাশের ড্রেনে এক ব্যক্তি মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেন।

মৃতদেহ পড়ে থাকার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকার মানুষজন সেখানে ভিড় জমান। খবর দেওয়া হয় ধর্মনগর থানার পুলিশকে।ধর্মনগর থানার ওসি মিলন দত্ত সহ পুলিশের পদস্থ আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। ড্রেন থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মৃতদেহ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এদিকে গতকাল থেকেই কলেজ রোড এলাকার জামির হালার বাসিন্দা শংকর দাস নিখোঁজ ছিলেন। তিনি গতকাল বাড়ি থেকে বের হয়ে রাতে বাড়ি ফিরে যাননি।

মধ্য নোয়াপাড়ায় বড়দা সরনীএলাকায় মৃতদেহ পড়ে থাকার খবর পেয়ে নিখোঁজ পরিবারের লোকজন সেখানে ছুটে আসেন। মৃতের পুত্র মৃতদেহটি শনাক্ত করে। মৃত ব্যক্তি শংকর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ১৬৭ ▫ ৩০ মার্চ ২০২১ ইং ▫ ১৬ চৈত্র ▫ মঙ্গলবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

## অন্তরালে ভাইরাস

আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তির যুগে প্রায় প্রত্যেকের হাতে হাতে এন্ড্রয়েড মোবাইল ফোন রহিয়াছে। তথ্য প্রযুক্তিকে কাজে লাগাইতে দেশের সরকারও গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে। দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি স্মার্ট ইন্ডিয়া গড়িয়া তুবিবার জন্য প্রত্যেক ভারতবাসীকে এন্ড্রয়েড মোবাইল ফোনের আওতায় নিয়ে আসিবার স্বপ্ন দেখিয়াছেন। প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন পূরণ করিতে দেশবাসীও উদগ্রীব। দেশের অধিকাংশ মানুষের হাতে এন্ড্রয়েড ফোন পৌঁছিয়া গিয়াছে।

সব অ্যান্ড্রয়েড ব্যবহারকারীকেই সিস্টেম আপডেট করিতে হয়। স্মার্টফোনের আয়ু বাড়াইতে এবং ব্যবহারকারীর তথ্য সুরক্ষিত রাখিতে এই নিয়মিত সিস্টেম আপডেট অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু, এই আপডেটের আড়ালেই যদি ঘাপটি মারিয়া লুকাইয়া থাকে ভাইরাস? তখন সাইবার সুরক্ষার অতি বড় বুঝদারও হয়তো হ্যাকারদের ফাঁদে পা দিয়া ফেলিতে পারেন। আর এখানেই বাড়তি সতর্ক হইতে বলিয়াছেন সাইবার বিশেষজ্ঞরা। কারণ, সম্প্রতি এমন এক ম্যালওয়্যারের খোঁজ মিলিয়াছেছ যাহার বাইরের চেহারাটা অবিকল সিস্টেম আপডেটের মতো। কিন্তু, তাহার পেটের মধ্যে রহিয়াছে ভাইরাস। যে কিছু বুঝিয়া উঠিবার আগেই ফোনের মালিকের সমস্ত গোপন এবং ব্যক্তিগত তথ্য পৌঁছিয়া যাইবে হ্যাকারদের কাছে।

মোবাইল সুরক্ষা নিয়া কাজ করা সংস্থা জিম্পেরিয়াম-এর বিশেষজ্ঞরা খুঁজিয়া পাইয়াছেন এই ম্যালওয়্যার। তাঁহারাই জানাইয়াছেন দেখিতে অবিকল সিস্টেম আপডেটের মতো হইলেও এটি আসলে একটি অ্যাপ্লিকেশন। গুগল প্লে স্টোর বা অ্যাপেল স্টোরে অবশ্য পাওয়া যাঈবে না। কিন্তু অসাবধানতায় কোনও অসুরক্ষিত প্ল্যাটফর্ম থেকে ওই অ্যাপ ডাউনলোড হইয়া যাইতে পারে। একবার ডাউনলোড হইয়া গেলে ওই অ্যাপ আপনা থেকে নিজেকে লুকাইয়া ফেলিবে। তারপর হ্যাকারদের নিজস্ব সার্ভারের সঙ্গে জুড়িয়া দিবে আপনার ফোন। এরপর এক এক করিয়া আপনার ফোনের কন্ট্যাক্ট, ছবি, মেসেজের তথ্য, লোকেশন, সার্চ হিস্ট্রি, ব্রাউজার বুকমার্ক--- সবকিছু হাতাইয়া য নিবে সাইবার হানাদাররা। শুধু তাই নয়, হ্যাকারদের কাছে ফায়ারবেস সার্ভার থাকায় তাহারা স্মার্টফোনে রিমোট অ্যাক্সেস করিতে পারিবে। এর ফলে তাহারা চাইলেই যখন তখন ব্যবহারকারীর কল রেকর্ড করিতে পারিবে এবং ফোনের ক্যামেরা ব্যবহার করিয়ি ছবি ও ভিডিও তুলগতে পারিবে। বাজারে এই প্রযুক্তি ব্যবহার করিয়া তৈরি একাধিক অ্যাপ্লিকেশন রহিয়াছে। কয়েকটি অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে বাবা-মায়েরা ওয়েব ক্যামেরার সাহায্যে শিশুদের ওপর নজরদারি চালাইয়া থাকেন। আবার কয়েকটিতে স্বামী-স্ত্রী একে অপরের উপর গোপনে নজর রাখিতে পারেন।

জিম্পেরিয়াম-এর সিইও শ্রীধর মিত্তাল বলিয়াছেন, ”সাম্প্রতিককালে আমার দেখা সবচেয়ে নিখুঁত ভাইরাস হইল এই অ্যাপ। আমার মনে হয় এরকম আরও একাধিক অ্যাপ্লিকেশন রহিয়াছে। সেগুলিকেও খুব শীঘ্রই খুঁজিয়া বার করিব।” ততক্ষণ পর্যন্ত সচেতন এবং সতর্ক থাকারই পরামর্শ দিয়াছেন শ্রীধর। তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে এই ধরনের বিপদজনক প্রবণতা বড় ধরনের বিপদ ডাকিয়া আনিতে পারে। এসব বিষয়ে প্রত্যেক অ্যান্ড্রয়েড ফোন ব্যবহারকারীদের আরো সতর্ক হইতে হইবে। অন্যথায় বড় ধরনের বিপদে পড়িতে হইবে। অতএব সাধু সাবধান!

## খিদিরপুরে গোডাউনে আগুন, দমকলের চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে

কলকাতা, ২৯ মার্চ (হি.স.): ফের অগ্নিকাণ্ড কলকাতায়। এবার আগুন লাগল খিদিরপুর এলাকার একটি তারের গোডাউনে। সোমবার সকাল ১০.৪০ মিনিট নাগাদ খিদিরপুরের কোল বার্থ রোডে অবস্থিত তারের গোডাউনে ভয়াবহ আগুন লাগে। অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে পৌঁছয় দমকলের মোট ৮টি ইঞ্জিন। গোডাউন সংলগ্ন বিল্ডিংগুলি খালি করে দেওয়া হয়। পরে দমকল কর্মীদের তৎপরতায় নিয়ন্ত্রণে এসেছে আগুন। পুলিশ সূত্রের খবর, সোমবার সকাল ১০.৪০ মিনিট নাগাদ খিদিরপুরের কোল বার্থ রোডে অবস্থিত তারের গোডাউনে ভয়াবহ আগুন লাগে। তৎক্ষণাৎ খবর দেওয়া হয় দমকলে। পাশাপাশি আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে সংলগ্ন বিল্ডিংগুলি খালি করে দেওয়া হয়। দমকল কর্মীদের তৎপরতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। এই অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেই। কীভাবে আগুন লাগল, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

## ১,৬০৫ বেড়ে ৩.১২-লক্ষাধিক মৃত্যু, ব্রাজিলে নিম্নমুখী করোনা-সংক্রমণ

রিও ডি জেনেইরো, ২৯ মার্চ (হি.স.): ব্রাজিলে করোনাভাইরাসের দৈনিক-সংক্রমণ কিছুটা নিম্নমুখী! দৈনিক মৃত্যুও কমেছে ব্রাজিলে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ব্রাজিলে করোনা কেড়ে নিয়েছে ১ হাজার ৬০৬ জনের প্রাণ, এই সময়ে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৪৪,৩২৬ জন। ফলে বাড়তে বাড়তে ব্রাজিলে ৩ লক্ষ ১২ হাজারেরও বেশি করোনা-আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় (রবিবার) ব্রাজিলে নতুন করে ১ হাজার ৬০৫ জনের মৃত্যু হয়েছে, ফলে ব্রাজিলে করোনায় মৃতের সংখ্যা ৩ লক্ষ ১২ হাজার ২৯৯-তে পৌঁছেছে।

করোনা-সংক্রমিত রোগীর সংখ্যাও অনেকটা কমেছে ব্রাজিলে। একদিন আগেই দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ৮৩,০৩৯ জন, রবিবার সারাদিনে নতুন করে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৪৪ হাজার ৩২৬-এ পৌঁছেছে। সবমিলিয়ে এযাবৎ ব্রাজিলে ১২,৫৩৪,৬৮৮ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে সুস্থ হয়েছেন ১০, ৯১২,৯৪১ জন। ব্রাজিলে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ১,৩০৯, ৪৪৮ জন।

## ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু ৫১০ জনের, আমেরিকায় কমছে করোনার বাড়বাড়ন্ত

ওয়াশিংটন, ২৯ মার্চ (হি.স.): আমেরিকায় ধীরে ধীরে কমছে করোনাভাইরাসের বাড়বাড়ন্ত, মার্কিন মুলুকে এক ধাক্কায় অনেকটাই কমল দৈনিক মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যা। আমেরিকায় বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৪৪,০৯৬ জন। পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ৫১০ জনের। ফলে বাড়তে বাড়তে আমেরিকায় ৩০,৯৬২,৮০৩-এ পৌঁছে গিয়েছে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ। আমেরিকায় সময় অনুযায়ী, রবিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ৫১০ বেড়ে আমেরিকায় মোট মৃত্যু হয়েছে ৫ লক্ষ ৬২ হাজার ৫২৬ জনের।

জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, আমেরিকায় বিগত ২৪ ঘন্টায় (রবিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত) নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৪৪ হাজার ০৯৬ জন। এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ৫১০ জনের। ফলে আমেরিকায় মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৩০,৯৬২,৮০৩-এ পৌঁছেছে, মার্কিন মুলুকে এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ২৩, ৪১০,৮৮৪ জন। আমেরিকায় এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৬৯ লক্ষ ৮৯ হাজার ৩৯৩ জন।

# হৃদরোগ ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা

### ডা. প্রকাশ মল্লিক

হৃৎপিণ্ডের অসুস্থতা জরুরি আকারনেওয়ার পূর্বে সাবধান হওয়া যায়।বিশেষ অসুস্থতা ছাড়া সামাজিকহৃদযন্ত্রের সাধারণ কিছু লক্ষণ প্রকাশঘটলে তার চিকিৎসা করে হৃৎপিণ্ডকেএগারিকাস ৩০’ অথবা ২০০ প্রয়োগকরতে হবে। ক্ষীণ রক্ত সঞ্চালন যুক্তবৃদ্ধদের জন্য ৩০ শক্তির ওষুধ প্রতিদিন তিনবার করে অবস্থা ভেদে দু’বার খাওয়া চলে। প্রয়োজনে ১০০ শক্তির ওষুধ দিতে হবে।

২, ডিস্‌পেপশিয়া রোগী যখন প্যালপিটেশনে ভোগে এবং ওই প্যালপিটেশন বা পাশ হয়ে শুলে কম হতে থাকে তখন ‘এঙ্গাস্ট্রাভেরা-৩০’ শক্তি বা ২০০ শক্তির ওষুধ সেবনের জন্য দেওয়া হয়।

৩. বৃদ্ধ মানুষদের হৃৎপিণ্ড রোগেরযখন প্যালপিটেশন সহ বুকে চাপবোধ অনুভূত হয় তখন ক্র্যাটিগ্রাস ৩০’ শক্তি কার্যকরী হয়।

৪. রোগী দমবন্ধ ভাবের কথা বলে এবং দেখা যায় তার নাড়ি অনিয়মিত চলছে অর্থাৎ প্রতি তিন-চার বার স্পন্দনের পর ইন্টারসিস্টেম হচ্ছে।

নেই সঙ্গে শোথ, চক্ষুর নিম্নে থলির ন্যায় স্ফীত হয়ে আছে তখন “এপিস মেল ৩০” শক্তি খাওয়ালে ভালো ফল পাওয়া যায়।

৫. প্যালপিটেশন স্থির হয়ে বসে থাকলে অথবা শুয়ে থাকলে বেশি ম্যাগনেসিয়া মিউর ৩০’ শক্তি দেওয়া হয়।

৬. হৃৎপিণ্ডের প্যালপিটেশন রোগীর মুখমণ্ডলের ফুটে উঠলে সিউরিয়াটিক ত্যাসিভ ৩০/২০০” শক্তি ব্যবহার সুফল মিলে।

৭. হৃৎপিণ্ডের আযারজেনটাম মেট ৩০/২০০, শক্তি ব্যবহার সুফল মিলে।

৮. আরনিকা মন্ট” হৃৎপিণ্ডের অধিক শ্রম এবং হৃৎপিণ্ডের চতুর্দিকে অধিকতর মেদ জমলে ২০০ শক্তি ওষুধ প্রয়োগ করা হয়।

৯. যখন কোনও রোগী হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার পর রুগ্ন হওয়ার সাথে সাথে মানসিক অস্থিরতার দিন কাটাতে থাকে এবং রোগ দুরারোগ্য মনে হওয়ার জন্য খাওয়ার আগ্রহ হারায় এবং মধ্যরাতে রোগের বৃদ্ধির অল্প অল্প ঠান্ডা জল পান করে, ঘুমাতে পারে না তখন “আর্সেনিক এলবা ৩০,

শক্তি প্রতি চার/ছয় ঘণ্টা অন্তর রোগী শান্ত হবে।

১০. যেসব হৃদরোগে সহজে হৃৎপিণ্ড উত্তেজনাযুক্ত হয়, সেখানে এসফিটিডা ৩০ শক্তি কার্যকরী হয়।

১১. আরাম মেট ৩০/২০০ শক্তির ওষুধ হৃদরোগে যখন জানা যায় হৃৎপিণ্ডের বৃদ্ধি ঘটেছে কিন্তু তৎসহ হৃৎপিণ্ডের ডাইলেটেশন নেই। সেই সঙ্গে হৎপিণ্ডে মেদ জমা হয়েছে এবং হত্যন্ত্রে মাংসপেশির ধ্বংস মুক্তিতে সাহায্য করে।

১৪. ক্যাকটাস মোদার) এই ওষুধের লক্ষণগুলি বিচার-বিশ্লেষণ সতর্কতার সঙ্গে করতে হয়-ত্তসজোরে তপু সঙ্কুচিত হয় এবং রক্ত বেগে এওটার মধ্যে প্রবেশ করে। মনে হয় যেন হৃৎপিণ্ড একখানি লোহার হাত দিয়ে ঘন ঘন চেপে দিচ্ছে এবং ছেড়ে দিচ্ছে। ফলে অনুভূত হয় দেখা যাচ্ছে তখন সর্বপ্রকার চিকিৎসকবৃন্দ

এই ওষুধটির ব্যবহার ও বিশ্লেষণ করতে মনোযোগী হলে রোগীর উপকার হয়।

১২... এন্ডাকার্ডাইটিস সহ গ্যাস্ট্রাইটিস হলে বিসমাথ ৬/৩০ কার্যকরী হয়।

১৩. যদি কারোর হৃৎপিণ্ড গাউট কিংবা হিউমোটিজম্‌ অসুখে আক্রান্ত হয়, তখন সুস্থ থাকার জন্য বেজোয়িক এসিডাম ২০০ শক্তি রোগ হৃৎস্পন্দনের স্থানের অভাব। যুবকের হৃৎপিণ্ডের হারপারট্রফি,ত্ত বাম ভেন্টিকের বৃদ্ধি সহ হৃৎপিণ্ডের বলাগ ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা অনিয়মিত কার্য দেখা যায়। এই ওবুধে সেবন হৃৎপিণ্ডের বেগ ও কার্য স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। চিকিৎসকের পরামর্শ না নিয়ে ক্যাকটাস খাওয়া ঠিক নয়।

১৫. কাফিয়া-৩০/২০০ হৃৎপিণ্ডের স্নায়ুর উপর এই ওষুধের কার্য লক্ষ্য করা গেছে।

১৬. কলচিকাম-৩০/২০০ তরুণবাত রোগের পর হৃৎরোগ হলে কলচিকামের অন্যান্য লক্ষণের সঙ্গে মিলিয়ে ওষুধ দিলে উপকার পাওয়া যায়।

১৭, কোনায়াম-২০০ শক্তি বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের হৃৎপিণ্ড ও দুর্বলস্মৃতি শক্তিতে যখন কোনওপ্রকার মানসিক পরিশ্রম সহা করতে পারে না তখন ওষুধটি নির্বাচন করা হয়।

১৮- ডিজিটেলিস-৩০ শক্তি। হৃৎপিণ্ডের যন্ত্রজনিত পীড়া, পেরিকাডাইটিস, রোগী মনে করে যদি সে নড়াচড়া করে তাহলে তার হৃৎপিণ্ড স্পন্দন করবে না।

১৯. জেলসিমিয়াম-৩০ রোগী মনে করে সে নড়াচড়া না করলে হৃৎপিণ্ড থেমে যাবে। রোগী স্নায়বিক রোগে শীত বোধ করে গাত্রচর্ম উষ্ণ থাকা সত্ত্বেও। ফলে শরীর থর থর করে কীপায় কোনও একজনকে ধরে থাকতে বলে।

২০. যখন কোনও হার্টের রোগী নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয়ে শোয় না তখন গ্রিগালিয়া রোবাস্টা-৩০ কয়েক বার খেলে উপকার পাওয়া যায়।

২১. যখন কোনও মানুষের নাড়ি অসম, অনিয়মিত ইন্টারমিটেন্ট অথবা দ্রুত এবং দুর্বল সেই সঙ্গে চোখের উপরের পাতা ফোলা ত্ত তখন কেলিকার্ব-৩০/২০০ দিয়ে চিকিৎসা শুরু করতে হয়।

২২.লাইকোপোডিয়াম-৩০/২০০ হার্ট ভাইলেটেড অর্থাৎ প্রসারিত হৃৎপিণ্ডের রোগী পা ফোলা ও কম পার্বে জন্য লাইকোপোডিয়াম প্রয়োগ করে অপেক্ষা করতে হয়। ডোজের ডাক্তারবাবুর পরামর্শ প্রয়োজন।

২৩. লোবেলিয়াইন-৩০ শক্তি। রোগী মনে করে হৃৎপিণ্ড স্পন্দন করবে না।

২৪. ভাইপেরা-৩০ শক্তি। পেট ফাপা এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট হলে ভাইপেরা-৩০ শক্তি খেলে উপকার হয়।

২৫. স্থির হয়ে বসে থাকলে বোধ হয় যেন হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হবে না এবং এই লক্ষণের সঙ্গে যদি মিষ্টি বিশেষ করে চিনি খাবার আগ্রহ থাকে এবং নিম্নশাখা অর্থাৎ দু”টি পায়ে দুর্বলতা ও কম্পন বোঝা যায় তখন আজেন্টাম নাইট্রিকাম-২০০ শক্তি খেতে দিতে হবে। প্রয়োগ করা হয়। আর একটি লক্ষণ হল-- যেন বক্ষ মধ্যে উত্তপ্ত লৌহ প্রবেশ করছে এমন অনুভূতির সঙ্গে বুকের উপর ভারী বস্তু চাপানো আছে - ন্যাজা কার্যকরী হয়। সেই সঙ্গে আমাদের কিছু সাবধান বর্জনীয়। ২. অধিক্ষণ দমবন্ধ রাখার কোনও কাজ অনুচিত। ৩. দমবন্ধ করে কোনও ভারী বস্তু উত্তোলন বিপঙনক। ৪. হস্ত-মৈথুন দ্বারা প্যালপিটেশন বৃদ্ধি হয়ে প্রাণ সংশয়। ৫. বীর্যক্ষয় হৃৎরোগীর পক্ষে বিপদ। ৬. অতিরিক্ত পরিশ্রম নিষেধ। দৌড়ানো, দ্রুত বেগে হাঁটা, সীতার কাটা রোগের বৃদ্ধি ঘটায়। ৭. উবাস ও রাত্রি জাগরণ ক্ষতিকর। ৮. নানাবিধ গরমমশলা, মদ, তামাক, কফি বেশি চা ক্ষতিকর। ৯. উদরপূর্ণ আহার নিষেধ। ১০. অল্প আহার করে উদরপূর্ণ জল পান ক্ষতিকর। ১১. রোগী শান্তভাবে স্থিরতা ও ধৈর্য সরকারে জীবনযাপনে আগ্রহী হলেও সুপাচ্য পথ্য খেলে বিপর্যয়ের আশঙ্কা কমে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

# ফেরাবেন তিনি ফেরাবেন ?

### সুতীর্থ চক্রবর্তী

‘সোনার বাংলা’ গড়ার স্লোগান রাজ্যে নতুন নয়। ১৯৮৭ সসালে রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের সময় রাজীব গান্ধী যে ‘ সোনার বাংলা’ গড়ার স্লোগান দিয়েছিলেন, সেটা বিলক্ষণ মনে রয়েছে। জবাবে সি পি এম বলেছিল, দিল্লি আগে সামলা পড়ে গড়বি বাংলা’। ৩৪ বছর পর রাজ্যে একই ধরনের রাজনৈতিক তরজা দেখা যাচ্ছে। ব্রিগেডে তাঁর দলের সভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই তরজাকে আরও কিছুটা এগিয়ে দিয়েছেন। মোদি বলেছেন ‘স্বাধীনতার পর ৭৫ বছরে বাংলা থেকে যা যা ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে, তা ফেরত দেওয়া হবে।’

এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, মোদির মন্তব্য আগামীতে বহু বিতর্ক উসকে দেবে। মোদির মন্তব্যটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে অনেকের মনে সাংবাদিক রণজিৎ রায়ের ‘দ্য অ্যাগনি অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল’ বইটির কথা উদিত হয়েছে। ১৯৭১ সসালে প্রকাশিত এ-বই দেে তোলপাড় ফেলেছিল। স্বাধীনতার পর ২৫ বছরে কীভাবে পশ্চিমবঙ্গে দেশের একটি এগিয়ে থাকা রাজ্য থেকে পিছিয়ে পড়া রাজ্যে চলে গিয়েছিল, সেই যন্ত্রণা লিপিবদ্ধ হয়েছিল ওই বইয়ে। দ্য অ্যাগনি অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল’ লিপিবদ্ধ করেছিল কীভাবে পশ্চিমবঙ্গ থেকে সম্পদ, মূলধন ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল আড়াই দশক ধরে। মোদি যখন ব্রিগেডে দাঁড়িয়ে বললেন স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গে থেকে যা যা ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে, তা ফেরত দেওয়া হবে---তখন খুব স্বাভাবিকভাবেই দ্য অ্যাগনি অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল-এর স্মৃতি ফেরত আসে।

পশ্চিমবঙ্গের বঞ্চনার যন্ত্রণা আজও শেষ হয়নি। দ্য অ্যাগনি অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল প্রকাশিত হওয়ার পর ৫০বছর কেটে গিয়েছে। কিন্তু এখনও এই রাজ্যে যে দলই ক্ষমতায় থাকুক তার যন্ত্রণার আখ্যান একই রয়ে গিয়েছে। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লাগাতার অভিযোগ জানিয়ে চলেছেন, কীভাবে রাজ্য বঞ্চিত তার প্রাপ্য করের ভাগ থেকে। কেন্দ্রীয় প্রকল্পের কোটি কোটি টাকা কীভাবে দিনের পর দিন বকেয়া থেকে যায় ,তা নিয়েও বহুবার সরব হয়েছেন তিনি, ঠিক তাঁর পূর্বাসূরিদের মতোই। মোদি যখন বলেছেন, ৭৫ বছরের রাজ্য থেকে যা যা ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে, তা ফিরিয়ে দেবেন, তখন তিনি কী কী ফেরাবেন, সেই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটিও সামনে চলে আসে। এই রাজ্য থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার ইতিহা দীর্ঘ। ব্রিটিশ বণিকদের মানদণ্ড রাজদণ্ডে পরিণত হওয়ার আগে থেকেই তো বাংলায় শুরু হয়েছিল লুটতরাজ। সিল্কের পোশাক, অলংকার শিল্প ও বিভিন্ন রকম কুটিরশিল্প ,মশলা---একদিন যে বাংলার অর্থনীতিকে এশিয়ার এই অঞ্চলে সবচেয়ে সমৃদ্ধশালী করেছিলে, ব্রিটিশরা আসার পর হৈ বাংলার দ্রুত পিছিয়ে পড়া শুরু হয়ে যায়। ব্রিটিরা ভারত থেকে যে-কাঁচামাল লুট করেছিল একসসময়,তার মূল উৎস তো ছিল এই বাংলাই। ব্রিটেনে শিল্প বিপ্লবের পর যে বি-শিল্পকরণ শুরু হয়েছিল তারও মূল ক্ষেত্র ছিল এই বাংলা।

দুর্ভাগের হল, স্বাধীনতার পরেও বাংলার এই বঞ্চনার পরিসমাপ্তি ঘটেনি। ১৯৪৭ সালে দেশের মোট আয়ে বাংলার অবদান ছিল দ্বিতীয়। স্বাধীনতার পর যত সময় এগিয়েছে, তত অবনমন ঘটেছে বাংলার। পূর্ব ভারতে বাংলার সসবচেয়ে বড় বঞ্চনার জায়গা ছিল, কেন্দ্রীয় সরকারের মাশুল সমীকরণ নীতি। বাংলায় কাঁচামালের যে বাড়তি সুবিধা ছিল, মাশুল সমীকরণ নীতি তা ছিনিয়ে নিয়েছিল। কেন্দ্রের এটা ছিল এক অদ্ভূত নীতি। দেশে শিল্পায়ানের জন্য বলা হল, সব রাজ্যে সমান দামে মিলবে পূর্ব ভারতের খনিজ সম্পদ। দূরবর্তী রাজ্যগুলিতে এই খনিজ পদার্থ পরিবহণের খরচ বাবদ ভরতুকি দেবে কেন্দ্র। মাশুল সমীকরণ নীতির পরিণতি হল, পশ্চিমবঙ্গ থেকে শিল্প উঠে গিয়ে স্থাপিত হল পশ্চিম ভারতের উপকূল অঞ্চলে। সেখানে বন্দরের সুবিধা আছে, উৎপাদিত শিল্পপণ্য যে- অঞ্চল থেকে হজে বাজারে নিয়ে যাওয়া যায়। এই মাশুল সমীকরণ নীতির বিরুদ্ধে একসময় দীর্ঘ আন্দোলন দেখেছে রাজ্য। ১৯৯৩ সালে যখন কেন্দ্র এই মাশুল সমীকরণ নীতি প্রত্যাহার করল, তখন অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। ততদিনে বহু শিল্প চলে গিয়েছে রাজ্যের বাইরে। সহজলভ্য কয়লা ও অন্যান্য খনিজ পদার্থের জন্য যে শিল্প রাজ্যে আসতে পারত, তা আসেনি। আজ স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরে মোদি কীভাবে সেই শিল্পকে রাজ্যে ফিরিয়ে দেবেন, তা নিয়ে প্রশ্ন জাগে। শিল্পস্থাপনের ক্ষেত্রে বাংলার যে সুবিধা ছিল, তাতে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল। সেই ছিনিয়ে নেওয়া সুবিধা কি এতদিন বাদে ফিরিয়ে দেওয়া যায়?

> **ব্রিগেডে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যখন বললেন, স্বাধীনতার পর ৭৫ বছরে বাংলা থেকে যা যা ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে, তা ফেরত দেওয়া হবে, তখন কি কি ফেরাবেন, সেই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটিও সামনে চলে আসে। রাজ্যের ছিনিয়ে নেওয়া সম্পদের যদি হিসাব কষতে হয়, তাহলে সেটা যে-অঙ্কে গিয়ে দাঁড়াবে, তা ফিরিয়ে দেওয়া কেন্দ্রের পক্ষে সব সময়ই অসম্ভব। রাজ্যে যে বিপুল লগ্নি এই ৭৫ বছরে হতে পারত, তাই-ইক ফিরিয়ে দেওয়ার কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী?**

স্বাধীনতার পর থেকে ভারতে ছিল লাইসেন্স-পারমিট রাজ। শিল্পপতিদের লাইসেন্স দিলে তবেই তারা শিল্প করতে পারতেন। হলদিয়া পেট্রোকেম স্থাপনের স্মৃতি হয়তো অনেকের খেয়াল রয়েছে। জ্যোতি বসুর আমলে কিছুতেই এই পেট্রোকেম শিল্পের লাইসেন্স মিলছিল না। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে বসু ’৮৭ সালের ভোটের আগে রাজীব গান্ধীর কাছ থেকে অনুমতি আদায় করেছিলেন। স্বাধীনতার পর কেন্দ্রে যুক্তি ছিল ,বাংলা তো শিল্পে অনেক এগিয়ে। ফলে বাংলায় কেন শিল্পের লাইসেন্স প্রয়োজন? লাইসেন্স-পারমিট না পেতে পেতে বাংলা অনেক পিছিয়ে গিয়েছে। ’৯১ সালে নরসিমা রাও এবং মনমোহন সিংয়ের যুগলবন্দি দেশের অর্থনীতিকে বিশ্বের দরবারে তুলে আনে। অবসান ঘটে লাইসেন্স-পারমিট রাজ্যের। কিন্তু ততদিনে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। বাংলার গায়ে ততদিনে তকমা লেগে গিয়েছে, এই রাজ্য শিল্পে অনুন্নত। বিনিয়োগ বিনিয়োগকে আকার্ষণ করে। এটাই অর্থনীতির নিয়ম। বাংলায় যেহেতু কেন্দ্রে নীতির ফলে দীর্ঘদিন বেসরকারি লগ্নি আসেনি, তাই দেশের অর্থনীতি উদার হওয়ার পরও বাংলা লগ্নি আকর্ষণ করতে পারেনি। স্বাধীনতার পর দেশের যে অঞ্চলে সরকারি নীতির সুবাদে বেশি লগ্নি গিয়েছেন, তারাই-ই রাজ্যে নিয়ে গিয়েছে। অথচ তামিলনাড়ুতে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক সংগৃহীত আমানতের চেয়ে বেশি টাকা লগ্নি করে থাকে। প্রশ্ন হল, এতদিন বাদে মোদি কীভাবে বাংলার সেই ছিনিয়ে নেওযা লগ্নিকে ফেরাবেন?

কেন্দ্রে বিরুদ্ধে লাগাতার আর্থিখ বঞ্চনার অভিযোগ রাজ্যের। দেশভাগের যন্ত্রণা পাঞ্জাবের সঙ্গে সমানভাবে ভোগ করেছিল বাংলা। কিন্তু দিল্লির কাছ থেকে পাঞ্জাব যা আর্থিক সহযোগিতা পেয়েছিল, বাংলার ভাগ্যে তার সিকিভাগও জোটেনি। এই ইতিহাস সবার জানা। পাঞ্জাব পেয়েছিল ভাকরা-নাঙ্গালের মতো প্রকল্প। বাংলা পেয়েছিল দণ্ডকারণ্য। আর্থিক বঞ্চনার এই ইতিহাস ক্রমশই দীর্ঘ হয়েছে। ২০১১ সালে ক্ষমতায় আসার পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রে কাছে আর্জি জানিয়েছিলেন, বাম আমলে তৈরি হওয়া পাহাড়প্রমাণ ঋণেণ সুদ থেকে তার সরকারকে কয়েক বছরের মুক্তি দিতে। যাতে তিনি রাজ্যের নিজস্ব আয়ের টাকায় পরিকাঠামো ক্ষেত্রে দ্রুত অনেকটা এগিয়ে য্যায়ার কাজ সেরে ফেলতে পারেন। বেশ কয়েক বছর ধরে আর্জি জানানোর পরেও কেন্দ্রের তরফে কোনও সাড়া পাননি মমতাও। কেন্দ্রের এই দীর্ঘ বঞ্চনা বা ‘বিমাতৃসুলভ’ আচরণ তো বাংলার কাছ থেকে ৭৫ বছরে অনেক কিছুই ছিনিয়ে নিয়েছে। মোদি সেগুলি কীভাবে ফেরাবেন?

ব্রিগেডে প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া এই প্রতিশ্রুতি নিশ্চয়ই এই বিতর্কগুলোকে ভবিষ্যতে আরও প্রবলভাবে সামনে আনবে। রাজ্যের ছিনিয়ে নেওয়া সম্পদের যদি হিসাব কষতে হয়, তাহলে সেটা যে অঙ্কে গিয়ে দাঁড়াবে, তা ফিরিয়ে দেওয়া কেন্দ্রে পক্ষে সবসময়ই অসম্ভব। তাহলে ছিনিয়ে নেওয়া সম্পদ ফিরিয়ে দেওয়া বলতে কী বোঝাতে চাইলেন মোদি? কেন্দ্রের কিছু দফতর ৭৫ বছরে স্থানান্তরিত হয়েছে দিল্লি বা অন্যত্র। সেগুলি ফিরিয়ে দ্যেয়ার কথা কি বোঝাতে চাইলেন? না কি রাজ্যে যে বিপুল লগ্নি এই ৭৫ বছরে হতে পারত, তা ফিরিয়ে দেওয়ার কথা বলছেন? আশা, এসবের উত্তর একদিন মিলবে।

(সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

# বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় বিশ্বনেতারা

মনির হোসেন,ঢাকা,মার্চ ২৯।। বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করছেন বিশ্বনেতারা। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশের উন্নয়ন আজ যে পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে তা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কারণেই সম্ভব হয়েছে বলে বিশ্বনেতারা মন্তব্য করেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশকে স্বাধীন করে দেশ গঠনে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। বঙ্গবন্ধুর সেই পথ অনুসরণ করে তার কন্যা শেখ হাসিনা দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন বলে বিশ্বনেতারা উল্লেখ করেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত যৌথ অনুষ্ঠানে বিশ্বনেতারা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

গত ১৭ মার্চ থেকে ২৬ মার্চ পর্যন্ত ১০ দিনব্যাপী উৎসবমুখর ও জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশে উদযাপিত হয় বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী। এ অনুষ্ঠানে প্রতিবেশী বন্ধু রাষ্ট্র ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীসহ সার্কভুক্ত ৬টি দেশের রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধান সরাসরি অংশ নেন।

অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, যুক্তরাজ্য, চীন, কানাডা, জাতিসংঘসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধানরা ভিডিও বার্তা ও শুভেচ্ছা বাণী পাঠান।

বিশ্বনেতারা তাদের বক্তব্যে বাংলাদেশের উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। রাষ্ট্র পরিচালনায় শেখ হাসিনার বিচক্ষণতা, দক্ষতা ও সুদূরপ্রসারি চিন্তা-চেতনার ফলেই বাংলাদেশে সব দিক থেকে উন্নয়ন সাধিত হয়েছে এবং উন্নত সমৃদ্ধ দেশের পথে এগিয়ে যাচ্ছে বলে তারা মন্তব্য করেন। বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যাওয়া এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনের পেছনে তারা শেখ হাসিনার ভূমিকাকে বড় করে দেখছেন।

নেতাদের বক্তব্যে শেখ হাসিনার সরকারের এই সময়ে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রগতি ও সফলতার প্রশংসা উঠে আসে। মিয়ানমার থেকে বিতাড়িত ১০ লাখ রোহিঙ্গাকে শেখ হাসিনা আশ্রয় দিয়ে মানবিকতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন বলেও বিশ্বনেতারা মন্তব্য করেন। বৈশ্বিক সমস্যা জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় শেখ হাসিনার সরকারের গৃহীত পদক্ষেপেরও তারা প্রশংসা করেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের এগিয়ে যাওয়ার প্রশংসা করে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, আমি আনন্দিত যে, শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ বিশ্বে তার সক্ষমতা প্রদর্শন করছে। যারা বাংলাদেশ গঠনে আপত্তি করছিলেন, যারা এখানকার মানুষকে নিচু চোখে দেখতেন, যারা বাংলাদেশের অস্তিত্ব নিয়ে সন্দিহান ছিলেন, বাংলাদেশ তাদের ভুল প্রমাণ করছে।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে দেওয়া শুভেচ্ছা বার্তায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও রোহিঙ্গাদের আশ্রয়ের প্রশংসা করে বলেন, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অগ্রগতির একটি উদাহরণ। দেশটি আশা ও সুযোগ-সুবিধার একটি চমৎকার স্থান। ১০ লাখ রোহিঙ্গা শরণার্থীকে আশ্রয় দেওয়া বাংলাদেশের মানবাধিকারের এক অনন্য দৃষ্টান্ত। এ সমস্যা সমাধানে বাংলাদেশের পাশে থাকবে যুক্তরাষ্ট্র। জলবায়ু সংকট নিরসনে কাজ করতে বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতি প্রশংসনীয়।

যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন বলেন, বাংলাদেশ বর্তমানে অর্থনৈতিক উন্নয়নশীল রাষ্ট্র। আমরা বাংলাদেশের সমৃদ্ধির স্বপ্নের সঙ্গে থাকতে চাই।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বের প্রশংসা করেন চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং ভিডিও বার্তায় বলেন, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ দারুণ কিছু সাফল্য অর্জন করেছে। বাংলাদেশ পুনর্গঠন ও উন্নয়নের দিকে মনোযোগী হয়েছে এবং দ্রুত বর্ধনশীল বিশ্বের কাতারে নিজেদের স্থান করে নিয়েছে। ৬ শতাংশের অধিক জিডিপির (মোট দেশজ উৎপাদন) মাধ্যমে বাংলাদেশ তার দেশের মানুষের জীবনকে উন্নত করছে এবং বিশ্ব থেকে দারিদ্র্য দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। চীন বাংলাদেশের এমন উন্নয়নে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছে।

শেখ হাসিনার উচ্চকিত প্রশংসা করে ভুটানের প্রধানমন্ত্রী লোটে শেরিং বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নেতা হিসেবে পেয়ে এই দেশের মানুষ সত্যিই ভাগ্যবান। আমার বিশ্বাস বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও তাকে নিয়ে গর্ববোধ করতেন। তিনি এবং তার দল যে দক্ষতার সাথে করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলা করেছে তা সত্যিই প্রশংসার দাবিদার। বিগত ১০ বছরে বাংলাদেশ অর্থনীতিতে ব্যাপক উন্নয়ন সাধন করেছে। এই করোনার মাঝেও দক্ষিণ এশিয়ায় সর্বোচ্চ জিডিপি বাংলাদেশের। এগুলো জেনে আমাদের সত্যিই আনন্দ অনুভূত হয়।

কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো তার ভিডিও বার্তায় বলেন, বর্তমানে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। অর্থনৈতিক উন্নতি, দারিদ্র্য বিমোচন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে উন্নতির মতো বিষয়গুলো এ দেশের মানুষের সামনে নতুন নতুন সম্ভাবনা এনে দিয়েছে।

শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী মাহিন্দা রাজাপক্ষে বলেন, বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ অনুসরণ করেই বাংলাদেশকে সমৃদ্ধ করেছেন। বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে, বাংলাদেশকে সুখী ও দারিদ্র্যমুক্ত করতে তিনি ব্যাপক ভূমিকা রেখেছেন।

বাংলাদেশের অগ্রগতির কথা উল্লেখ করে রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ বলেন, আপনাদের দেশ অগ্রগতি ও ক্রমাগত উন্নয়নের দিকে স্থিরভাবে এগিয়ে যাচ্ছে এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে মর্যাদা অর্জন করেছে। দক্ষিণ এশিয়ায় রাশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক অংশীদার বাংলাদেশ।

## সোপোরে জঙ্গি হামলায় মৃত্যু কাউন্সিলরের, শহিদ পুলিশ অফিসার

শ্রীনগর, ২৯ মার্চ (হি.স.): কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদীদের উপদ্রব বেড়েই চলেছে। এদের জম্মু ও কাশ্মীরের বারামুল্লা জেলার সোপোরে টাউনে, পৌর অফিসে জঙ্গি হামলায় প্রাণ হারালেন একজন কাউন্সিলর, মৃত্যু হয়েছে একজন পুলিশ কর্মীরও। এছাড়াও একজন কাউন্সিলর গুরুতর জখম হয়েছেন। সোমবার দুপুরে সোপোরে এলাকায় মিউনিসিপ্যাল অফিসে এলোপাথারি গুলি চালাতে থাকে জঙ্গিরা। জঙ্গিদের গুলিতে মৃত্যু হয়েছে স্পেশাল পুলিশ অফিসার (এসপিও) শফকত নাজির খান ও কাউন্সিলর রিয়াজ আহমেদ পীরের। গুরুতর জখম হয়েছেন কাউন্সিলর শামস-উদ্দিন পীর। শামস-উদ্দিন পীরকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

কাশ্মীর জোন পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সোমবার দুপুরে সোপোরে এলাকার পৌর অফিসে হামলা চালায় জঙ্গিরা। হামলার চালানোর পরই জঙ্গিরা পালিয়ে যায়। পালিয়ে যাওয়া জঙ্গিদের খোঁজে গোটা এলাকা ঘিরে চিরুনি তল্লাশি চালানো হচ্ছে। জঙ্গিদের গুলিতে কর্তব্যরত অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে এসপিও শফকত নাজির খানের, মারা গিয়েছেন কাউন্সিলর রিয়াজ আহমেদ পীর। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন কাউন্সিলর শামস-উদ্দিন পীর।

# রঙের উৎসবে মাতোয়ারা দেশবাসী শুভেচ্ছা রাষ্ট্রপতি-প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৯ মার্চ (হি.স.): রঙের উৎসব হোলি উপলক্ষ্যে আনন্দে মেতে উঠল সমগ্র দেশ। বৃন্দাবন থেকে উজ্জয়িনী, ডিব্রুগড় থেকে কলকাতা-দেশের সর্বত্র ''হোলি হ্যায়'' উল্লাসের সঙ্গে রঙের উৎসবে সামিল হল। হোলি উপলক্ষ্যে সোমবার মথুরার বৃন্দাবনের বাঁকে বিহারি মন্দিরে ভক্তদের ভিড় ছিল অনেকটাই বেশি। বাঁকে বিহারি মন্দির চত্বরে রঙের উৎসবে মেতে ওঠেন ভক্তরা। মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনীতেও রঙের উৎসবে আনন্দে মেতে ওঠেন মানুষজন। ভগবান শিবের ভক্তরা উজ্জয়িনীতে হোলিতে মেতে ওঠেন। অসমের ডিব্রুগড়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্তরা হোলি উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রা বের করেন। কিন্তু, করোনার দাপটের কারণে ওড়িশায় এবারও প্রকাশ্যে হোলি উৎসবে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে সরকার। তাই এদিন সকালে শুনশান ছিল রাজধানী ভুবনেশ্বর-সহ ওড়িশার বিভিন্ন শহরের রাস্তাঘাট।

হোলি উপলক্ষ্যে দেশবাসীকে হার্দিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। টুইট করে রাষ্ট্রপতি লিখেছেন, 'উদ্দীপনা এবং স্নিগ্ধতার এই উৎসব আমাদের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যে নিহিত জাতীয় চেতনাকে আরও শক্তি প্রদান করবে, এটাই কামনা করছি।' প্রধানমন্ত্রী টুইট করে লেখেন, 'আনন্দ, আকাঙ্খা ও উল্লাসের এই উৎসব সকলের জীবনে নতুন উদ্দীপনা ও শক্তি সঞ্চার করুক।'

রাষ্ট্রপতি : রাষ্ট্রপতি রমানাথ কোবিন্দ হোলির শুভেচ্ছা-বার্তায় টুইট করে জানিয়েছেন, 'হোলি উপলক্ষ্যে সমস্ত দেশবাসীকে হার্দিক শুভেচ্ছা। রঙের উৎসব হোলি সামাজিক সম্প্রীতির উৎসব, এই উৎসব মানুষের জীবনে আনন্দ, উৎসাহ এবং আশা সঞ্চার করে। উদ্দীপনা এবং স্নিগ্ধতার এই উৎসব আমাদের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যে নিহিত জাতীয় চেতনাকে আরও শক্তি প্রদান করবে, এটাই কামনা করছি।'

প্রধানমন্ত্রী : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী টুইট করে হোলির শুভেচ্ছা-বার্তায় জানিয়েছেন, 'আপনাদের সকলকে হোলির অনেক অনেক শুভেচ্ছা। আনন্দ, আকাঙ্খা ও উল্লাসের এই উৎসব সকলের জীবনে নতুন উদ্দীপনা ও শক্তি সঞ্চার করুক।'

# কভিড-১৯:বাংলাদেশে একদিনে সর্বোচ্চ রোগী শনাক্তের রেকর্ড, মৃত্যু ৪৫ জনের

মনির হোসেন,ঢাকা,মার্চ ২৯।। বাংলাদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনাভাইরাসে আক্রান্ত আরও ৫ হাজার ১৮১ জন রোগী শনাক্ত হয়েছে। যা বাংলাদেশে একদিনে সর্বোচ্চ। এ নিয়ে শনাক্তকৃত রোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬ লাখ ৮৯৫ জন।

এছাড়া গত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় আরও ৪৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। তাদের মধ্যে ৩০ জন পুরুষ ও ১৫ জন নারী। এ নিয়ে দেশে মোট করোনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৮ হাজার ৯৪৯ জন।

সোমবার (২৯ মার্চ) স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, মৃতদের মধ্যে ৪৪ জন হাসপাতালে ও বাসায় একজন মারা যায়। এদের মধ্যে ত্রিশোর্ধ পাঁচজন, চল্লিশোর্ধ চারজন, পঞ্চাশোর্ধ আটজন এবং ষাটোর্ধ ২৭ জন রয়েছেন। একই সময়ে বিভাগওয়ারি দেখা গেছে, মৃত ৪৫ জনের মধ্যে ঢাকা বিভাগে ২৮ জন, চট্টগ্রাম ছয়জন, রাজশাহী পাঁচজন, খুলনায় তিনজন, বরিশালে একজন, রংপুরে একজন ও ময়মনসিংহে একজনের মৃত্যু হয়।

এদিকে,একই সময়ে করোনা থেকে সুস্থ হয়ে উঠেছেন ২ হাজার ৭৭ জন। এ নিয়ে দেশে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার পর চিকিৎসা শেষে সুস্থ হয়ে উঠা রোগীর সংখ্যা পাঁচ লাখ ৩৮ হাজার ১৮ জন হলো। ২৪ ঘণ্টায় সুস্থতার হার ৮৯ দশমিক ৫৪ শতাংশ।

এদিকে, গত ২৪ ঘণ্টায় সারা দেশে ২২৪টি সরকারি ও বেসরকারি ল্যাবরেটরিতে ২৮ হাজার ৬৮৮টি নমুনা সংগ্রহ ও ২৮ হাজার ১৯৫টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়। এ নিয়ে মোট নমুনা পরীক্ষার সংখ্যা দাঁড়াল ৪৬ লাখ ১৭ হাজার ২৫টি। গত ২৪ ঘণ্টায় নমুনা পরীক্ষায় শনাক্তের হার ১৮ দশমিক ৩৮ শতাংশ।

গত বছরের মার্চ মাসে বাংলাদেশে প্রথম করোনা রোগী শনাক্ত হয়। এরপর এখন পর্যন্ত শনাক্তের মোট হার ১৩ দশমিক শূন্য ১ শতাংশ।

## শবেবরাত: সোনামসজিদ বন্দরে আমদানি-রফতানি বন্ধ

মনির হোসেন,ঢাকা,মার্চ ২৯।। পবিত্র শবে বরাত উপলক্ষে চাঁপাইনবাবগঞ্জের সোনামসজিদ স্থলবন্দরে সব ধরনের আমদানি ও রফতানি কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

সোমবার (২৯ মার্চ) সোনামসজিদ স্থল শুল্ক স্টেশনের দায়িত্বরত সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা পিযুস সরকার ও পানামা পোর্ট লিংক লিমিটেডের ডেপুটি ম্যানেজার মাইনুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তারা জানান, পবিত্র শবে বরাত উপলক্ষে মঙ্গলবার (৩০ মার্চ) বন্দরে কোনো ধরনের আমদানি ও রফতানি কার্যক্রম চলবে না। বুধবার (৩১ মার্চ) সকাল থেকে পুনরায় আমদানি ও রফতানি কার্যক্রম শুরু হবে।

# "নন্দীগ্রাম নিয়ে ভাড়াটে তথাকথিত সুশীল সমাজ এবার কিছু বলবে" প্রশ্ন নেটিজেনদের

কলকাতা, ২৯ মার্চ (হি স)। নন্দীগ্রামের জমি আন্দোলনে পুলিশের গুলি নিয়ে জনসভায় মুখ্যমন্ত্রীর স্বীকারোক্তির পর সামাজিক মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর প্রবল সমালোচনা শুরু হয়েছে।

নন্দীগ্রামের জমি আন্দোলনে পুলিশের গুলি চালিয়েছিল বলে অভিযোগ তোলেন তৃণমূলনেত্রী। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তুমুল আলোড়ণ হয়।গোটা দেশে রাজনৈতিক মাত্রা পায় ওই ঘটনা। রবিবার নন্দীগ্রামের জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ্যেই জানান, জমি-আন্দোলনে পুলিশ গুলি চালায়নি।

এই সঙ্গে ফের প্রকাশ্যে এসেছে তথাকথিত সুশীল সমাজের ছবি। নন্দীগ্রামের ঘটনার পর ছত্রধর মাহাতোর সঙ্গে মমতা-ঘনিষ্ঠ বুদ্ধিজীবীদের বৈঠকের ছবি। তাতে আছেন অপর্ণা সেন, জয় গোস্বামী, কৌশিক সেন, শাঁওলি মিত্র, অর্পিতা ঘোষ, বোলান গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখের ছবি।

"নন্দীগ্রাম নিয়ে ভাড়াটে তথাকথিত সুশীল সমাজ এবার কিছু বলবে"? সাংবাদিক সুপ্রিয় ব্যানার্জীর ফেসবুকে এই প্রশ্নের উত্তরে জয় চৌধুরী লিখেছেন, "ভাড়া করলে বলতে পারে।" শান্তনু সরস্বতী লিখেছেন, "ওরা বোবা সেজে থাকতে ভালবাসে। সুনীলবাবু আর সুশীলাদিদিরা শুধু হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটের বাণী শুনতে পায়। বাকি কোনও শব্দ কানে ঢোকে না।" নবারুণ মুখার্জি লিখেছেন, "এরা ভাড়ায় খাটে। এদের কোনো জাত আছে নাকি। এবার প্রমাণ হলো সেদিন বুদ্ধবাবুই সঠিক ছিলেন।" তীর্থঙ্কর বিশ্বাস লিখেছেন, "ওরা আবার কী বলবে। টাকা ইনকাম হয়েছিল, তাই করেছিল।" কেয়া বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "বলবে কি? এখন তো গত্তে সেঁধিয়েছে।" অঞ্জন মিত্র লিখেছেন, "সব কটা ধান্দাবাজ।" শুভ্রা ভট্টাচার্য লিখেছেন, "ওরা ঘুমিয়ে পড়েছে।"

পৃথক পোস্টে শান্তনু সরস্বতী লিখেছেন, "জনসাধারণের যে সংখ্যক মানুষ গতকাল নন্দীগ্রামে পুলিশের গুলি চালানোর ঘটনার জন্মবৃতান্ত নতুন করে শুনলেন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে-- তাঁদের সকলকে প্রাক্তন আইএএস অফিসার, দীপক কুমার ঘোষের বইটি পড়ার অনুরোধ করবো। ক্ষমতার লোভে অন্ধ একজন মহিলা কী ভাবে দিনের পর দিন মিথ্যা বলে যেতে পারেন-- দীপকবাবু লিখে রেখেছেন তাঁর বইয়ের প্রতিটি লাইনে।

গত দশ বছরে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি মানুষ জেনে গিয়েছেন শুধু মুখ্যমন্ত্রী বা পুলিশমন্ত্রী নন, উনি প্রতিটি দফতরেরই মন্ত্রী। কাল যে কথা মঞ্চে হুইলচেয়ারে বসে বলেছেন, সেই কথা উনি এতদিন পর বলছেন কেনও? আগে বলেননি কেনও-- ক্ষমতা হারাবার ভয়ে বলেননি ? পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এত বোকা নন যে, যা বলবেন তাই বিশ্বাস করবে।

সত্যজিতবাবুর পদোন্নতি কে করিয়ে ছিলেন-- সকলে জানেন। আর যোগ্য সরকারি অফিসারদের কেনও গ্যারেজ করে রেখেছেন, এবং কে রেখেছেন--সকলেই জানে। এক দক্ষ আইপিএস তো স্বেচ্ছা অবসর নিতে বাধ্য হয়েছিলেন, এও সকলে জানে। ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য এই সব মন্তব্য করবেন না। মানুষ যেটুকু মনে রাখতো, তাও রাখবে না। ইতিহাস কিন্তু লেখা হয়ে গেছে ম্যাডাম, মনে রাখবেন।"

# নিমতা কাণ্ডে অমিত শাহ-র টুইটের পালটা আক্রমণ মমতার

নন্দীগ্রাম, ২৯ মার্চ (হি.স) : এবারের বিধানসভা নির্বাচনের ভরকেন্দ্র নন্দীগ্রাম। তবে সোমবারের একটি মৃ্যু সেই ছবিটা কিছুটা বদলে দিল। নতুন করে চর্চায় উঠে এল উত্তর ২৪ পরগনার নিমতা। রবিবার গভীর রাতে মৃত্যু হয়েছে বিজেপি কর্মীর মা 'প্রহৃত' শোভা মজুমদারের। এই ঘটনায় একদিকে বাংলার পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। অন্যদিকে নন্দীগ্রামের ঠাকুরচকের সভা থেকে শাহকে পালটা তোপ দাগলেন মমতা। তিনি বলেন, "নিমতায় মহিলার মৃত্যুর পর প্রশ্ন করছেন, বাংলার কী অবস্থা? আপনাদের উত্তরপ্রদেশ, দিল্লির কী অবস্থা? আপনি হাথরাসের সময় কোথায় ছিলেন? তখন কি চোখে ফেট্টি বেঁধেছিলেন?"

এদিন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী টুইটারে লেখেন, "বাংলার মেয়ে শোভা মজুমদারের মৃত্যুতে শোকার্ত। তৃণমূলের গুন্ডাদের মারে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। এই পরিবারের দুঃখ, ব্যথা মমতা দিদিকে দীর্ঘদিন ভাবাবে।" টুইট করেছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা, বাংলার অন্যতম পর্যবেক্ষক অরবিন্দ মেনন, বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য-সহ একাধিক নেতা-নেত্রী। সকলেরই আক্রমণের নিশানায় রাজ্যের তৃণমূল সরকার। অভিযোগ, মমতার আমলে রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলার অবনতি হয়েছে। এই আক্রমণের জবাব দিলেন খোদ তৃণমূল নেত্রী।

উল্লেখ্য, গত ২৭ ফেব্রুয়ারি উত্তর দমদম পুরসভার ৬ নং ওয়ার্ডের নিমতা পাটনা স্কুল রোডের বাসিন্দা শোভা মজুমদারকে মারধরের অভিযোগ ওঠে তৃণমূল কর্মীদের বিরুদ্ধে। আক্রান্ত বৃদ্ধার ছেলে বিজেপি কর্মী গোপাল মজুমদারের অভিযোগ, তিনজন তৃণমূল কর্মী তাঁদের বাড়িতে জোর করে ঢুকে পড়ে। তাঁকে বন্দুকের বাঁট দিয়ে মারধর করছিল। সেই সময়ই গোপালবাবুর মা অভিযুক্তদের বাধা দিতে এলে অশীতিপর বৃদ্ধা মাকেও বেধড়ক মারধর করে শাসকদলের ওই কর্মীরা। আক্রান্ত বৃদ্ধার ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়। এ নিয়ে ব্রিগেডের সমাবেশ থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন।

# ক্ষমতায় এলে পাঁচটি গ্যারান্টি পূরণ করার প্রতিশ্রুতি, পাথারকান্দিতে কংগ্রেস-প্রার্থী শচিনকে ভোট দেওয়ার আহ্বান রকিবুলের

পাথারকান্দি (অসম), ২৯ মার্চ (হি.স.) : পাথারকান্দিতে মহাজোটের কংগ্রেস প্রার্থী শচিন সাহুর পালে প্রবল হাওয়া তুলে গেছেন প্রদেশ কংগ্রেস নেতা, প্রাক্তন মন্ত্রী, বিধায়ক তথা মধ্য অসমের নগাঁও জেলার অন্তর্গত সামাগুড়ির দলীয় প্রার্থী রকিবুল হুসেন। ১ এপ্রিল, দ্বিতীয় দফার ভোটের প্রচারে গতকাল রাত সাতটা নাগাদ সড়কপথে বিধানসভায় বিরোধী দলের উপনেতা রকিবুল হুসেনের কনভয় এসে পৌঁছে পাথারকান্দির লক্ষ্মীপুর বাজারে। সেখানে তাঁকে দলের যুব সংগঠনের পক্ষ থেকে জমকালো সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। পরে প্রায় দশ হাজার জনগণের উপস্থিতিতে আয়োজিত সভায় রকিবুল পাথারকান্দির তরুণ প্রার্থী শচিনকে পাশে বসিয়ে প্রদত্ত ভাষণে কেন্দ্র ও রাজ্যের শাসক দলকে সাঁড়াশি আক্রমণ করেন।

প্রদত্ত ভাষণে রকি বলেন, বিজেপি একটি সাম্প্রদায়িক দল। বিজেপির শাসনে রাজ্যের জনগণ আতঙ্ক বোধ করছেন। এই সরকারের আমলে প্রতিটি সামগ্রীর মূল্য আঁকাশছোঁয়া। এতে সাধারণ জনতার নাভিশ্বাস উঠেছে। তিনি বলেন, বিজেপি নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার মাদ্রাসা ও টোল বন্ধ করে রাজ্যের উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে ছেলেখেলা খেলছে। সাম্পদায়িক বিদ্বেষ ছড়ানো ছাড়া বিজেপি জোট সরকার কোনও উন্নয়নই করেনি। কোন মুখে তাঁরা ভোট চাইছেন? তিনি আরও বলেন, ইতিমধ্যে রাজ্যের ৪৭টি আসনে ভোট সম্পন্ন হয়েছে। ৪৭-এর মধ্য অধিকাংশ আসন কংগ্রেস মহাজোট বিজয়ী হবে। রকিবুলের কথায়, পাথারকান্দির জন্যন রাজ্য। সরকার যে পরিমাণ টাকা দিয়েছে, তার অর্ধেক টাকাও উন্নয়নের জন্য খরচ করা হয়নি। ব্যাপক পুকুর চুরি সংগঠিত হয়েছে। বিশেষ করে, প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা, শৌচালয় নির্মাণের নামে এই পাথারকান্দিতে হরির লুট হয়েছে। যা নাকি ইতিমধ্যে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে ব্যাপক প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর দাবি, মহাজোট ক্ষমতায় এলে এ-সব ঘটনাবলির তদন্ত হবে।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো তিনিও পাথারকান্দিতে এসে 'খেলা হবে'-র স্লোগান দিয়েছেন। রকি বলেন, এই খেলায় অবশ্যদই জিতবেন মহাজোট প্রার্থী শচিন সাহু। তাঁর বক্তব্য, বিজেপি তাদের প্রতিশ্রুতি পালনে ব্য্যথ হয়েছে। তাদের ব্যর্থতার দরুন আজ পাথারকান্দির প্রস্তাবিত বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ স্তব্ধ হয়ে পড়েছে। কাজগুলোর মধ্যে অন্যতম দোহালিয়ায় মেডিক্যাল কলেজ, পাথারকান্দিকে প্রশাসনিক মহকুমায় উন্নীতকরণ, ইচাবিলে হাইটেক পিএইচই প্ল্যান্ট, বাজারিছড়ায় মডেল ডিগ্রি কলেজ, ফায়ার ব্রিগেড স্টেশন, বেশ কয়টি পাকা সেতু, গ্রামীণ সড়ক ইত্যাদি। এ-সব বিজেপি সরকারের ব্যর্থতার নিদর্শন।

প্রদেশ কংগ্রেস নেতা হুসেন আরও বলেন, কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে পাথারকান্দির উন্নয়ন দ্রুততার সঙ্গে দ্বিগুণ হবে। পাশাপাশি পাথারকান্দিকে মহকুমার পূর্ণ মর্যাদা দেওয়া হবে। বলেন, আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে কংগ্রেস তাদের নির্বাচনি ইস্তাহারের প্রতিশ্রুতি মোতাবেক পাঁচটি গ্যারান্টি যথাক্রমে মহিলাদের সবলীকরণের জন্যদ তাদের ব্যাংক অ্যা কাউন্টে প্রতিমাসে দু হাজার করে টাকা দেওয়া, পাঁচ লক্ষ বেকারকে সরকারি চাকরি, ২০০ ইউনিট বিদ্যাতের বিল মকুব, রাজ্যে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন বাতিল এবং চা শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি ৩৬৫ টাকা করে প্রদান করা হবে। নির্বাচনি সভায় অন্যালন্যাদের বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেস নেত্রী যমুনারানি সাহু, পরশুরাম কানু, আব্দুল বাসিত, নাসির উদ্দিন, প্রদীপ গোয়ালা প্রমুখ।

# জিতেই গিয়েছি, প্রচারে বেরিয়ে মন বুঝেছি মানুষের : ভারতী ঘোষ

**অশোক সেনগুপ্ত**

কলকাতা, ২৯ মার্চ (হি.স.): পুলিশের উর্দি গায়ে একসময় জঙ্গলমহলে দাপিয়ে বেড়াতেন তিনি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'জঙ্গলমহলের মা' উপাধিও তাঁরই দেওয়া। কিন্তু সময়ের ফেরে তৃণমূলনেত্রীর একসময়ের 'স্নেহধন্যা' ভারতী ঘোষ এখন পদ্মশিবিরে। কেবল বিজেপি-তে যোগ দেওয়াই নয়, পাখির চোখের মত লক্ষ্য তৃণমূল রাজত্বের অবসান। অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস আধিকারিকের জন্ম ১৯৬২-র ৯ এপ্রিল। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় এবং লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিক্স থেকে স্নাতক হন ভারতী। কর্মজীবন শুরু করেছিলেন পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন বিভাগে (সিআইডি)। ১৯৯৪ থেকে ২০১৭ পর্যন্ত ভারতী ঘোষ বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের পর সংঘাত দেখা দেয় খোদ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে। মামলা-মোকদ্দমায় জেরবার হতে হয় ভারতীকে। বার বার এ সব খবর উঠে আসে সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায়। এর পর তিনি যোগ দেন বিজেপি-তে। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে ঘাটাল কেন্দ্রে বিজেপি-র প্রার্থী হন। হেরে যান তৃণমূলের তারকা প্রার্থী দেব-এর কাছে। তবে হাল ছাড়েননি ভারতী। এ বার নীলবাড়ির লড়াইয়ে শামিল হয়েছেন প্রাক্তন এই আইপিএস অফিসার।

পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরায় তাঁকে প্রার্থী করেছে বিজেপি। বিপরীতে আর এক প্রাক্তন আইপিএস হুমায়ুন কবীর। আগামী এপ্রিলে চাকরির মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ছিল তাঁর। কিন্তু তার মাস তিন আগে গত জানুয়ারির শেষ লগ্নে চাকরিতে ইস্তফা দেন তিনি চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে তৃণমূলনেত্রীর পরামর্শে তিনি যোগ দেন রাজনীতিতে। মনোনয়নে হুমায়ুন সম্পত্তির যে খতিয়ান তুলে ধরেছেন তাতে দেখা যাচ্ছে স্থাবর-অস্থাবর মিলিয়ে মোট ১ কোটি ২৮ লাখ ৮৭ হাজার ৩৩১ টাকার মালিক তিনি। প্রতিদ্বন্দ্বী ভারতী ঘোষ ও তাঁর স্বামীর স্থাবর-অস্থাবর মিলিয়ে সম্পত্তি ১০ কোটি ৯ লক্ষ ৯২ হাজার ৮৩১ টাকার। হুমায়ুনের স্ত্রী পেশায় ব্যবসায়ী। ভারতীর স্বামী চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট।

ভোটযুদ্ধে জেতার অঙ্গীকার করেছেন প্রায় সব প্রার্থীই। তবে, ভারতীর কাছে এটা প্রায় জীবনমরণের প্রশ্ন। কিছুদিন আগেও তাঁর গলায় কাঁটা হয়ে ছিল গ্রেফতারির সম্ভাবনা। তাঁর বিরুদ্ধে সোনাপাচার-সহ বিভিন্ন ঘটনায় অন্তত ৩০টি অভিযোগ দায়ের করে সরকার এবং অন্যান্যরা। এমন অবস্থা হয় যে কোনওটিতে যে কোনও সময় তাঁকে গ্রেফতার করতে পারে পুলিশ। এই পরিস্থিতিতে গত ৯ মার্চ সেই সম্ভাবনা দূর হয় সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে। আদালত স্পষ্ট করেছে পুরনো মামলাগুলিতে ১০ মে পর্যন্ত গ্রেফতার করা যাবে না ভারতী ঘোষকে। সঙ্গে জানিয়ে দেয়, মনোনয়ন ও প্রচার করতেসঙ্গে জানিয়ে দিয়েছেন, বড় স্বস্তি পান ভারতী ঘোষ।

কিন্তু ভোটের লড়াইয়ে কতটা স্বস্তিতে ভারতী? ১৯৭৭ থেকে ১৯৯৬ ডেবরা বিধানসভা কেন্দ্রে জেতেন কংগ্রেস প্রার্থী। ২০০১ থেকে পরপর চার বার তৃণমূল প্রার্থী। ২০১১-তে ওই কেন্দ্রে তৃণমূল, সিপিআই এবং বিজেপি প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৮৬ হাজার ২১৫, ৭৭ হাজার ৪০২ ও ৩ হাজার ৮৯৩। '১৬-র নির্বাচনে এই তৃণমূল, কংগ্রেস ও বিজেপি-র প্রাপ্ত ভোট দাঁড়ায় ৯০ হাজার ৭৭৩, ৭৮ হাজার ৮৬৫ ও ১৫ হাজার ৪২৮। জেতার ব্যাপারে কতটা আশাবাদী? প্রশ্নের উত্তরে ভারতী 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বলেন, ''১০০ শতাংশ। জিতেই গিয়েছি বলতে পারেন।'

কিন্তু গত ভোটের এত ব্যবধান পূরণ করবেন কীভাবে? বিশেষ করে প্রতিদ্বন্দ্বী যেখানে সদ্যপ্রাক্তন পুলিশকর্তা? ভারতীর জবাব, ''লোকসভা নির্বাচনে এখানে বিজেপি ভাল ভোট পেয়েছিল। প্রচারে বেড়িয়ে লোকের মন বুঝতে পারছি। তাঁদের আচার-আচরণে ক্ষোভের তীব্র প্রকাশ। তৃণমূলকে সবাই মুছে ফেলতে চাইছে।' সব মিলিয়ে পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরার লড়াইয়ের দিকে নজর সবার। ভোট ১ এপ্রিল, এ রাজ্যে ৮-দফা নির্বাচনের দ্বিতীয় পর্যায়ে।

# হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

# বাচ্চার কথাবার্তা কি আপনাকে অস্বস্তিতে ফেলছে

**অনেক সময় বাচ্চারা পরিবেশ পরিস্থিতির বিবেচনা না করেই এমন সব কথা বলে ফেলে যা বড়দের রীতিমতো অস্বস্তিতে ফেলে দেয়। কীভাবে সামলাবেন এই সব অপ্রীতিকর পরিস্থিতি, তারই কিছু স্মার্ট টিপস নিয়ে আপনাদের সামনে নিবেদিতা দাঁ এবং ঋতুপর্ণা রায়।**

বিচিত্রার মেয়ের বয়েস এখন ৬ বছর। খুবই বুদ্ধিমতী। কিন্তু মাঝে মাঝে এমন সব কথা বলে ফেলে যা বিচিত্রাকে বেশ অস্বস্তিতে ফেলে দেয়। বিচিত্রার মতোই অবস্থা অর্কর। ওর ছেলের বায়নার সঙ্গে কিছুতেই পেরে উঠে না। যখন যেটা চাই সেটা না দিলে বাড়িতে হুলস্থুল পড়ে যায়। বিচিত্রা এবং অর্কর মতো সমস্যার সম্মুখীন কমবেশি সব বাবা-মায়েরই হতে হয়। তবে এমন পরিস্থিতিতে ধৈর্য না হারিয়ে সন্তানকে বোঝানোর দায়িত্ব থেকে যায় বাবা-মায়ের ওপরেই।

কিছু সমস্যা ও তার সমাধান ঃ-

'এটা আমার' -— বাচ্চাদের মধ্যে যে প্রবণতাটা প্রায়ই দেখা যায় তা হল, অন্য কারওর কোনও পছন্দের অথবা প্রয়োজনের জিনিসের তাদেরও দরকার পড়ে। এই প্রবণতাটা বেশি দেখা যায় বাড়িতে যারা সবার থেকে ছোট তাদের মধ্যে। যেহেতু তারা ছোট, বাড়ির সবার আদর ও অ্যাটেনশন একটু বেশিই পায়, তাই কখনও কখনও তাদের মধ্যে দেখা দেয় অন্যায় আবদার করার একটা প্রবণতা। হয়তো দাদা বা দিদির কোনও পছন্দের পেন কিংবা খেলনা আছে, আর সেটাই তার চাই, তার প্রয়োজন থাকুক কিংবা না থাকুক। প্রথম প্রথম এইগুলো ছোট বাচ্চার আবদার বলে মনে নিলেও প্রতিদিন স্বস্নেহ প্রশ্রয় পেতে পেতে এটা তাদের অন্যায় আবদারে গিয়ে দাঁড়ায়।

কী করবেন ঃ- এই অভ্যেসটা বাচ্চাদের পক্ষে ভাল না। পরবর্তিকালে এটা তাদের আত্মকেন্দ্রিক করে তুলতে পারে। তাই ছোট থেকেই বাচ্চাদের শেয়ার করতে শেখানো উচিত। আর বাচ্চারা কোনও কিছু নিয়ে জেদ করলে সব সময়ে সেটা বাবা মায়েদের মেনে নেওয়াও উচিত নয়। বাচ্চারা ক্রমাগত এমন ব্যবহার করলে ধীরে ধীরে তাদের এই সব আবদার উপেক্ষা করা উচিত। যখন তারা দেখবে বড়রা তাদের এই আবদারকে কোনওভাবেই মেনে নিচ্ছে না তখন হয়তো প্রথম প্রথম তার রাগ বা অভিমান করতে পারে। তবে ধীরে ধীরে তারাও বুঝে যাবে তাদের এমন ব্যবহার করা উচিত ছিল না। তবে বাচ্চাদের বোঝানোর সময়ে বাবা-মায়েদেরে প্রথমেই যেটা মনে রাখতে হবে তা হল, কখনওই ধৈর্য হারালে চলবে না।

'আমি বাবার থেকে মাকে বেশি ভালভাসি' --- প্রায় প্রত্যেক মা-বাবাকেই জীবনে কখনও না কখনও এই অদ্ভুত পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছে। হয়তো বাড়িতে কোনও অতিথি এসেছেন কিংবা তারা বাচ্চাকে নিয়ে কোথাও গিয়েছেন, বাচ্চা কথায় কথায় হঠাৎ বলে উঠল যে, বাবার থেকে তারা মাকে বেশি ভালবাসে। বাবা অনেক বেশি ওকে আদর করে। সেই সব সময়ে মা-বাবারা খুবই সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে পড়ে যান।

কী করবেন — এমন সময়ে বাচ্চার ওপরে রাগ করা উচিত নয়। মা-বাবাকে এটা বুঝতে হবে যে, বাচ্চা অত বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে কিছু বলেনি। তবে সেই মুহুর্তে তার এই কথাকে বেশি গুরুত্ব দেবেন না। ওর এই কথাকে বেশি অ্যাটেনশন দিলে ওর মনে হবে যে ও খুবই গুরুত্বপূর্ণ কোনও কথা বলেছে। এবং হয়তো পরে অন্য কোনও জায়গাতেও এমন মন্তব্য করতে পারে শুধুই সবার অ্যাটেনশন পাওয়ার জন্যে। কিছু দিন পরে ওকে অন্য কোনও কথার পরিপ্রেক্ষিতে বুঝিয়ে দিন, মা-বাবা দুজনেই ওকে খুব ভালবাসেন এবং তাঁরা ওকে ভাল না বাসলে ওর যেমন দুঃখ হবে তেমনই ও যদি মা-বাবা দু জনকেই ভাল না বসে তা হলে আপনারাও দুঃখ পাবেন।

'আমি এটা খাই না' — খাবার নিয়ে বাচ্চাদের প্রচুর বায়নাক্কা থাকে। কাল যেটা খুব পছন্দের ছিল আজ তা মুখে তুলতেই নারাজ। জোর করে খাওয়াতে গেলে আবার কান্নাকাটি জুড়ে দেয়। অন্য কারওর বাড়ি গিয়েও তারা একই বায়না করে বসে। পছন্দের খাবার না দিলে শুধু ঠেলেই সরিয়ে দেয় না, না খেয়ে উঠেও যেতে পারে। সেক্ষেত্রে বাবা মায়েরা অবশ্যই অপ্রস্তুতে পড়ে যান।

কী করবেন ঃ- এমন সময়ে বাচ্চাকে একেবারেই বকাবকি করবেন না। এতে ওর জেদ আরও বেড়ে যাবে। হতে পারে বকাবকি করলে ওদের খাওয়ার উৎসাহ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। বাচ্চাকে কিছু খাওয়াতে গেলে মোটিভেট করাটা খুব দরকার। খাবার এমন সুন্দর করে সাজিয়ে খেতে দিন যাতে সে খাব না বলতেই না পারে। নতুন নতুন রেসিপি ট্রাই করুন। খাবার যদি লোভনীয় করে তুলতে পারেন বাচ্চার খিদে নিজে থেকেই বেড়ে যাবে। মাঝে মাঝে ইনসেনটিভ দেওয়াটাও প্রয়োজন। বাচ্চাকে খাওয়ানোর জন্য ওকে ওর পছন্দের কোনও উপহার গিফট করতে পারেন।

'আমার এটা এখনই চাই' — বাচ্চা প্রায়ই জেদ ধরে যে, এখনই খেল্না না দিলে কথা বলবে না। কিংবা রাতের খাবারের আগে চকোলেট না দিলে সে খাবে না। এইরকম ছবির সঙ্গে প্রায় প্রত্যেক বাবা-মায়েরাই পরিচিত। আসলে কোনও কিছুর জন্যে তারা অপেক্ষা করা পছন্দ করে না। যখন যেটা চাই সেটা না দিলে বাড়ি মাথায় করে নেয়। কান্নাকাটি, ঘ্যানঘ্যান করা সেই সময় যেন তাদের সব থেকে বড় হাতিয়ার হয়ে ওঠে। আর বাবা-মায়েরা প্রায়শই তাদের জেদের সামনে হেরে গিয়ে তাদের কথা মেনে নেন।

কী করবেন — এরকম পরিস্থিতিতে আপনাকে শক্ত হতেই হবে। মাঝেমধ্যে মনে হতে পারে, একবার বাচ্চার অন্যায় আবদার মানলে কিছুই অসুবিধে হবে না। কিন্তু বাস্তবে যদি আপনি একবারও ওকে প্রশ্রয় দেন, তাহলে এটা বাচ্চর মনে গেঁথে যাবে এবং ওর অভ্যেসে পরিণত হবে। বাচ্চা হয়তো আপনার কানের কাছে একই কথা বলে যাবে। বিরক্ত না হয়ে ওকে বোঝাবার চেষ্টা করুন। যা ও চাইছে কেন তা তখনই দেওয়া যাবে না। পরিস্কার করে খুলে বলুন। বাচ্চার মনোযোগ অন্যদিকে ঘোরাবার চেষ্টা করুন। মজার কোনও কথা বলতে পারেন বা ওর সঙ্গে খেলতে পারেন। দেখবেন ও নিজেই খানিকক্ষন বাদে ওর চাহিদার কথা ভুলে যাবে। নিজের ইচ্ছেপূরণের জন্যে অনেক সময় বাচ্চা অন্য বন্ধুদের বাবা মায়ের সঙ্গে আপনাকে তুলনা করতে পারে। তাতে বিচলিত হবেন না। বাচ্চাকে বোঝান যে, পড়াশোনা বা খেলাধুলোয় প্রতিযোগিতা করা ভাল কিন্তু বাকি বিষয়ে মাথা ঘামানো উচিত নয়। বাচার ভালর জন্যেই আপনাকে 'না' বলতে হবে। আপনি একবার-দুবার না বললে ও ভবিষ্যতে কোনও ডিমান্ড করার আগে দুবার ভেবে দেখবে। এতে যখন ও বড় হবে 'পুশওভার' তৈরী হবে না।

'তুমি আমায় কখনও কিছু করতে দাওনা' — বাচ্চারা প্রায়ই নালিশ করে যে, বাবা-মায়েরা কখনওই তাদের ইচ্ছেমতো কিছু করতে দেয় না। সব সময় নিজেদের ইচ্ছে তাদের ওপর চাপিয়ে দেয়। একটা কথা তাদের মুখ থেকে প্রায়ই শোনা যায়, আমি এখন বড় হয়ে গেছি, আমারও কিছু ইচ্ছে করে, কিন্তু তুমি সব সময় দখল দাও। আসলে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বোঝানোর জন্যে তারা বাবা-মায়ের ওপর দোষারোপ করে থাকে যে বাবা-মা তাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করছে। সাধারণত বাবা-মারা তাদের বকেঝকে থামিয়ে দেয়। কিন্তু এতে সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। আপনাকে অনেক বুঝেশুনে পরিস্থিতি সামলাতে হবে।

কী করবেন ঃ- বাচ্চাকে বকলে ওর ঘ্যানঘ্যান করা থেমে যেতে পারে কিন্তু ওর মনে ক্ষোভ থেকে যেতে পারে যার থেকে ওর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক তিক্ত হয়ে যেতে পারে। ও কেন এরকম বলছে সেটা সর্বপ্রথম জানা প্রয়োজন। ও কোনও কারণে অভিমান করছে কি না সেটা জেনে নিন। এতে আপনাদের একে অপরের সঙ্গে কথা বলা অনেক সহজ হয়ে যাবে। বাচ্চার ভাল বন্ধু হয়ে ওঠার চেষ্টা করুন। বাচ্চার লেভেলে এসে ওর সঙ্গে মিশতে হবে। কী কারণে ওর মধ্যে অসন্তুষ্টি জন্ম নিয়েছে জানার চেষ্টা করুন। দেখবেন আস্তে আস্তে ও নিজে থেকেই আপনাকে সব কথা খুলে বলছে। আপনাকে ওকে হয়তো কিছু বলার জন্যে জোরও করতে হবে না। নিজের মধ্যেও সচেতনতা গড়ে তুলুন। আপনাকেও সংযত হতে হবে। হতে পারে আপনি অজান্তেই হয়তো ওর প্রতি একটু বেশি কড়া। সব সময় ওকে কোনও কিছু করতে বারণ করবেন না। আগে ও কী করতে চাইছে মন দিয়ে শুনুন, তারপর ওর কোনও ইচ্ছে যদি অযৌক্তিক মনে হয়, বুঝিয়ে বলুন। অনেক সময় বাবা-মায়েরা নিজেদের ছোটবেলার উদাহরণ দিয়ে বাচ্চাদের বোঝাতে চেষ্টা করেন। আইডিয়াটা মন্দ না হলেও খেয়াল রাখবেন আপনি যা বলছেন তা যেন ওর কাছে লেকচার না মনে হয়। গল্প বলার ছলে যদি বাচ্চাকে ঠিক ভুলটা শেখান, তা হলে বাচ্চা আর অযথা জেদ করবে না।

'আমি তোমাকে পছন্দ করিনা' — 'আমি তোমাকে একদম ভালবাসি না'- এরকম উক্তি নিশ্চয় সব বাবা-মা জীবনে অন্তত এক বার শুনেছেনই। অনেক সময় লোকজনের সামনেও বাচ্চার এরকম কথাবার্তা বাবা বা মাকে অপ্রস্তুত করে দেয়। স্বাভাবিক ভাবেই এতে বাবা-মা আহত হন এবং অনেক সময় বাচ্চাদের প্রতি অভিমান করে বসেন। অবশ্য তার রেশ বাচ্চাদের ওপর গিয়েও পড়ে। অনেকে আছেন যাঁরা বাচ্চার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দেন বা বাচ্চাকে শাস্তি দেন।

কী করবেন — বাচ্চাদের সব কথা পার্সোনালি নেবেন না। রাগের মাথায় বাচ্চারা অনেক সময় এমন কথা ব্যবহার করে ফেলে যা হয়তো তারা বলতে চায় না। তার মানে এই নয় যে, আপনি খারাপ অভিভাবক। সুতরাং বাচ্চাকে নিজের থেকে দূর করে দিয়ে বা তার সঙ্গে কথা বন্ধ করে দিয়ে লাভ হবে না। বাচ্চারা এই রিভার্স সাইকোলজি বোঝে না। আপনাকে বাচ্চাকে কাছে টেনে নিতে হবে। না হলে বাচ্চা আপনার প্রতি ভরসা হারিয়ে ফেলতে পারে। শান্ত থেকে পরিস্থিতি সামলান। হতাশ হয়ে পড়বেন না। রাগ করা খুব স্বাভাবিক কিন্তু তাতে বাচ্চা আপনাকে আরও ভুল বুঝতে পারে। আর আপনার সঙ্গে আরও অভদ্র ব্যবহার করতে পারে। আবেগপ্রবণ হয়ে পড়াটা খুব স্বাভাবিক। কিন্তু মনে রাখবেন ইমোশন অনেক সময় যুক্তিকে ছাড়িয়ে যায়। ফলে আপনি হয়তো এমনভাবে রিয়্যাক্ট করে ফেলবেন যা সমস্যাটাকে আরও বাড়িয়ে দেবে। পরে বাচ্চাকে বুঝিয়ে বলুন যে, তার ওরকম ব্যবহারে আপনি দুঃখ পান। এতে বাচ্চা আপনার অবস্থাটা বুঝবে। সব সময় ভাববেন না যে আপনিই ঠিক। নিজের ব্যবহারে অল্প পরিবর্তন আনলে বাচ্চা ভবিষ্যতে আপনার সঙ্গে এরকম করবে না। 'মা বলছে ঠাম্মা খুব বাজে' ঃ- বাবা বলছে তরুণ কাকুকে বাবা একদম পছন্দ করে না, বা মা বলেছে গীতা কাকিমা খুব মোটা। বাচ্চা না বুঝে এরকম ধরণের কথা অনেক সময়ই বলে দেয়। আপনি হয়তো রাগের মাথায় এমন কিছু বলে ফেলেছেন যা আপনি বলতে চাননি। বাচ্চা হয়তো সেটা শুনে মনে করে রেখে দিয়েছে আর যেখানে বলার নয় ঠিক সেখানেই বলে ফেলেছে। বাচ্চা তো বলেই খালাস কিন্তু অস্বস্তিতে পড়ে যান আপনি।

কী করবেন ঃ— বাচ্চার সামনে কী ধরণের কথাবার্তা বলছেন সেটা খেয়াল করুন। হতে পারে আপনার মাথা কোনও কারণে গরম হয়ে গিয়েছে বা বিশেষ কারওর প্রতি রাগ হয়েছে, কিন্তু তার মানে এই নয় যে, আপনি পরিবেশ পরিস্থিতি বিচার না করেই রিয়্যাক্ট করবেন। বাচ্চার সামনে নেগেটিভ কথাবার্তা না বলাই ভাল। কখনও যদি ভুলবশত হলেও ফেলেন, তা হলে সঙ্গে সঙ্গে সংশোধন করে নিন। আপনি যা বলেছেন বাচ্চা যাতে তা ভুলে যায় সেই চেষ্টা করুন। আপনি আসলে কেন এরকম কথা বলেছেন তা বাচ্চাকে বুঝিয়ে বলুন এবং আপনার ভুলটা স্বীকার করে নিন।

লাথি দেখানো, থুতু ছেটানো, বাজে কথা বলা ঃ— বাচ্চার নামে পাশের বাড়ি থেকে বা স্কুল থেকে প্রায়ই নালিশ আসছে যে আপনার বাচ্চা খুব অবাধ্য । কারওর কথা শুনতে চায় না, কেউ কিছু বললেই সে লাথি মারে বা থুতু ছেটাতে শুরু করে। এমনকী বাজে কথা বলতেও তার মুখে আটকায় না। এরকম পরিস্থিতিতে কিন্তু বাচ্চাকে বকে বা মেরে কিছু লাভ হবে না।

কী করবেন ঃ--- বাচ্চারা খুব সহজেই প্রভাবিত হয়ে যায়। তাদের সামনে আপনার ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এমন কিছু করবেন না বা এমন কোনও কথা বলবেন না যা বাচ্চা সহজেই ধরে ফেলে এবং না বুঝে সে সব কথা বলে ফেলে। মনে রাখবেন বাচ্চা কিন্তুকিছু করার বা বলার আগে ভাবে না। সে যা দেখে তাই শেখে, তাই করে, তাই বলে। সবার আগে আপনাকে কোনটা করা উচিত আর কোনটা করা উচিত নয় বাচ্চাকে বোঝাতে হবে। তবে বকেঝকে নয়, ঠান্ডা মাথায় কথা বলুন। শাস্তি দিলে বাচ্চা আরও জেদি হয়ে উঠতে পারে। বাচ্চাকে বোঝাবেন যে, যদি সে কথা না শোনে বা খারাপ কিছু করে তা হলে তাকে কেউ ভালবাসবে না। মরাল স্টোরি শোনাতে পারেন। এতে বাচ্চাকে গল্প বলার ছলে সঠিক জিনিসটাও শিখিয়ে দিতে পারবেন।

# পড়তে শেখা

বাচ্চার সঙ্গে বইখাতা নিয়ে পড়তে বসা মানেই দুষ্টুমি, দুরন্তপনা আর অবাধ্যতা। স্কুলের বই ছাড়াও দিব্যি পড়তে শিখতে পারে আপনার সন্তান। কীভাবে? কয়েকটি পরামর্শ ।

২ বছর প্লে স্কুলে কাটিয়ে এবার বড় স্কুলে ভরতি হবে মিষ্টু। এতদিন মিষ্টুর পড়াশোনা নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাত না শিল্পী। ৩ বছরের মেয়ে, তার আবার অত পড়াশোনা কী? কিন্তু এখন ওর ধীরে ধীরে মনে হতে শুরু করেছে যে, একটা বড় জায়গায় যাওয়ার আগে মিষ্টুকে একটু গড়েপিঠে দেওয়াটা খুব জরুরি। প্লে স্কুলে থাকাকালীন ছাড়া, গান, নাচ নানারকম মজার মজার অ্যাক্টিভিটি শিখেছে মিষ্টু। অক্ষর পরিচয়ও যে হয়নি তা নয়, কিন্তু ঠিকমতো পড়তে বা লিখতে কোনওটাই শেখেনি মিষ্টু। দু-একদিন মিষ্টুকে নিয়ে পড়তে বসে হয়রান হয়ে উঠল শিল্পী। পড়ার বই দেখলেই মেয়ে টিভি দেখার বায়না জোড়ে। কিছু লিখতে দিলে এমন গড়িমসি সুরু করে যে, অজান্তেই শিল্পীর হাত উঠে যায়। এরপর শুরু হয়ে যায় মিষ্টুর চিল চিৎকার, শিল্পীর ধমক ধামক এবং অবশ্যই পড়তে শেখার ইতি। এইভাবে সপ্তাহখানেক চলার পর সত্যিই সত্যিই চিন্তায় পড়ে গিয়েছে শিল্পী। এত অবাধ্য, দুরন্ত আর অমোনোযোগী মেয়েকে কীভাবে পড়তে শেখাবে ও। আর ঠিক মতো পড়তে না শিখলে অ্যাডমিশন টেস্টে ভাল ফল করার কোনও আশাই নেই।

আপনার অবস্থাও কী শিল্পীর মতো? বাড়ির খুদে সদস্যটিকে অক্ষরের জগতে কিছুতেই সড়গড় করতে পারছেন না? ৩-৪ বছর বয়সেই পড়তে শেখা শুরু করার আদর্শ সময়। এই সময় থেকেই বাচ্চারা অক্ষরের ধ্বনি গুলো চিনতে শুরু করে। পড়া বা লেখার ব্যাপারে ছোট ছোট নির্দেশসেই সময় থেকেই বাচ্চারা বুঝতে পারে। ৫ বছর বয়েস থেকে বাচ্চারা মোটামুটি সহজ ছড়া বা বাক্য পড়ে তার মনে বুঝতে পারে । ৬ বছর বয়েস থেকে একটা প্যারাগ্রাফ বা ছোট্ট গল্প পড়ে বোঝার ক্ষমতা জন্মে যায়।

আসলে আমরা পড়তে বা লিখতে শেখাটাকে একটা সিরিয়াজ কাজ হিসেবে ধরে নিই। এক জায়গায় স্থির হয়ে বসে ধৈর্য ধরে এক মনে পড়ে চলা বাচ্চাদের কাছে খুবই অস্বাভাবিক এবং জটিল ঠেকে। বই দেখে একঘেয়ে অক্ষর, শব্দ, ছবি দেখার ব্যাপারে তাই তারা নানাভাবে প্রতিবাদ

জানায়। এই প্রতিবাদের নানা ধরনই হচ্ছে বায়না, দুরন্তপনা এবং কান্নাকাটি। বাচ্চাকে পড়তে শেখানো শুরু করার আগে তাই নিজেদের শিখে নেওয়া দরকার কিছু সহজ নিয়মকানুন।

* বাচ্চা আপনার কথা বুঝতে শুরু করলেই, ওকে বই পড়ে শোনাতে শুরু করুন। দিনে অন্তত ১৫-২০ মিনিট বড় বড় অক্ষরে লেখা ছোটদের মজাদার বই থেকে ওকে গল্প, ছড়া পড়ে শোনান। পড়া হয়ে গেলে বইটা ওকে দিয়ে দিন। ওকে বলুন কানে শোনা শব্দর সঙ্গে ছবি মিলিয়ে আপনাকে দেখাতে। অবসর সময়ে যখন ও খেলছে, তখন আপনি আপনার পছন্দের বই পড়ুন। এইভাবেই ও বুঝতে পারবে, বই পড়াটা কতটা জরুরি এবং ফলে নিজেও তাড়াতাড়ি পড়তে শিখতে আগ্রহী হবে।

* আমাদের একটা ভুল ধারণা আছে যে, বাচ্চারা পড়তে শেখে চোখের সাহায্যে। কিন্তু পড়ার শুরু যে কান দিয়ে হয, তা আমরা ভুলে যাই। বইখাতা নিয়ে পড়তে না বসে ওকে গান গেয়ে বা ছড়া বলে অ্যালফাবেট চেনান। সহজ শব্দ ভেঙে বানান করে অক্ষরের উচ্চারণ বোঝান। প্লাস্টিসিন বা আটার দলা দিয়ে দুজনে মিলে বসে অক্ষরগুলো তৈরী করুন এবং অক্ষর জুড়ে শব্দ বানান। অক্ষরের স্পর্শেও বাচ্চারা তাড়াতাড়ি পড়তে শেখে। একদিনে সব অক্ষর শেখাতে যাবেন না। বাচ্চাকে বোঝার সময় দিন। মনে হলে একদিন একটা অক্ষরই শেখান।

* পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চাকে লিখতেও শেখান। পেন বা পেনসিল ধরতে জোর করবেন না। ছোট ছোট নুড়ি সাজিয়ে, চক স্লেটে বা রং পেনসিল দিয়ে বিন্দু জুড়ে অক্ষর লেখা শুরু করুন। এইভাবে মজার অ্যাক্টিভিটির সাহায্যে বাচ্চারা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে লিখতেও শিখে যাবে।

* বাচ্চা অক্ষর এবং সংখ্যা ভাল করে শিখে ফেললে ওকে একটা সুন্দর স্ক্র্যাপবুক উপহার দিন। পুরনো ম্যাগাজিন বা বই থেকে ওই অক্ষরগুলো দিয়ে শুরু বা শেষ হওয়ার শব্দগুলো কেটে স্ক্র্যাপবুকে আটকান। শব্দগুলো চিনতে শিখলে সেগুলোর সঙ্গে সম্পর্কিত ছবি আঁকতে দিন। এইভাবে লেখাপড়া শেখার সঙ্গে সঙ্গে সময়টাও চমৎকার কেটে যাবে।

* চারপাশে ছড়িয়ে থাকা নানা সাধারণ জিনিসের নাম আপনার চেনা শোনা সব ভাষায় ওকে শিখিয়ে দিন। এই সময়ে বাচ্চাদের শেখার ক্ষমতা এবং স্মৃতিশক্তি প্রখর হওয়ার কারণে ওর চটপট এগুলো শিখে ফেলবে। সুন্দর একগোছা কার্ড কিনে এনে ওকে ঘরের সব জিনিসে তার নাম লিখে লেবেল আটকে দিতে দিন।

* ওকে নিয়েযখন বেড়াতে বেরবেন বা বাজার করেত যাবেন, তখন মুখে মুখে আশেপাশের জিনিসপত্র চেনান এবং তার বানান বলে দিন। ওকেও বলুন আপনার সঙ্গে সঙ্গে সেই শব্দের বানান রিপিট করতে। খেয়াল রাখুন যাতে ও অন্তত বেড়াতে বেরিয়ে অন্তত একটা বানান শেখে। বাড়ি ফিরেই কার্ডেই সেই শব্দটা চটপট লিখে ফেলতে বলুন। ;

# ভারতে ৬-কোটির ঊর্ধ্বে টিকাকরণ ৬৮-হাজার ছাড়াল দৈনিক-সংক্রমণ

নয়াদিল্লি, ২৯ মার্চ (হি.স.): ভারতে করোনাভাইরাসের বাড়বাড়ন্ত অব্যাহত। বাড়তে বাড়তে ভারতে ৬৮-হাজারের গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল দৈনিক করোনা-সংক্রমণ। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৬৮,০২০ জন। ২৪ ঘন্টায় সমগ্র দেশে মৃত্যুর সংখ্যা ২৯১। ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা বাড়তে বাড়তে ৫.২১-লক্ষের (৪.৩৩) গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল। সংক্রমণ বৃদ্ধির মধ্যে সুস্থতা প্রতিদিনই স্বস্তি দিচ্ছে, রবিবার সারা দিনে ভারতে সুস্থ হয়ে উঠেছেন ৩২, ২৩১ জন করোনা-রোগী। ফলে সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ১, ১৩,৫৫,৯৯৩ জন করোনা-রোগী (৯৪.৩২ শতাংশ)।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে নতুন করে ৬৮,০২০ জন কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হওয়ার পর মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ১,২০,৩৯,৬৪৪-তে গিয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ২৯১ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,৬১,৮৪৩ জন। সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৫ লক্ষ ২১ হাজার ৮০৮ জন (৪.৩৩ শতাংশ), বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে বেড়েছে ৩৫,৪৯৮ জন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ৬ কোটি ০৫ লক্ষ ৩০ হাজার ৪৩৫ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে, তাঁদের মধ্যে ০,৬০,৬৫৩ জনকে বিগত ২৪ ঘন্টায় কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে।

# তৃণমূল থাকলে সব কাজ হবে, জিততে হবে খেলায় : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

নন্দীগ্রাম, ২৯ মার্চ (হি.স.): পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রাম কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে মুখোমুখি লড়াই তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। শেষ দফার প্রচার-যুদ্ধে শুভেন্দু পুরোদমে লড়াই করছেন। তাই এক ইঞ্চি জমিও ছাড়তে চাইছেন না মমতাও। সোমবার মাত্রাতিরিক্ত গরমের মধ্যেই হুইলচেয়ারে বসে পদযাত্রা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী তথা নন্দীগ্রামের তৃণমূল প্রার্থী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ক্ষুদিরাম মোড় থেকে ঠাকুর চক পর্যন্ত পদযাত্রা করেন মমতা। পদযাত্রা শেষে নির্বাচনী সভায় ”অধিকারীদের” কটাক্ষ করে মমতা বলেছেন, ’মাত্রাতিরিক্ত লোভ ভালো নয়। তাঁরা (অধিকারীরা) না ঘর কে রেহেগা, না ঘাটকা।’ দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার পর সোমবার সকালেই প্রয়াত হয়েছেন ৮৫ বছর বয়সী বিজেপি কর্মীর বৃদ্ধা মা শোভারানী মজুমদার। অভিযোগ, মাস খানেক আগে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার নিমতা এলাকায় বাসিন্দা শোভারানী মজুমদার ও তাঁর ছেলে বিজেপি কর্মী গোপাল মজুমদার নিজের বাড়িতেই তৃণমূল কর্মীদের প্রহারে গুরুতর আহত হয়েছিলেন। এদিন বৃদ্ধা শোভারানীর মৃত্যুতে দুঃখপ্রকাশ করে মমতা বলেছেন, ’তাঁর কীভাবে মৃত্যু হয়েছে আমি জানি না। মহিলাদের বিরুদ্ধে হিংসা আমরা কখনওই বরদাস্ত করি না।’ এরপর বৃদ্ধার মৃত্যুতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের টুইটের প্রসঙ্গ টেনে এনে মমতা বলেছেন, ’উত্তর প্রদেশের অবস্থা কী? হাথরাসের কী অবস্থা?

আগামী ১ এপ্রিল দ্বিতীয় দফায় ভোটগ্রহণ হবে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রামে। নন্দীগ্রামের মানুষের উদ্দেশে মমতা এদিন বলেছেন, ’ভোট সকাল সকাল দিন। ওরা গুন্ডা নিয়ে ভয় দেখাবে। মনে রাখবেন, যাঁরা ভয় পায়, তাঁরাই ভয় দেখায়। আমি দেখি মা বোনেদের শক্তি বড় না বিহার, উত্তরপ্রদেশের গুন্ডাদের শক্তি বেশি। বাংলার যে কোনও জায়গা থেকে দাঁড়াতে পারতাম। কিন্তু আমি নন্দীগ্রামে এলাম, কারণ এটি আন্দোলনের ভূমি। আমি আন্দোলনকে, লড়াইকে স্যালুট করতে চাই। এটা আমার প্রিয় জায়গা ও পবিত্র জায়গা।’ হুঁশিয়ারি দিয়ে মমতা বলেছেন, ’তৃণমূল কংগ্রেস থাকলে সব কাজ হবে। খেলায় জিততে হবে। গুন্ডারা গুন্ডামি করলে হাতা খুন্তি, ঝাড়ু দিয়ে আদর করে দিতে হবে। আপনারা মা বোনেরা আন্দোলন করেছে, তা আমরা জানি। দিনের পর দিন নন্দীগ্রামে মানুষকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। রাতের বেলায় ঘুমনোর উপায় ছিল না। ২৬-২৭ জন মানুষ মারা গিয়েছেন। যারা মেরেছিল, তাদের নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে ভোট কেড়ে নিতে। নব সামন্ত চাইলে ভোট দেবেন? মা বোনেরা হাতা-খুন্তি নিয়ে বেরিয়ে আসবেন। কড়াইয়ে লুচি পড়বে, আর ফুলবে, আর বিজেপি জ্বলবে। নরেন্দ্র মোদীরা কৃষকদের সব অধিকার কেড়ে নিতে চায়, কিন্তু কেড়ে নিতে দেবেন না। ১ এপ্রিল দ্বিতীয় দফার ভোটে তৃণমূলের এজেন্টরা সতর্ক থাকুন। টাকা দিলে খরচ করে দিন।

সবাই মাস্ক পরে ভোট কেন্দ্রে যাবেন। মাস্ক না পরে গেলে দিল্লির কিছু পুলিশ ভোট দিতে দিচ্ছে না। মেশিন খারাপ করে দিচ্ছে। তখন ছায়ায় দাঁড়াবেন, অপেক্ষা করবেন, ভোট দেওয়ার জন্য।’ হুইল চেয়ারের এবার নির্বাচনী প্রচার করছেন মমতা, তৃণমূল নেত্রী বলেছেন, ’আমার হাঁটতে ভাল লাগে। সেই মানুষটাকে হুইল চেয়ারে বসে যেতে হচ্ছে। মনের মধ্যে একটা চাপ পড়ে। কিন্তু আমি ভেবে দেখেছি, আমার মা বোনেরা যদি আসতে পারেন, আমিও আসতে পারব।’

# ”ফেঁসে যাচ্ছে কালীঘাটের ঢোল”, লিখলেন বিশিষ্ট স্থপতি

কলকাতা, ২৯ মার্চ (হি স) : নন্দীগ্রামে পুলিশ গুলি চালায়নি বলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বীকারোক্তির পর সরব হলেন বিশিষ্ট স্থপতি, কলকাতা পুরসভার প্রাক্তন ডিজি তথা এশিয়াটিক সোসাইটির প্রাক্তন অধিকর্তা দীপঙ্কর সিনহা। নন্দীগ্রামের জমি আন্দোলনে পুলিশ গুলি চালিয়েছিল বলে অভিযোগ তোলেন তৃণমূলনেত্রী। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তুমুল আলোড়ণ হয়।গোটা দেশে রাজনৈতিক মাত্রা পায় ওই ঘটনা। রবিবার নন্দীগ্রামের জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ্যেই জানান, জমি-আন্দোলনে পুলিশ গুলি চালায়নি।

দীপঙ্করবাবু সোমবার সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, “নির্বাচনী দ্বৈরথ দেখাতে গিয়ে ফাঁস হচ্ছে নন্দীগ্রামের আসল ষড়যন্ত্র। সিবিআই তদন্ত বাম সরকারকে দায়ী করতে পারেনি। বলা হয়েছিল আইন শৃঙ্খলার অবনতিতে ও আত্মরক্ষায় উপস্থিত ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশে গুলি চলেছিল। আজ গুলি চালনো পুলিশকে এঁরাই সরকারে ও এমনকি দলেও উচ্চপদে বসিয়েছে। এক গুচ্ছ কমিশন বসিয়েও কোন ছিদ্র বার করতে পারেনি। মানুষের অনেক টাকা অনেক তেল ঐ কমিশনের পিছনে পুড়লেও রাধা নাচার সুযোগ পায়নি। ওদিকে সিঙ্গুরের ষড়যন্ত্রও ফাঁস হয়েছে। তাপসী মালিকের বাবা আজ মেয়ের হত্যার জন্য এদেরই দায়ী করছে। সিঙ্গুরের মানুষ আজ বলছে শিল্পই চাই।

২১ জুলাইয়ে কলকাতায় গুলি চালানোর সময়ের বাম সরকারের মুখ্য সচিব হয়েছেন ঘাসফুলের মন্ত্রী। রিজয়ানুরের বিষয়ে যে পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপের অভিযোগ হয়েছিল, তাকে বসানো হয়েছে প্রশাসনের মাথায়। সেই সময়ের মিথ্যা নাটকে অতি সক্রিয় সুশীলরা আজ খাদা গলায় ঝুলিয়ে অনুপ্রেরণার প্রসাদ চাটছে। অনুপ্রাণিত কাহিনি লেখক কলমচিরা কেউ কেউ ভুবনেশ্বর দর্শন সেরেছেন। কত আগুন খোর কবির কলমের কালি ফুরিয়েছে। ৯ বেড়ালরা সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি দিয়ে ”গ্রেটার ইভিল” আর ”লেসার ইভিল” মাপার নব কৌশল আবিস্কার করছেন। দুই বিষফুলের মাতব্বরেরা বলছে তাঁরাই নাকি সিঙ্গুরে তথা বাংলায় শিল্পের জোয়ার বইয়ে দিতে চেয়েছিল। ঘোড়া আর এখন হাসেনা, হাসতে হাসতে ওদের সমস্ত আত্মীয় স্বজনের পেটে পার্মানেন্ট খিল ধরে গিয়েছে।

শুধু পশ্চিমবঙ্গ আজ ঘন অন্ধকারে। জনঘনত্বপূর্ণ পশ্চিমবঙ্গে কৃষির বিকাশের সাথে শিল্পের যে বিকাশের উদ্যোগ হয়েছিল, তাকে বিফল করে হায়নারা ঢেঁকুর তুলছে। টেট-সেট চাকরীর পরীক্ষা আর নিয়মিত হয়না। কখনো হলেও কাজ পায় অন্যরা। রাত জেগে পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়া ছেলে-মেয়েগুলো পথে ও এমনকি আদিগঙ্গার পাঁকে নেমে চাকরির দাবীতে চিৎকার করছে। স্কুলে কলেজে ভর্তি হতে সেলামি লাগে। বাড়ি করতে সেলামি লাগে। হাসপাতালে চিকিৎসা পেতে সেলামি লাগে। সেলামি-বঙ্গ হয়ে গিয়েছে। চারিদিক রাঙিয়েছে বিষের নীল রঙে। শুধু স্ফূর্তিতে আছে চ্যানেল গুলোতে বিশেষ হাতযশে যারা ঝিংকু নাচের সুযোগ পেয়েছে। দুই ফুলে তাঁরাই নাকি এখন ”হেভিওয়েট”! কোথা থেকে এত ওয়েট গেইন করলো, ওরাই জানে। মানুষ অবাক বিস্ময়ে বোকা বাক্সর দিকে দেখে হয়তো যন্ত্রণা ভুলতে চায়।

ঠিক এমন সময়ে লাল পতাকা তুলে অকুতোভয় এক ঝাঁক ছাত্র-যুব জান কবুল করে বুক চিতিয়ে দাঁড়ায় পুলিশের লাঠি- জল কামানের সামনে কাজের দাবীতে। ওঁরাই নতুন দিনের দিশা দেখায়। মনে আশা যোগায়, ভিন দেশে যাওয়া ছেলেমেয়েগুলো আবার কাজ পেয়ে ঘরে ফিরবে একদিন।“

# গলসীতে বিজেপির প্রার্থী বদল নতুন প্রার্থী শিক্ষক বিকাশ বিশ্বাস

দুর্গাপুর, ২৯ মার্চ (হি স): জল্পনার অবসান। অবশেষে গলসী আসনে প্রার্থী বদল করল বিজেপি। সোমবার নতুন করে নাম ঘোষণা করল বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। নতুন নাম হল পেশায় শিক্ষক বিকাশ বিশ্বাস। নাম ঘোষণা হতে বিজেপিকর্মী ও বিজেপির শিক্ষক সংগঠনের প্রবল উচ্ছাস।

প্রসঙ্গত, গলসী আসনে প্রথমে বিজেপি তপন বাগদী নামে এক বিজেপি কর্মীর নাম ঘোষণা করেছিল। এবং তপন বাগদী প্রচারও শুরু করেছিলেন। কয়েকদিন আগে তপন বাগদীর বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগের পোস্টার পড়ে এলাকায়। তাতে চরম অস্বস্তিতে পড়ে বিজেপি। খবর চাউর হতেই তার প্রার্থীপদ বাতিল করে।

সোমবার নতুন নাম ঘোষণা করে বিজেপির কেন্দ্রীয় কমিটি। নতুন তালিকায় গলসীতে তপশীলী সংরক্ষিত আসনে শিক্ষক বিকাশ বিশ্বাসের নাম মনোনীত করে। বিকাশবাবু ছাত্রজীবনের শুরুটা কেটেছে গলসী বিধানসভার কাঁকসাতে। সেনাছাউনীতে তাঁর জামাইবাবু চাকরী করতেন। সেখানে থেকে পানাগড় বাজার জুনিয়ার হাইস্কুলে পড়াশোনা। বিকাশবাবুর ভোটার কার্ড এখন কাঁকসার গৌরতলার ঠিকানায় রয়েছে।

যদিও তিনি বর্তমানে থাকেন দুর্গাপুর গুরুনানক অ্যাভিনিউয়ে। পরবর্তীকালে কলকাতা হেয়ারস্কুলে থেকে উচ্চমাধ্যমিক দেন। সেখান থেকে বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন থেকে ইতিহাসে স্নাতক পাশ করেন। এবং রবীন্দ্রভারতী থেকে এমএ পাশ করেন। ২০০১ সালে গুসকরা পিপি স্কুলে শিক্ষকতা শুরু। সেখান থেকে ২০০৩ সালে কাঁকসার অযোধ্যা হাইস্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন। ২০১৪ সালে বিজেপির টিচার্স সেলে যোগ দেন। এবং তখন থেকে রাজনীতির হাতেখড়ি। ২০১৬ সালে সংগঠনের আসানসোল জেলার আহ্বায়ক করা হয় তাকে। ২০১৮ সালে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে পশ্চিম বর্ধমান জেলা পরিষদে কাঁকসার ১ জেডপি থেকে বিজেপির প্রার্থী হন। ওই সময় তার তার ওপর স্কুলে হামলাও হয়। অভিযোগ, বিজেপির প্রার্থী হওয়া তৃণমূল আশ্রিত দুস্কৃতিরা তাকে নির্মম মারধর করে। কিন্তু তাতেও দমে থাকেনি। শিক্ষকদের প্রতি রাজ্য সরকারের দমনপীড়ন নীতির বিরুদ্ধে সরব ছিলেন। এবং লাগাতার আন্দোলন শুরু করেন। সোমবার নাম ঘোষনা হতেই বিজেপির টিচার্স সেলের মধ্যে যেমন উচ্ছাস শুরু হয়। তেমনই গলসী বিধানসভা এলাকায় বিজেপিকর্মীদের মধ্যে উচ্ছাস দেখা দেয়। এদিন বিকাশবাবু বলেন,’ পঞ্চায়েত নির্বাচনে কোনভাবে মনোনয়ন জমা দিয়েছিলাম। তারপর প্রচারে বাধা দেয় তৃণমূল। এমনকি ক্রমাগত হুমকিতে বাড়ী ছাড়া ছিলাম দু-মাস। তখন সাধারন মানুষকে ভোট দিতে দেয়নি তৃণমূলের গুন্ডারা। এখন পরিবেশ বদলেছে। মার খেয়ে, লড়াই করে মনের মধ্যে দৃঢ়তা এসেছে, তৃণমূল নামক জগদ্দল পাথরটাকে রাজ্য থেকে সরাতে হবে। মানুষ আমার সঙ্গে আছে। মানুষের জন্য কাজ করব। জয়ের বিষয়ে আশাবাদী।’

# প্রহৃত সেই বৃদ্ধা শোভা মজুমদার মারা গেলেন, কড়া প্রতিক্রিয়া বিজেপি-র

কলকাতা, ২৯ মার্চ (হি.স.)’ দীর্ঘ একমাসের লড়াইয়ের পর অবশেষে হেরে গেলেন নিমতার পাটনা ঠাকুরতলার বৃদ্ধা শোভা রানী মজুমদার। গত ২৭ ফেব্রুয়ারি প্রহৃত হন তিনি। তাঁর সারা মুখে আঘাতের ছবি সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও টুইট করেন। এরপর ১ মার্চ তাকে দেখতে আসেন শুভেন্দু অধিকারী ও অর্জুন সিং। বৃদ্ধাকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। সোমবার ওই বৃদ্ধা প্রয়াত হয়েছেন। বৃদ্ধার মৃত্যুর প্রেক্ষিতে বিজেপি-র সর্বভারতীয় সম্পাদক অরবিন্দ মেনন সোমবার টুইটে লিখেছেন, “ওম শান্তি! তৃণমূলী গুন্ডাদের হাতে নির্মমভাবে আহত হওয়া ৮৫ বছর বয়সী শোভা মজুমদার আজ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন! মমতা দিদিকে তার অত্যাচারের জন্য বাংলা কখনই ক্ষমা করবে না!’

প্রসঙ্গত, উত্তর দমদম বিধানসভার নিমতার ৬ নম্বর ওয়ার্ডে বিজেপি কর্মী গোপাল মজুমদারের বাড়িতে ঢুকে তাঁর ৮৫ বছরের বৃদ্ধা মাকে মারধরের অভিযোগ ওঠে শাসক দলের বিরুদ্ধে। গোপালেরও শারীরিক সমস্যা রয়েছে। পরিজনরা জানিয়েছিলেন, ”বেশ কয়েকজন ঢুকে পড়েছিল বাড়িতে। এলোপাথাড়ি মারতে শুরু করে।” গোপালের বৃদ্ধা মা শোভা মজুমদার জানান, ”তৃণমূলের লোকজন ছেলেকে মারধর করেছে। আমাকেও মেরেছে ওরা।”

# ভারতে ২৪.১৮-কোটির ঊর্ধ্বে করোনা-টেস্ট, সক্রিয় রোগী ৪.৩৩ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ২৯ মার্চ (হি.স.): বাড়তে বাড়তে ভারতে ২৪.১৮-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। সোমবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২৮ মার্চ সারা দিনে ৯,১৩,৩১৯ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ২৪,১৮, ৬৪,১৬১-এ পৌঁছে গিয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনা-আক্রান্ত হয়েছেন ৬৮,০২০ জন।

ভারতে আরও বাড়ল সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা। একধাক্কায় বিগত ২৪ ঘন্টায় বেড়েছে ৩৫,৪৯৮ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৩২,২৩১ জন। সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ১,৬১,৮৪৩ জনের মৃত্যু হয়েছে (১.৩৪ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ২৯১ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১, ১৩,৫৫,৯৯৩ জন (৯৪.৩২ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা অনেকটাই বেড়েছে, ৩৫, ৪৯৮ জন বেড়ে এই মুহূর্তে ভারতে মোট ৫,২১,৮০৮ জন করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন (৪.৩৩ শতাংশ)।

# ভোটের ফল প্রকাশ হওয়ার পরই অন্ধকার কেটে বাংলায় পদ্মফুল ফুটবে: সূর্যভান পান্ডে

কলকাতা, ২৯ মার্চ (হি.স) : রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজ্য রাজনীতি এখন চরমে। তৃণমূল কংগ্রেসকে সরিয়ে বিজেপি সরকার গঠন করার জন্য মরিয়া হয়ে ভোট ময়দানে নেমে পড়েছে। এজন্য কেন্দ্রীয় স্তরের প্রবীণ নেতারা ভোট ময়দানে প্রচার এবং দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে এলাকায় এলাকায় দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। এমনই একজন হলেন সূর্যভান পান্ডে। তিনি দিল্লির দলের প্রাক্তন সাংগঠনিক সম্পাদক। দলের কেন্দ্রীয় স্তরের নেতারা এবার তাঁকে দক্ষিণ হাওড়ার বিধানসভা কেন্দ্রের পর্যবেক্ষক হিসেবে এরাজ্যে পাঠিয়েছেন। হিন্দুস্থান সমাচার সংবাদ সংস্থার প্রতিনিধিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি দাবি করেছেন যে আগামী ২ মে বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিদায় নিশ্চিত। একই সঙ্গে দক্ষিণ হাওড়া বিজেপি প্রার্থী রন্তিদেব সেনগুপ্ত এবার বিপুল ভোটে জয়লাভ করবেন বলে তিনি দাবি করেছেন। তাঁর জয় নিশ্চিত করতে তিনি বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন এলাকার জনসংযোগ বাড়িয়ে চলেছেন। এ বিষয়ে তিনি প্রতিনিধিকে দেওয়া সাক্ষাৎকার এর বিশেষ অংশ তুলে ধরা হল :

প্রশ্ন : দক্ষিণ হাওড়া বিধানসভা কেন্দ্রে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থীকে জয়ের ব্যাপারে কতটা আপনি নিশ্চিত?

উত্তর : এবারের বিধানসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের কোন আসনেই জয়ের ব্যাপারে ভারতীয় জনতা পার্টি কোন প্রার্থীর কাছে চ্যালেঞ্জ নয়। গত ১০ বছরের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শাসনকালে এখানকার নাগরিকরা ভীত-সন্ত্রস্ত এবং এই কারণে এই সরকারের বিদায় নিশ্চিত। আমাদের হিন্দিতে একটা প্রবাদ রয়েছে যে মেয়েদের সময় থাকতে থাকতে বিদায় দেওয়া উচিত এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এখন সেই সময় এসে গিয়েছে। গোটা রাজ্যের মতন দক্ষিণ হাওড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী রন্তিদেব সেনগুপ্তও এবার নিশ্চিত জয় করবেন এবং বিধায়ক পদে আসীন হবেন।

প্রশ্ন : তৃণমূল কংগ্রেস থেকে আসা নেতারা ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান দিয়ে দলের কি ক্ষতি হল?

উত্তর : ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-র অন্দরে কোন ধরনের অন্তর্কলহ নেই। এটা ঠিক যে এবার তৃণমূল কংগ্রেস থেকে বেশ কয়েকজন নেতা ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান দিয়েছেন। যাঁরা দিয়েছেন তাঁরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একনায়কতন্ত্রে ভীত ছিলেন। সেখান থেকে নিজেদের রাজনৈতিক সম্মান রাখার জন্য তাঁরা ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করেছেন। তাঁদের দমবন্ধ পরিস্থিতি ছিল। তাঁরা জনগণের জন্য কাজ করতে চান। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসে থেকে তারা সেই কাজ করতে পারছিলেন না। এবার তারা দল গঠন করে ভারতীয় জনতা পার্টির রীতিনীতি অনুসারী কাজ করবেন এবং পার্টি এদের থেকে কোনো রকমের অন্তর্কলহ সম্ভাবনা দেখতে পায়নি। যারা ভারতীয় জনতা পার্টির সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন তাঁরা বন্দে মাতারাম, জয় শ্রীরাম স্লোগান তোলেন, আর দেশের কথা বলেন। তুষ্টিকরণ এর কথা কখনোই বলেন না আর এই কারনেই আমাদের দলের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে মিলে গিয়েছেন।

প্রশ্ন :ভারতীয় জনতা পার্টি বার বার দু”শোর বেশি সিট আসন পাবে বলে দাবি করছে এমনটা কি ভাবে সম্ভব যে পশ্চিমবঙ্গ থেকে মমতা ব্যানার্জিকে উৎখাত করতে পারবে?

উত্তর : ১০ বছরে পশ্চিমবঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শাসনে সাধারণ মানুষ এখন মানুষের মনে এখন ক্ষোভ জন্মেছে। এই দশ বছরে তার বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার কারণে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা থেকে সাধারণ মানুষ বঞ্চিত হয়েছেন। গরিবদের জন্য স্বাস্থ্য বিমা আয়ুষ্মান ভারত যোজনা, কৃষকদের জন্য প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্মান নিধি এই রাজ্যের গরিব কৃষক সাধারণ মানুষ এই সুবিধা থেকে পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। এই সমস্ত কারণে এখানকার মানুষেরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর ক্ষোভ উগরে পড়েছে। ভারতীয় জনতা পার্টি সোনার বাংলা রূপায়নে রাজ্য কি চতুর্মুখী বিকাশ ও সুশাসন আনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, বিজেপি সরকার গঠন হওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গ মানুষেরা আয়ুষ্মান যোজনা কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সুবিধা পাওয়া বিষয় নিশ্চিত হবেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিবন্ধকতার কারণে যে সমস্ত গরিব কৃষকরা প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্মান নিধি থেকে বঞ্চিত হয়েছেন তারা বিজেপি সরকার গঠন হওয়ার পর তাদের বকেয়া টাকা কেন্দ্রীয় সরকার থেকে দেওয়া হবে এই কারণে এবার এরা যে বিজেপি সরকার গঠন হবে।

প্রশ্ন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং ভারতীয় জনতা পার্টির কাছে কতটা চ্যালেঞ্জিং?

উত্তর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতীয় জনতা পার্টির কাছে কোন চ্যালেঞ্জিং বিষয় নয়। উনিভাক পশ্চিমবঙ্গের সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী উদ্দেশ্যে দৈত্য-দানব ছাড়াও এই ধরনের অপ শব্দ ব্যবহার করে পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি কে নষ্ট করেছেন। রাজ্যের মানুষ এইসব খুব ভালো করে বোঝেন এবং তাই এবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতাচ্যুত হবেন।

প্রশ্ন : পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক হিংসার জন্য কুখ্যাত। বিজেপি সরকার গঠন হওয়ার পর এই রাজনৈতিক হিংসা কি বন্ধ হবে?

উত্তর : এখানে রাজনৈতিক হিংসা এখন চরমে। বিপরীত বিরোধী শক্তিকে দমন করার জন্য খুন করা হচ্ছে। রাজ্যবাসী এতে ভীতসন্ত্রস্ত এবং সরকার গঠনের পর এই অপসংস্কৃতির উপর লাগাম লাগানো হবে। এখানে যে সমস্ত রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড হয়েছে তার বিরুদ্ধে তদন্ত করা হবে। পুলিশকে আমরা পুলিশ প্রশাসনকে আমরা ফ্রি হ্যান্ড কাজ করার সুযোগ দেব। অথচ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের আমলে প্রশাসনের উপর রাজনৈতিক প্রভাব বেশি ছিল কিন্তু বিজেপি সরকার গঠন হওয়ার পর এটা হবে না।

প্রশ্ন : পশ্চিমবঙ্গের প্রথম দফায় নির্বাচন হয়ে গিয়েছে। সিপিএম কংগ্রেসের জোক এবার ক্ষমতায় আসার জন্য প্রচার শুরু করেছে অথচ রাহুল গান্ধী কোন কেন্দ্রীয় স্তরের নেতা এবার কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রচারে আসেনি। এর কারণ কি?

উত্তর : রাহুল গান্ধী কেন কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় স্তরের যেকোনো বড় নেতা ভালোভাবেই জানেন যে এই অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গে এসে কোন সুবিধাজনক জায়গা করতে পারবেন না। তাছাড়া তাদের জন্য কোন রাজ্যে কোন গুরুত্ব নেই বললেই চলে। তাদের কাছে পরিবার এবং এবং যেনতেন প্রকারে গান্ধী পরিবার দায়িত্ব নিতে চাননা। তাছাড়া রাজ্য কংগ্রেসের নেতারাও তাদের ডেকে আনার মতো আগ্রহ রাখেন না। পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস কোন অবস্থাতেই একা লড়াই এর জায়গায় নেই একা প্রতিদ্বন্দ্বীতা করার জায়গায় নেই। এর জন্য কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় স্তরের নেতা বা রাহুল গান্ধীর মত নেতা এ রাজ্যে প্রচারে আশা না আসার ওপর কিছু নির্ভর করে না। এছাড়া কংগ্রেস তো এবারও মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে জোট করেছে। আইএসএফ ও তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। তাছাড়া আরো ছোট ছোট কয়েকটি দল নিয়ে তারা জোট করেছে। এরা বিজেপির কোন ক্ষতি করতে পারবেনা। আমি ফেরার একবার জোর গলায় বলতে পারি যে দুই মেয়ে বাংলায় পরিবর্তন হবে এবং বিজেপি সরকার গঠন হবে এই রাজ্যে।

# ভিত্তিহীন অপপ্রচারের অভিযোগ বোলপুরের বিজেপি প্রার্থীর, সরব নেটিজেনরা

**অশোক সেনগুপ্ত**

কলকাতা, ২৯ মার্চ (হি.স.): তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অপপ্রচারের অভিযোগ আনলেন বোলপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী ডঃ অনির্বান গাঙ্গুলি। বিষয়টি ফেসবুকে আপলোড করার পর ১১ ঘন্টা না কাটতেই প্রচুর প্রতিক্রিয়া এসেছে। সরব হয়েছেন নেটাগরিকরা। পরিবেশিত ৮ মিনিট ২২ সেকেন্ডের একটি ভিডিও-তে অনির্বানবাবু বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত বলেছেন। অভিযোগ করেছেন, তৃণমূল বলছে আমি নাকি বিশ্বভারতীর উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর সঙ্গে বিদেশের একটি হোটেলে গোপন বৈঠক করেছি। এটা সর্বৈব মিথ্যে এবং ভিত্তিহীন। বরং জানি, জেলার দুই তৃণমূল নেতা অনুব্রত মন্ডল ও চন্দ্রনাথ সিনহার সঙ্গে বিদ্যুৎবাবুর সম্পর্ক অত্যন্ত ভাল। ওঁরা পরস্পরের বাড়ি গিয়েছেন। ভিডিওর প্রতিক্রিয়ায় সহস্রাধিক লাইক এসেছে। বলাই চ্যাটার্জি লিখেছেন, “এটাই সত্য ...এটাই বাস্তব ...বোলপুরের মানুষ যথেষ্ট সচেতন তাদের আর ঠকানো যাবে না .....আজকে সত্যের উৎঘাটন হলো বোলপুরের মানুষের আশীর্বাদ বিজেপি প্রার্থীর উপর আছে, থাকবে অশুভ শক্তির -বিনাশ হবেজ্জ’ মল্লিকা ভট্টাচার্য লিখেছেন, “মা বোনেরা এই ভুল ভুলেও করবেন না। মনে রাখবেন এই মহিলা বলেছিলেন ধর্ষণ ছোট ঘটনা। শরীর থাকলে জ্বর হয় তেমনই ধর্ষণ হয়, ধর্ষণকারির শাস্তি দূর, উল্টে ধর্ষতাকে টাকা দেওয়া হয়। এই মহিলাকে ভোট নয়। যে নিজে নারী হয়ে নারীদের সম্মান করে না, আপনাদের ভোটের আশা করে কি করে?’

অমিত মুখার্জি লিখেছেন, “আশাকরি আপনি আগামী দিনে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের ব্যাপারে সচেষ্ট হবেন এবং এইসব অপদার্থ ও অকর্মন্য লোকেদের হাত থেকে এই রবীন্দ্র স্মৃতিবিজড়িত প্রতিষ্ঠানকে রক্ষা করবেন।’ প্রদীপ কুমার মন্ডল লিখেছেন, “দোষে ভরা শাসনকারী দলটি একটাও ভোট পাওয়ার যোগ্য নয়। তবুও ভোট পাচ্ছে চোরের সংখ্যা বেশি, এই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যটাকে শেষ করে দেবে। এখনও সময় আছে বিজেপি-কে ভোট দিয়ে জয়ী করুন। তা না হলে রাজ্যকে শেষ করে ছাড়বে। মানুষ কবে সচেতন হবে!’ পলাশ পাল লিখেছেন, “আপনি মানুষকে যুক্তি দিয়ে সঠিকটা বুঝিয়ে দেন ওদের অভ্যাস তো ওটা।” মিহির পান্ডে লিখেছেন, “আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন ডাঃ গাঙ্গুলী, সারা রাজ্যের সঙ্গে বীরভূমের মানুষও আজ তৃণমূলের চরম মিথ্যাচার ধরে ফেলেছে। বাচ্চারাও আজ বুঝে গেছে ওদের এই ক্রমাগত মিথ্যাচার। প্রাক্তন মাছওয়ালা আজ বীরভূমের নীতি নির্ধারক। ঐ মাথামোটার প্রতিটি পাপের কড়ি গুনে হিসাব হবে। মানুষ ইতিমধ্যেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। যেতে ওদের হবেই। এর অন্যথা নাস্তি। পুরো দলটাই দিশেহারা হয়ে গেছে। মিথ্যার মেঘ দিয়ে সত্যের সূর্যকে ঢেকে রাখা যায়না। পুরো দলটাই উলঙ্গ হয়ে গেছে মানুষের সামনে। এত অযোগ্য লোক কতোদিন আর টেনে নিয়ে যাবে? সব জারিজুরি আজ ধরা পড়ে গেছে। আর তাই ওরা যতই ঢাকতে চাইবে, পরতে পরতে মিথ্যা আরও বাড়তেই থাকবে। এটাই ওদের ”কাল” হয়ে দাঁড়াবে। সামনে সত্যের জয় সুনিশ্চিত। জয় শ্রী রাম। হর হর মহাদেব।’ বাপি শর্মা লিখেছেন, “বোলপুরবাসী বুঝে গেছে বিজেপি জিতছে এবং ভালো ব্যবধানেই জিতবে।ভরত মাতার জয়। বিজেপি জিন্দাবাদ।“ অমর সিংহ লিখেছেন, “তৃণমূল প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির লোকেদের কথা গুরুত্ব না দেওয়াই ভালো। সাধারণ মানুষও গুরুত্ব দেয় না।“ দিব্যেন্দু চন্দ্র লিখেছেন, “এই কথাগুলো জনসভায় বলতে হবে। তবেই পর্দা ফাঁস হবে।’

কুমারী মধুশ্রী রূপশ্রীকে স্মরণ করল গণতান্ত্রিক নারী সমিতি। ছবি নিজস্ব।

# রাজনৈতিক ভাবে চক্রান্ত করে গ্রেফতার ছত্রধর দাবি জেলা তৃণমূলের

ঝাড়গ্রাম, ২৯ মার্চ ( হি: স) : ছত্রধর মাহাতোকে রাজনৈতিক ভাবে চক্রান্ত করে ভোটের পর দিনেই এনআইএ কে দিয়ে ভোরের সময় গ্রেফতার করানো হল। এর আগে লোকসভা নির্বাচনের সময় সারদা নারদা নিয়ে তৃণমুলের নেতাদেকে ভয় দেখাচ্ছিল বিজেপি। এখন সব সারদা নারদার সাথে জড়িত নেতারা এখন তাদের দলে। তাই দশ বারো বছর আগের কেস দিয়ে তৃণমুল নেতাদেরকে হেনস্থা করার চেষ্টা করছে। নির্বাচন শুরুর আগে থেকে বিজেপি সারা বাংলা জুড়ে অশান্তির বাতাবরণ তৈরী করেছে নির্বাচন কমিশনকে সাথে নিয়ে। সোমবার এক সাংবাদিক সম্মেলন করে বিজেপিকে ও নির্বাচন কমিশনকে আক্রমন করলেন তৃণমুল রাজ্য ও জেলা নেতৃত্ব। এদিন ঝাড়গ্রাম শহরের দলীয় কার্যালয়ে এই সাংবাদিক সম্মেলন করেন। এদিনের এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বিনপুর বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী তথা রাজ্য যুব তৃণমুল কংগ্রেসের সহ সভাপতি দেবনাথ হাঁসদা, ঝাড়গ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী বিরবাহা হাঁসদা, জেলা তৃণমুলের মুখপাত্র সুব্রত সাহা,ঝাড়্গাম শহর তৃণমুল কংগ্রেসের সভাপতি প্রশান্ত রায়, সহ সভাপতি গোবিন্দ সোমানী, শহর যুব তৃণমুলের সহ সভাপতি উজ্জ্বল পাত্র। এদিন বিনপুর বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী তথা রাজ্য যুব তৃণমুল কংগ্রেসের সহ সভাপতি দেবনাথ হাঁসদা বলেন,' নির্বাচনে অশান্তি না করলে পশ্চিমবাংলায় আসতে পারবে না বিজেপি। আর সেটা জেনেই নির্বাচন কমিশনকে সাথে সারা বাংলা জুড়ে অশান্তি সৃষ্টি করছে। বাংলায় আট দফায় ভোট করাছে যা একটা ইতিহাস। পশ্চিমবাংলা নির্বাচন কমিশন ব্যার্থ।

**বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ**

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

**বিজ্ঞাপন বিভাগ**
**জাগরণ**

## জরুরী পরিষেবা

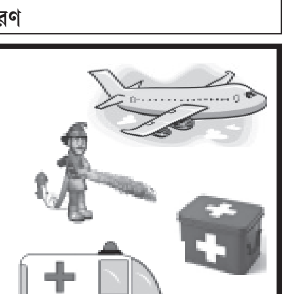

**হাসপাতাল : জিবি :** ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

# পাঁচ বছর স্কুল সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা কেন হয়নি মাননীয়া ?, প্রশ্ন শুভেন্দু অধিকারী

কলকাতা, ২৯ মার্চ (হি স)। "পাঁচ বছর স্কুল সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা কেন হয়নি মাননীয়া ?"" সোমবার নন্দীগ্রামে প্রচারে গিয়ে ফের একবার কর্মসংস্থানের ইস্যুতে মমতাকে ঝাঁঝালো আক্রমণ করেন শুভেন্দু অধিকারী। 'ফেরেববাজ মুখ্যমন্ত্রী' বলেও আক্রমণ করেন তৃণমূল নেত্রীকে।

তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যাওয়ার পর থেকেই রাজ্যে বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান ও শিল্পনীতি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী। এদিন তিনি বলেন, ""আমরা ক্ষমতায় আসলে শিল্পের জোয়ার বইবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু চপ শিল্প করেছেন। উনি কোনও শিল্প করতে পারেননি।"

নন্দীগ্রামের জমি আন্দোলনের সময় পুলিশ ঢোকানো নিয়ে গতকাল অধিকারী পরিবারের বিরুদ্ধে আঙুল তোলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই বিষয়ে শুভেন্দু জানিয়েছেন, "উনি ফেরেববাজ মুখ্যমন্ত্রী। নিজেই কী লিখেছেন পড়ে দেখতে পারেন। নিজেই দ্বিচারিতা করছেন। এসব বলে লাভ নেই, রাজ্যের বেকার যুবকরা ওনার কাছে কাজ চাইছেন, উনি কাজ দিতে পারছেন না। শিল্প চাইছেন উনি দিতে পারছেন না।"

# দামোদরে স্নান করতে নেমে তলিয়ে মৃত্যু ৪ যুবক

দুর্গাপুর, ২৯ মার্চ (হি.স) : হোলির দিনে দামোদরে স্নান করতে নেমে তলিয়ে মৃত্যু হল চার যুবকের। সোমবার মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে, দুর্গাপুর ব্যারেজ সংলগ্ন দামোদর নদে। ঘটনায় জলে তলিয়ে অসুস্থ আরও চারজন যুবক। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। পুলিশ সুত্রে জানা গেছে, মৃত একজনের নাম অভিরাজ গুপ্তা (১৪)। তার বাড়ি দুর্গাপুর করঙ্গপাড়া এলাকায়। বাকিদের এদিন বিকাল পর্যন্ত নাম পাওয়া যায়নি।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দুর্গাপুর ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের করঙ্গপাড়া এলাকার বছর ১২ -১৪ "র ৭ জন কিশোর এদিন এলাকায় হোলি খেলার পর। ব্যারেজে স্নান করতে যায়। তারা যখন সকলে নদের জলে স্নানে মত্ত, সেই সময় তাদের সঙ্গে বছর ১৬ র আরও তিন কিশোর স্নানে নামে দুপুর নাগাদ। ওই অচেনা তিন কিশোর নদের কিছুটা গভীরে যেতেই একসঙ্গে তলিয়ে যেতে থাকে। নিজেদের বাঁচতে ওই তিন কিশোর এই সাত কিশোরের একজনকে টেনে ধরে। তড়িঘড়ি বাকি ৬ জন কিশোর সহপার্টি"কে টেনে তোলার চেষ্টা করে। কোনক্রমে রক্ষা পেলেও তাদের মধ্যে অভিরাজ গুপ্তা নামে একজন যুবক তলিয়ে যায় ওই তিন কিশোরের সঙ্গে। ঘটনা নজরে পড়তেই আশপাশের এলাকাবাসী কিশোরদের উদ্ধার করে। খবর পেয়ে বড়জোড়া থানার পুলিশ স্থানীয়দের সহযোগীতায় তলিয়ে যাওয়া চারজন কিশোরকে উদ্ধার করে। তাদের হাসপাতালে পাঠালে চিকিৎসকরা পরীক্ষা করে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতদের উদ্ধার করে বাঁকুড়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় পুলিশ। বাকি অসুস্থ কিশোরদের উদ্ধার করে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠায়। অপরদিকে রবিবার ওই এলাকায় জলে তলিয়ে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। পুলিস জানিয়েছে, মৃত যুবকের নাম সৌরদীপ্ত সেনগুপ্ত (২৩)। তাঁর বাড়ি দুর্গাপুর সিটিসেন্টারে। প্রসঙ্গত, গতবছর নভেম্বর মাসে ওই এলাকায় পুণ্যস্নানে নেমে মৃত্যু হয় এক কিশোরীর। এছাড়াও দুর্গাপুরের একটি বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের চার ছাত্রের জলে তলিয়ে মৃত্যু হয় ওই এলাকায়। ওই এলাকায় জলে স্নানে নেমে একাধিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটায় ওই এলাকা বাঁকুড়া ও আসানসোল - দুর্গাপুর পুলিশ কমিশানারেটের পুলিশ বিপদজনক বলে ঘোষণা করেছে। কিন্তু সচেতন না থাকায় প্রায় প্রতিবছরই জলে তলিয়ে বেশ কয়েকজনের মৃত্যু হয়। বড়জোড়া থানার পুলিশ জানিয়েছে, মৃত বাকি তিনজন কিশোরের এখনও নাম ঠিকানা পাওয়া যায়নি। তাদের শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে। ঘটনার তদন্ত করা হচ্ছে।'

# নন্দীগ্রামে 'বহিরাগত দুষ্কৃতী' রুখতে কমিশনে আরজি তৃণমূলের

কলকাতা, ২৯ মার্চ (হি স) : নন্দীগ্রামে বিহার, উত্তরপ্রদেশের পুলিশের পোশাক পরে 'দুষ্কৃতী'রাই ঢুকছে বলে অভিযোগ জানাল তৃণমূলের প্রতিনিধিদল। সোমবার নির্বাচনে কমিশনে গিয়ে এই সংক্রান্ত অভিযোগপত্র তুলে দেন ডেরেক ও'ব্রায়েন, সুব্রত মুখোপাধ্যায়, শশী পাঁজারা। তাতে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলি থেকে যেন কোনও পুলিশ না মোতায়েন করা হয়।

নন্দীগ্রাম জিততে বহিরাগত দুষ্কৃতীদের ঢোকানো হচ্ছে এলাকায়, সোমবারও তা নিয়ে ফের সরব হয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বলেছেন, "বিভিন্ন রাজ্যের পুলিশের পোশাক কেনা হচ্ছে, সেগুলো জড়ো করা হচ্ছে অতিথিশালাতে। বুঝতে পারছেন, কীভাবে বাইরের লোক ঢুকিয়ে অশান্তি বাধাতে চাইছে?" পাশাপাশি মমতা এও উল্লেখ করেন, এরা সকলেই হেভিওয়েট বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারীর পরিচিত।

এরপর তৃণমূল নেতৃত্বও কমিশনে গিয়েও প্রায় একই অভিযোগ জানাল।

# হোলি উপলক্ষে শহরে পুলিশের কড়াকড়ি

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ মার্চ।।** হোলি উৎসবের সকাল থেকেই রাজধানী আগরতলা শহরের বিভিন্ন রাস্তায় ট্রাফিক পুলিশের ব্যাপ তৎপরতা পরিলক্ষিত হয় করোণা ভাইরাসের সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে এবছর হোলি খেলার ওপর কিছুটা নিয়ন্ত্রণ আদেশ জারি করেছে প্রশাসন। হোলির আনন্দে যাতে মাতোয়ারা হতে না পারে তার জন্য প্রশাসনের তরফ থেকে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। করোনাভাইরাস এর দ্বিতীয় ঢেউ আছড়ে পড়ার আশঙ্কাতেই এ ধরনের নিয়ন্ত্রণ আদেশ জারি করা হয়েছে। অবশ্য সাধারণ মানুষ এবছর হোলির আনন্দে অন্যান্য বছরের মতো এতোটা মাতোয়ারা হতে দেখা যায়নি। স্বাস্থ্যবিধি মেনে আনন্দ উল্লাসে মেতেছেন মানুষজন।প্রতিবছরই হোলি উৎসব শান্তিপূর্ণ করার জন্য ট্রাফিক পুলিশকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়ে থাকে। এবছও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি।রাজধানী আগরতলা শহরের বিভিন্ন রাস্তায় ট্রাফিক পুলিশকে বিশেষ নজরদারি বজায় রাখতে দেখা গেছে। হেলমেট বিহীন দ্বিচক্র যান চালকদের আটক করে কাগজপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে জরিমানা আদায় করা হয়। তবে রাজধানী আগরতলা শহর এলাকায় বড় ধরনের কোনো অঘটনের খবর নেই।ট্রাফিক পুলিশের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে বেগতিক ভাবে যাতে যানবাহন চলাচল করতে না পারে সেজন্য নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়েছে নট্রাফিক পুলিশ দুর্ঘটনা রোধে এ ধরনের তৎপরতা অব্যাহত রাখবে বলেও জানানো হয়।

# করোনার ভ্যাকসিন নিলেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক

**নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৯ মার্চ।।** রবিবার দুপুর ২টা নাগাদ পশ্চিম ত্রিপুরা আসনের সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক কমলাসাগর বিধানসভার মধুপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রথম পর্যায়ের করোনা ভ্যাকসিন গ্রহণ করলেন। পরবর্তী সময়ে তিনি গোটা রাজ্য এবং দেশের জনগণের কাছে বার্তা দিলেন সকলেই যেন করোনা ভ্যাকসিন গ্রহণ করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি মধুপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি ঘুরে দেখেন এবং রোগীদের সাথে কথাবার্তা বলেন। মধুপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বর্তমানে একটি জেনারেটর এবং এম্বুলেন্সের অভাব রয়েছে। কমলাসাগর যুব মোর্চার পক্ষ থেকে তার কাছে দাবি করা হয় তিনি তাদের আশ্বস্ত করেন দেখা হবে উল্লেখ্য গত কয়েকদিন পূর্বে থেকেই কমলাসাগর যুব মোর্চার পক্ষ থেকে মধুপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র পাশে করোনা ভ্যাকসিন যারা গ্রহণ করছে তাদের সুবিধার্থে একটু হেল্প ডেস্ক খোলা হয় তাও তিনি পরিদর্শন করেন। উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জেলার জেলা পরিষদ বিশ্বজিৎ সাহা সিপাহীজলা উত্তরাংশের যুব মোর্চা সভাপতি দীপ্তনু দাস। কমলাসাগর মন্ডল যুব মোর্চার সভাপতি বিকাশ সাহা সহ অন্যরা।

# কাঁঠালিয়ায় বিজেপির নির্বাচনী জনসভা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৯ মার্চ।।** আসন্ন এডিসি নির্বাচনে ২২ নং মির্যা কাঁঠালীয়া রাজাপুর কেন্দ্রের বিজেপি মনোনিত প্রার্থী পদ্মলোচন ত্রিপুরা ও ২৬ নং বীরচন্দ্র নগর - কলসী কেন্দ্রের বিজেপি মনোনিত প্রার্থী সঞ্জীব রিয়াংকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করার লক্ষ্যে ৩৬ শান্তির বাজার মন্ডল বিজেপির উদ্দ্যোগে বীরচন্দ্র নগর দ্বাদশশ্রেনী বিদ্যালয় মাঠে এক নির্বাচন সমাবেশের আয়োজন করাহয়। এই সমাবেশের প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। বিজেপি কতৃক আয়োজিত আজকের এই সমাবেশে স্বাগত ভাষন প্রদানকরের ৩৬ শান্তির বাজার বিজেপির মন্ডল সভাপতি শ্যামলাল দেবনাথ। এই সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, ৩৬ শান্তির বাজার বিধানসভার বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং, দক্ষিন জেলার জেলা সহ সভাধিপতি বিভিষন চন্দ্র দাস, বগাফা ব্লকের বি এ সি চেয়ারম্যান তথা প্রাক্তন ডেপুটি স্পীকার গৌরি শঙ্কর রিয়াং, ২২ নং ও ২৬ নং কেন্দ্রের বিজেপি মনোনিত প্রার্থী পদ্ম লোচন ত্রিপুরা, সঞ্জীব রিয়াং সহ অন্যান্য নেতৃত্ব বৃন্দরা। আজকের সমাবেশে বক্তব্য রাখতেগিয়ে বক্তারা বিগত দিনে বাম আমলের বিভিন্ন কাজের তীব্র সমালোচনা করেন তার পাশাপাশি এডিসি এলাকা উন্নয়নে বর্তমান রাজ্য সরকার কিকি পদক্ষেপ গ্রহন করেছে তা জনস্মুখে তুলেধরেন। সমাবেশের মধ্যদিয়ে বক্তারা আসন্ন এডিসি নির্বাচনে বিজেপি মনোনিত প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করারজন্য বিশেষ আহব্বান জানান। আজকের এই সমাবেশে লোকজনের উপস্থিতির হার ছিলো লক্ষনীয়।

# পোস্টাল ব্যালটে ভোটদাতাদের জন্য নির্দেশিকা হাইলাকান্দি জেলা প্রশাসনের

হাইলাকান্দি (অসম), ২৯ মার্চ (হি.স.) : বিধানসভা নির্বাচন উপলক্ষে যে সমস্ত সরকারি কর্মচারী ভোট পর্বে শামিল রয়েছেন এবং পোস্টাল ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোটদান করার জন্য আবেদন করেছেন, কিন্তু এখন পর্যন্ত ভোটদান করতে পারেননি, সেই সব ভোটকর্মীরা আগামী ৩১ মার্চ ভোটগ্রহণ পর্বে যাওয়ার পথে হাইলাকান্দির সরকারি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েল স্কুলে সকাল ৭-টা থেকে বিকেল ৫-টা পর্যন্ত পোস্টাল ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোট দান করতে পারবেন বলে জানিয়েছেন হাইলাকান্দির অতিরিক্ত জেলাশাসক তথা পোস্টাল ব্যালট পেপার সেলের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক ধ্রুবজ্যোতি দেব।

তিনি জানান, তার পরও যদি কোনও ভোটকর্মী ভোটদান করতে অসমর্থ থাকেন তা-হলে নির্ধারিত আবেদন পত্রে সংশ্লিষ্ট ঠিকানা অনুযায়ী ডাকযোগে তাঁদের বাড়িতে পোস্টাল ব্যালট পেপার পাঠানো হবে। আর সেক্ষেত্রে ইচ্ছুক কর্মচারীরা আগামী ২ মে ভোট গণনা পর্ব শুরু হওয়ার প্রাক মুহূর্তে এসেও হাইলাকান্দি জেলাশাসকের কার্যালয়ে পোস্টাল ব্যালট পেপার সেলে জমা দিতে পারবেন।

# ফের ঝুলন্ত বিজেপি কর্মীর মরদেহ, এবার উত্তর দিনাজপুরে

কলকাতা, ২৯ মার্চ (হি স)। ফের এক ঝুলন্ত বিজেপি কর্মীর মরদেহ উদ্ধার হল। এবার উত্তর দিনাজপুরের চাকুলিয়ায় বিদ্যানন্দপুরে ঝুলন্ত দেহ নিয়ে উত্তেজনা দেখা দেয়। সূত্রের খবর, যাঁর দেহ উদ্ধার হয়েছে তাঁর নাম অখিল বিশ্বাস। গত ২৬ মার্চ সন্ধ্যায় বাজারে গিয়ে তিনি নিখোঁজ হন। অনেক রাত অবধি বাড়ি না ফেরায় খোঁজ খবর শুরু হয়। এলাকায় মাইকে প্রচার করা হয়। কিন্তু তার কোনও খোঁজ পাওয়া যায় না।

সোমবার সকালে তাঁর ক্ষতবিক্ষত দেহ এলাকার এক গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। বিজেপি-র তরফে অভিযোগ, পশ্চিমবঙ্গের সেই ট্রাডিশন সমানে চলছে। কর্মীদের মেরে হত্যা করে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে আত্মহত্যা বলে চালানো হচ্ছে। সূত্রের খবর, অখিল বিশ্বাস বিজেপি-র এক জন সক্রিয় কর্মী ছিলেন। উত্তর দিনাজপুরের হেমতাবাদের ২২ নম্বর মণ্ডলের যুব সভাপতি মলয় দাস (বুম্বা) এর মেসোশ্বশুড় ছিলেন।

# নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে মেহবুবা মুফতির পাসপোর্টের আবেদন খারিজ

**নয়াদিল্লি, ২৯ মার্চ (হি.স) :** জাতীয় নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মেহবুবা মুফতির পাসপোর্ট পাওয়ার আবেদন খারিজ করল কেন্দ্রীয় সরকার। সোমবার মেহবুবা নিজেই এ কথা জানিয়েছেন।

পিপলস ডেমোক্র্যাটিক পার্টি (পিডিপি)-র সভানেত্রী টুইটারে লিখেছেন, 'সিআইডি-র রিপোর্টের ভিত্তিতে পাসপোর্ট দফতর আমার আবেদন খারিজ করেছে। যে রিপোর্টে (আমাকে) ভারতের নিরাপত্তার পক্ষে ক্ষতিকারক বলা হয়েছে। ২০১৯-এর অগাস্ট থেকে কাশ্মীরে স্বাভাবিক অবস্থা ফেরার এটাই নমুনা। যেখানে একজন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী পাসপোর্ট পেলে তা শক্তিশালী রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের পক্ষে বিপদ হয়ে উঠতে পারে'।

২০১৯ সালের অগাস্টে নরেন্দ্র মোদি সরকার সংবিধানের ৩৭০ ধারার বিলোপ ঘটিয়ে জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা বাতিল করেছিল। তার পরেই মেহবুবা, আরও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, ফারুখ এবং ওমর আবদুল্লা-সহ উপত্যকার বহু নেতা-নেত্রীকে গৃহবন্দি করা হয়েছিল। গত অক্টোবরে মেহবুবা মুক্তি পেলেও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জম্মু ও কাশ্মীরে তাঁর গতিবিধি এখনও 'নিয়ন্ত্রিত' বলে অভিযোগ।

# অন্ধ্রপ্রদেশে দু'টি বাসের সংঘর্ষ, দু'জন চালক-সহ মৃত ৫

ভিজিয়ানগরম (অন্ধ্রপ্রদেশ), ২৯ মার্চ (হি.স.): অন্ধ্রপ্রদেশের ভিজিয়ানগরম জেলায় দু"টি বাসের সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন মোট ৫ জন। মৃত ৫ জনের মধ্যে দু"জন উভয় বাসের চালক, মৃত্যু হয়েছে ৩ জন যাত্রীর। এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ৩০ জন। তাঁদের মধ্যে ৫ জনের আঘাত গুরুতর। সোমবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে সুনকারী পেটার কাছে।

পুলিশ সূত্রের খবর, সোমবার সকালে সুনকারী পেটার কাছে অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য পরিবহণ নিগমের একটি বাসের সঙ্গে অপর একটি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এরপর দুর্ঘটনাগ্রস্ত অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য পরিবহণ নিগমের বাসের পিছনে ধাক্কা মারে একটি ট্রাক। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে উভয় বাসের চালক-সহ ৫ জনের। উভয় বাসের মোট ৩০ জন আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৫ জনের আঘাত গুরুতর। দুর্ঘটনার জেরে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়, পরে দুর্ঘটনাগ্রস্ত দু"টি বাস ও ট্রাকটিকে রাস্তা থেকে সরানোর পর যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে।

# ইন্দোনেশিয়ার বৃহত্তম তৈল শোধনাগারে অগ্নিকান্ড

জাকার্তা, ২৯ মার্চ (হি.স) : ইন্দোনেশিয়ার বৃহত্তম তৈল শোধনাগারে সোমবার সকালে ঘটল বড়সড় অগ্নিকাণ্ড। বিরাট এক বিস্ফোরণে ওই তৈল শোধনাগারে আগুন লেগে যায় বলে স্থানীয় সূত্র মারফৎ জানা গিয়েছে। গোটা এলাকা কার্যত এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে দমকল।

ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম জাভার বালোনগান শোধনাগারে। ঘটনাস্থলটি দেশের রাজধানী জাকার্তা থেকে ২০০ কিলোমিটার দূরে। এই তৈল শোধনাগারটি চালায় দেশের তেল সংস্থা পার্টামিনা। সোমবার সকালে হঠাৎই শোধনাগার থেকে কালো ধোঁয়া নির্গত হতে দেখা যায়। তখনই বোঝা যায় আগুনের গ্রাসে চলে গিয়েছে ওই তৈল শোধনাগার। ঘটনায় ৫ জন গুরুতর জখম হয়েছে। ১৫ জন অল্প বিস্তর আঘাত প্রাপ্ত হয়েছেন। প্রায় ১ হাজার স্থানীয়কে নিরাপদ এলাকায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। স্থানীয় দুর্যোগ মোকাবিলা বিভাগের তরফে জানানো হয়েছে বিস্ফোরণ ঘটার পর একজন হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা গিয়েছেন।

## বিশালগড়ে

● **প্রথম পাতার পর**

টাকা উদ্ধার করে বিশালগড় থানার পুলিশ। তবে বিশালগড়ের প্রাণকেন্দ্র বিশালগড় থানা থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে খোদ প্রকাশ্য বাজারে কিভাবে এই নেশার সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছে তা নিয়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে জনমনে।

## প্রদ্যোত

● **প্রথম পাতার পর**

মূল লক্ষ্য"।

দলীয় প্রতীকের ইস্যুতে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে তিপ্রা'র চেয়ারম্যান বলেছেন যে এই পার্টি এখনও নিবন্ধিত না হওয়ায় তার দল টিপ্রল্যান্ড স্টেট পার্টির (টিএসপি) এর প্রতীক নিয়ে নির্বাচনে লড়াই করবে।

## রাধাচরণ

● **প্রথম পাতার পর**

উঠেছে তখন বিজেপি দল প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। ৪০০ এরও বেশি এমবিবিএস শিক্ষার্থী পাস করেছে, শত শত নার্সিং শিক্ষার্থী নিয়োগের অপেক্ষায় রয়েছে।

## চাঞ্চল্য

● **প্রথম পাতার পর**

দাস পেশায় একজন কাঠমিস্ত্রি বলে জানা যায়। মৃত্যুর সঠিক কারণ এখনো জানা যায়নি।পুলিশ আধিকারিকরা জানিয়েছেন ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পরই জানা যাবে এটি অস্বাভাবিক মৃত্যু,নাকি হত্যাকাণ্ড।

## আহত এক

● **প্রথম পাতার পর**

করে। অপর জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে আগরতলা জিবি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে। আহত যুবক আগরতলার ইন্দ্রনগর এলাকার বাসিন্দা বলে জানাযায়। আহত যুবকের নাম সুপ্রীতিম মজুমদার ( ২৫ ) পিতা সুব্রত মজুমদার। অপরদিকে দুর্ঘটনায় মৃত যুবকের পরিচয় জানাযায়নি। পুলিশ মৃত যুবকের পরিচন জানার চেষ্টা করছে।

## উজ্জয়ন্ত

● **প্রথম পাতার পর**

-উল্লাসে পিছিয়ে নেই আমাদের রাজ্যের জাতি উপজাতি হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান সহ সকল অংশের মানুষজনও।

যদিও করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত কারণে এবছর হোলি উৎসবে আনন্দ-উল্লাসের মাত্রা অন্যান্য বছরের তুলনায় খানিকটা কম। কিন্তু উৎসব প্রিয় মানুষ করোণা ভাইরাসের সংক্রমন আতঙ্ককে দু পায়ে পিছে ঠেলে আনন্দ উল্লাসে মেতেছেন। রাজধানী আগরতলা শহর সহ রাজ্যের সর্বত্রই উৎসবের আনন্দ উল্লাস পরিলক্ষিত হয়েছে। অলিগলি পাড়ায় পাড়ায় হোলির আনন্দে মাতোয়ারা আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাদের কণ্ঠে শোনা গেছে -রং দেবোনা খেলবো হোলি তাই কখনো হয়।এবছর হোলি উৎসকে কেন্দ্র করে যাতে কোনো ধরনের অঘটন না ঘটে সে জন্য প্রশাসনের তরফ থেকেও প্রয়োজনীয় সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

াঙ্গন

# ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে তৃতীয় একদিনের ম্যাচে জয় ছিনিয়ে নিল ভারত

ভারত: ৩২৯-১০ (পন্থ ৭৭, ধাওয়ান ৬৭) ইংল্যান্ড: ৩২২-৯ (কুরান ৯৫, মালান ৫০) ভারত ৭ রানে জয়ী।

স্নায়ুর চাপ সামলেই বাজিমাত। টানটান লড়াইয়ের পর ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে তৃতীয় একদিনের ম্যাচে জয় ছিনিয়ে নিল ভারত। পেশাদার দলগত পারফরম্যান্সে ভর করে ইংল্যান্ডকে ৭ রানে হারাল টিম ইন্ডিয়া। সেই সঙ্গে তিন ম্যাচের রুদ্ধশ্বাস সিরিজ ২-১ ম্যাচের ব্যবধানে জিতে নিল বিরাট ব্রিগেড। চার বছর পর প্রথমবার ইংরেজদের বিরুদ্ধে সিরিজ জয়ের হ্যাটট্রিক করল ভারতীয় দল। অধিনায়ক হিসেবে নিজের ২০০তম আন্তর্জাতিক ম্যাচ স্মরণীয় করে রাখলেন অধিনায়ক কোহলি। টস হারলেও এদিন রোহিত-ধাওয়ান জুটিতে ভর করে শুরুটা দুর্দান্ত করেছিল ভারত। এদিন আরও একবার শতরানের পার্টনারশিপ করেন তাঁরা। ধাওয়ান ৬৭ এবং রোহিত ৩৭ রানের ইনিংস খেলেন। যদিও ১০৪ রানের দুর্দান্ত এই ওপেনিং জুটির পরও টিম ইন্ডিয়া যে স্কোরে পৌঁছাতে চাইছিল, সম্ভবত সেই উচ্চতায় পৌঁছাতে পারেনি টিম। কোহলি এবং রাহুল দুজনেই এদিন ব্যর্থ হন। যদিও পন্থ এবং হার্দিক দুর্দান্ত ইনিংস খেলে তাঁদের ব্যর্থতা অনেকাংশে পূরণ করে দেন। পন্থ ৬২ বলে ৭৮ এবং হার্দিক ৪৪ বলে ৬৪ রান করেন। ক্রুণাল পাণ্ডিয়া ২৫ এবং শার্দূল ঠাকুর ৩০ রানের উপযোগী ইনিংস খেলেন। কিন্তু নিজেদের বরাদ্দ ৫০ ওভার খেলতে পারেনি ভারতীয় দল। মাত্র ৪৮.২ ওভারে ৩২৯ রানে শেষ হয় টিম ইন্ডিয়ার ইনিংস। পুণের এই পিচে ৩৩০ রানের লক্ষ্যমাত্রা যে বিরাট কিছু নয়, সেটা জানাই ছিল টিম ইন্ডিয়ার। তাই দ্বিতীয় ইনিংসের শুরুতেই আক্রমণাত্মক মেজাজে নামে বিরাট ব্রিগেড। টিম ইন্ডিয়ার শরীরী ভাষাও ছিল রীতিমতো আগ্রাসী। শুরুটাও বেশ ভালই হয়েছিল। মাত্র ২৮ রানের মাথায় দুই ইংরেজ ওপেনারই প্যাভিলিয়নে ফিরে যান। একটা সময় ৯৪ রানে চার উইকেটের পতন ঘটে বাটলার বাহিনীর। সেসময় মনে হচ্ছিল ভারতের জয় সময়ের অপেক্ষা। কিন্তু শেষবেলায় একার হাতে খেলা কার্যত ঘুরিয়ে দেন স্যাম কুরান। আট নম্বরে ব্যাট করতে নেমে মাত্র ৮৩ বলে ৯৫ রানের দুর্দান্ত ইনিংস খেলেন তিনি। শেষ পর্যন্ত অবশ্য স্নায়ুর চাপ সামলে বাজিমাত করে ভারতই। শেষ ওভারে ১৪ রান তুলতে পারেননি কুরান। নটরাজন দেন ৬ রান। ভারত জয় পায় ৭ রানে।

# ভারতীয় ফুটবলের পোস্টার বয় সুনীল ছেত্রী অবশেষে ১৮ দিনের মাথায় করোনাকে জয়

**মুম্বই:** গত ১১ মার্চ এক টুইট বার্তায় নিজের করোনা আক্রান্তের কথা জানিয়েছিলেন তিনি। আইএসএলের জৈব বলয় ছেড়ে বেরোতেই মারণ ভাইরাস গ্রাস করেছিল ভারতীয় ফুটবলের পোস্টার বয় সুনীল ছেত্রীকে। অবশেষে ১৮ দিনের মাথায় করোনাকে জয় করে তাঁর সুস্থ হয়ে ওঠার কথাও সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে জানালেন ভারত অধিনায়ক।রবিবার এক টুইটের মাধ্যমে করোনা সারিয়ে সুস্থ হয়ে ওঠার কথা অনুরাগীদের জানান ভারতীয় ফুটবলের তালিসম্যান। এদিন মাইক্রোব্লগিং সাইটে সুনীল লেখেন, ”কোভিড পরীক্ষার সাম্প্রতিক রিপোর্টে আমি সেরে উঠেছি। ফুটবল মাঠে ফিরতে পারার তুলনায় খুশি আর কিছুতে হয় না। ভীষণভাবে কয়েকটাদিন মিস করেছি। আমার সুস্থতার জন্য যারা মেসেজ করেছিলে আমি তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞ। তবে গুরুত্বপূর্ণভাবে আমি সবাইকে নিরাপদ থাকতে বলব এবং মাস্ক পরে চলতে বলব।”উল্লেখ্য, বেঙ্গালুরু এফসি”র হয়ে আইএসএল অভিযান শেষ করার পরেই করোনা আক্রান্ত হয়েছিলেন সুনীল ছেত্রী। সদ্য শেষ হওয়া মরশুমে প্রথমবারের জন্য প্লে-অফের যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে ব্লুজ”রা। তাই গ্রুপ পর্বের ম্যাচ শেষ হওয়ার পর মুম্বইয়ে ফিরতেই মারণ ভাইরাস থাবা বসিয়েছিল ভারত অধিনায়কের শরীরে। গত ১১ মার্চ টুইট বার্তায় ছেত্রী লিখেছিলেন, ””যে খবরটা দিতে চলেছি সেটা তোমাদের খুব একটা খুশি করবে না। সেটা হল আমি কোভিড ১৯-এ আক্রান্ত হয়েছি। তবে ভাল খবর এটা যে আমি সুস্থ বোধ করছি এবং ভাইরাস থেকে সেরে ওঠার লড়াই চালাচ্ছি। খুব শীঘ্রই ফুটবল মাঠে ফিরব।”একইসঙ্গে অনুরাগীদের উদ্দেশ্যে বার্তা দিয়ে আন্তর্জাতিক ফুটবলের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সক্রিয় গোলদাতা বলেন, ”এর চেয়ে উপযুক্ত সময় বোধহয় হয় না সবাইকে মনে করানোর যে সতর্কতা মেনে চলা এখনও সমানভাবে জরুরি।”আর করোনা আক্রান্ত হওয়ায় ভারতীয় ফুটবল দলের চলতি দুবাই সফরের স্কোয়াডেও সামিল হতে পারেননি ছেত্রী। স্কোয়াডে থাকলেও বাধ্য হয়েই তাঁকে ছাড়া জোড়া প্রীতি ম্যাচ খেলতে দুবাই উড়ে যায় ভারতীয় দল। উল্লেখ্য, দু”টি প্রীতি ম্যাচের মধ্যে একটি ইতিমধ্যেই খেলে ফেলেছেন ঝিঙ্গান-মনবীররা। সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর মাটিতে সোমবার সংযুক্ত আরব আমিরিশাহীরই মুখোমুখি মেন ইন ব্লু। প্রথম ম্যাচে ওমানের বিরুদ্ধে পিছিয়ে পড়েও ১-১ গোলে ড্র করেছে ভারত।

# পঞ্জাব কিংস দলের হয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে চান বলেছেন মহম্মদ শামি

অস্ট্রেলিয়া সফরে ব্যাট করতে গিয়ে চোট পেয়েছিলেন। এখন তিনি ফিট এবং আসন্ন আইপিএলে আবার পঞ্জাব কিংস দলের হয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে চান। বলেছেন মহম্মদ শামি। অ্যাডিলেডে প্রথম টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার পেসার প্যাট কামিন্সের খাটো লেংথের বলে শামির কব্জিতে চোট লেগেছিল। এর পরে জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে (এনসিএ) তাঁর রিহ্যাব চলছিল। যেখান থেকে তাঁকে আইপিএলের জন্য ২০ মার্চ ছেড়ে দেওয়া হয়। “এখন আমি পুরোপুরি ফিট এবং মাঠে নামার জন্য মুখিয়ে আছি। ব্যাটিং করতে গিয়ে চোট পাওয়াটা দুর্ভাগ্যজনক। দীর্ঘ দিন ফিটনেস নিয়ে কোনও সমস্যা ছিল না আমার। কিন্তু এই ব্যাপারে আমার কিছু করার ছিল না। এটা খেলারই অঙ্গ,” সংবাদ সংস্থা পিটিআই-কে বলেন শামি। তিনি আরও যোগ করেছেন, “আমি সব সময় ইতিবাচক দিকটা দেখি। গত মরসুমটা আমার জন্য ভাল গিয়েছে, আশা করি সেই ছন্দটা এ বারও থাকবে। এই চোট পাওয়ায় আইপিএলের মতো বড় প্রতিযোগিতার জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার আরও সময় পেয়েছি।” শামি আরও বলেছেন, “এনসিএ-তেই বেশির ভাগ সময়টা ছিলাম। কোভিড পরিস্থিতির জন্যবাড়ি যেতে পারিনি।”গত আইপিএলে ওভার প্রতি ৮.৫৭ রান দিয়ে ২০টি উইকেট তুলে নিয়েছিলেন শামি। কিন্তু দলের অন্য পেসারদের থেকে সে রকম সমর্থন মাঠে পাননি। যাঁরা ডেথ ওভারে রান আটকাতে পারেননি। ফলে প্লে-অফেও জায়গা করতে পারেনি তাঁর দল। এ মরসুমে পঞ্জাব কিংস ঝাই রিচার্ডসন, রাইলি মেরেডিথ এবং মোজেস এনরিকেকে সই করিয়েছে। শামি বলেছেন, “গত মরসুমে আমি সেরাটা দেওয়ার পাশাপাশি সতীর্থ পেসারদের যতটা সম্ভব সাহায্য করার চেষ্টা করেছি। এ বার আমাদের দলে ভাল বিদেশি ক্রিকেটারেরা রয়েছে। আমাদের দল এখন আরও শক্তিশালী। এ বার আমাদের আরও ভাল খেলা উচিত।” শামি আরও বলেছেন, “ছোট ফর্ম্যাটের ক্রিকেটে মাথা একদম পরিষ্কার থাকা উচিত। দল হিসেবে আমরা ভাল খেললেও কয়েকটা হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের ম্যাচে হেরেছি। যেগুলো জেতা উচিত ছিল। আমাদের ডেথ বোলিং গত বারের তুলনায় এ বার এগিয়ে। তাই ভাল খেলার ব্যাপারে আশাবাদী।

## বিশ্বকাপ কোয়ালিফায়ারে বুলগেরিয়ার বিরুদ্ধে জয় ইতালির

রোম, ২৯ মার্চ (হি.স) : দুরন্ত ছন্দে চারবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ইতালি। ২০২২ কাতার বিশ্বকাপ কোয়ালিফায়ারে বুলগেরিয়াকে ২-০ হারিয়েছে রবের্তো মানচিনির দল। রবিবার ‘সি’ গ্রুপের ম্যাচে অ্যাওয়ে ম্যাচে সহজ জয় পায় চারবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। আন্দ্রেয়া বেলোত্তির গোলে এগিয়ে যাওয়ার পর ব্যবধান বাড়ান মানুয়েল লোকাতেল্লি। নিজেদের মাঠে প্রথম ম্যাচে গত বৃহস্পতিবার নর্দান আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষেও একই ব্যবধানে জিতেছিল ইতালি। এই নিয়ে টানা ২৪ ম্যাচে অপরাজিত মানচিনির দল। যার মধ্যে ১৯টি জয় ও ৫টি ড্র করেছ। ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরের পর কোনও ম্যাচ হারেনি ইতালি। ম্যাচের শুরু থেকে বল দখলে আধিপত্য রাখলেও প্রতিপক্ষ গোলরক্ষককে কঠিন পরীক্ষায় ফেলতে পারেননি ইতালি ফুটবলাররা। ম্যাচে নবম মিনিটে সহজ সুযোগ নষ্ট করেন উড়িয়ে বেলোত্তি। ১৬ মিনিটে বল বাইরে মারেন চিয়েসা। তবে বিরতির আগে স্পট-কিক থেকে ইংল্যান্ড এগিয়ে নেন বেলোত্তি। ৮২ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন বদলি নামা লোকাতেল্লি। বুধবার লিথুয়ানিয়ার বিরুদ্ধে খেলবে ইতালি।

## আলবেনিয়াকে হারিয়ে বিশ্বকাপ কোয়ালিফায়ারে গ্রুপ শীর্ষে ইংল্যান্ড

লন্ডন, ২৯ মার্চ (হি.স) : কাতার বিশ্বকাপ কোয়ালিফায়ারের অন্য ম্যাচে আলবেনিয়াকে ২-০ হারিয়ে ছ’ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ শীর্ষে রয়েছে ইংল্যান্ড। বিশ্বকাপ কোয়ালিফায়ারে জয়ের ধারাবাহিকতা ধরে রেখেছে ইংল্যান্ডও। নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে আলবেনিয়াকে সহজেই হারায় প্রাক্তন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। ২০২২ বিশ্বকাপের কোয়ালিফায়ারে ‘আই’ গ্রুপের ম্যাচে আলবেনিয়ার বিরুদ্ধে সহজ জয় পেয়েছে গ্যারেথ সাউথগেটের দল। ফিফা র‍্যাংকিংয়ের চতুর্থ স্থানে থাকা ইংল্যান্ড গত বৃহস্পতিবার স্যান ম্যারিনোকে উড়িয়ে দিয়েছিল ৫-০ গোলে।

বল দখলে ইংল্যান্ডে আধিপত্য ধরে রাখলে প্রথম ভালো সুযোগ পেয়েছিল আলবেনিয়া। তবে ৩৮ মিনিটে এগিয়ে যায় ইংরেজরা। শয়ের ক্রসে গায়ের সঙ্গে সেঁটে থাকা ডিফেন্ডারকে এড়িয়ে হেডে গোল করেন ক্যাপ্টেন হ্যারি কেন। তবে বিরতির আগেই ব্যবধান দ্বিগুণ করার দারুণ সুযোগ নষ্ট করেন টটেনহ্যাম হটস্পারের এই ফরোয়ার্ড। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে ফিল ফোডেনের বাঁ-পায়ের শট আটকে দেন আলবেনিয়ান গোলরক্ষক। তবে ৬৩ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করে ইংল্যান্ড।

# আইপিএল দল মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে যোগ দিলেন রোহিত শর্মা

মুম্বই, ২৯ মার্চ (হি.স) : ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজ শেষ করেই আইপিএল দল মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে যোগ দিলেন রোহিত শর্মা। রবিবার রাতেই শেষ হয়েছে ভারত-ইংল্যান্ড ওয়ান ডে সিরিজ। সোমবারই মুম্বইয়ে দলের সঙ্গে যোগ দেন পাঁচবারের ট্রফিজয়ী ক্যাপ্টেন রোহিত। ভারতীয় দলে খেলার এই ক্রিকেটারদের দলের সঙ্গে প্র্যাকটিসের আগে সাতদিনের বাধ্যতামূলক কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হবে।

ক্যাপ্টেনের আগে এদিন দলের সঙ্গে যোগ দেন ভারত-ইংল্যান্ড একদিনের সিরিজ খেলে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের আরও চার ক্রিকেটার। এঁরা হলেন হার্দিক ও ক্রুনাল পান্ডিয়া, সূর্যকুমার যাদব এবং ইশান কিষান। মুম্বই ইন্ডিয়ান্স টানা দু’বার ট্রফি জিতে এবার হ্যাটট্রিকের সামনে। শুধু তাই নয়, মুম্বই ইন্ডিয়ান্স হল আইপিএলের ইতিহাসে সফলতম দল। রোহিতের নেতৃত্বে পাঁচবাট ট্রফি জিতেছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স।

করোনা আবহে এবার কোনও দলই তাদের হোম ম্যাচ খেলতে পারবে না। দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামে ২০২১ আইপিএল শুরু হচ্ছে চিপকে ৯ এপ্রিল। প্রথম ম্যাচে গতবারের চ্যাম্পিয়ন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের সামনে বিরাট কোহলির রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর। রোহিতের নেতৃত্বাধীন মুম্বই ইন্ডিয়ান্স তাদের প্রথম পাঁচটি ম্যাচ খেলবে চিপকে। পরের চারটি ম্যাচ খেলবে যথাক্রমে বেঙ্গালুরু ও কলকাতায়। চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে তিনটি এবং ইডেন গার্ডেন্সে ২টি ম্যাচ খেলবেন রোহিতরা। এদিন মুম্বইয়ে টিম হোটেলে ক্যাপ্টেন রোহিতকে ওয়েলকাম করা হয়।

## ‘রোনালদোর আচরণ অগ্রহণযোগ্য’

সার্বিয়ার বিপক্ষে রেফারি ‘গোল না দেওয়ায়’ ক্রিস্তিয়ানো রোনালদোর মনের অবস্থা কেমন ছিল, তা বুঝতে পারছেন পর্তুগালের সাবেক ফুটবলার ফের্নান্দো মেইরা। কিন্তু ম্যাচ শেষ হওয়ার আগেই অধিনায়কের আর্ম ব্যান্ড ছুড়ে ফেলে রোনালদোর মাঠ ছাড়ার বিষয়টি মানতে পারছেন না তিনি। তার দৃষ্টিতে, এই ধরণের আচরণ ‘অগ্রহণযোগ্য’। ইউরোপিয়ান অঞ্চলের ২০২২ বিশ্বকাপ বাছাইয়ে গত শনিবার ‘এ’ গ্রুপের ম্যাচটিতে দিয়োগো জোতার দুই গোলে এগিয়ে যাওয়ার পরও জিততে পারেনি পর্তুগাল। আলেকসান্দার মিত্রোভিচ ও ফিলিপ কসতিচ গোলে ২-২ ড্র করে সার্বিয়া। বিতর্কিত ঘটনাটি ম্যাচের যোগ করা সময়ের। ইউভেন্তুস ফরোয়ার্ডের শট গোলরক্ষকের গায়ে লেগে যাচ্ছিল গোললাইন পেরিয়ে। শেষ সময়ে গিয়ে ঠেকান সার্বিয়ার এক খেলোয়াড়। টিভি রিপ্লেতে মনে হয়েছে এটি গোল ছিল, তবে তা শতভাগ নিশ্চিত নয়। গোললাইন প্রযুক্তি বা ভিএআরের সুবিধা না থাকাতেই মূলত এই সমস্যা। গোল না পেয়ে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া দেখানোয় হলুদ কার্ড দেখেন রোনালদো। থেমে থাকেননি সেখানেই। শেষ বাঁশি বাজার কয়েক সেকেন্ড আগে আর্ম ব্যান্ড ছুড়ে মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে যান তিনি। যে আচরণ মোটেও ভালো লাগেনি পর্তুগালের হয়ে ৫৪ ম্যাচ খেলা মেইরার। “এটা পরিষ্কার গোল ছিল, কিন্তু রোনালদো পর্তুগালের অধিনায়কের আর্ম ব্যান্ড ছুড়ে ফেলতে পারে নারোনালদোর প্রতিক্রিয়া দেখানোটা স্বাভাবিক, কিন্তু জাতীয় দলের অধিনায়কের কাছ থেকে এটা অগ্রণযোগ্য। ম্যাচ চলা অবস্থায় অধিনায়কের আর্ম ব্যান্ড ছুড়ে সে ড্রেসিংরুমের দিকে যেতে পারে না।” “তার মতো একজন খেলোয়াড়ের ক্ষেত্রে তো এটা মানাই যায় না। আমি তার হতাশার ব্যাপারটা বুঝি এবং আমি তার সঙ্গে একমত কারণ ওটা গোল ছিল। কিন্তু সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার রেফারির আর ভিএআর ছাড়াই তাকে সঠিক একটা সিদ্ধান্ত নিতে হতো। গতকালের (শনিবারের) সিদ্ধান্তটি অবশ্য অনুসরণীয় নয়।” রোনালদোর হতাশা প্রকাশের ধরনে অবশ্য খুব একটা

বিচলিত নন কোচ ফের্নান্দো সান্তোস। “আমি জানি না কী ঘটেছিল। আমাকে বলা হয়েছে যে সে বাজে আচরণ করেছে। পর্তুগালের হয়ে জয়সূচক গোল করার পর তা বাতিল হলে ওই খেলোয়াড়ের হতাশ হওয়াটাই স্বাভাবিক। এ নিয়ে আমি আর কথা বাড়াব না।” খেলা শেষ হওয়ার পরপরই সিদ্ধান্ত ভুল ছিল স্বীকার করে রেফারি ক্ষমা চেয়ে নেন বলে সংবাদ সম্মেলনে জানিয়েছিলেন কোচ হিসেবে এই ম্যাচ দিয়েই হাজার ম্যাচের মাইলফলক স্পর্শ করা সান্তোস।

## বিশ্বকাপের বাছাই পর্বে অ্যাওয়ে ম্যাচে রোমানিয়ার বিরুদ্ধে জয় জার্মানির

বুদাপেস্ট, ২৯ মার্চ (হি.স) : ২০২২ ফুটবল বিশ্বকাপ কোয়ালিফায়ারে শুরুটা মন্দ হল না জার্মানির। কাতার বিশ্বকাপের বাছাই পর্বে অ্যাওয়ে ম্যাচে রোমানিয়ার বিরুদ্ধে কষ্ঠার্জিত জয় পেল প্রাক্তন বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। রোমানিয়ার বিরুদ্ধে অনেক সুযোগ নষ্ট করার পরও শেষ পর্যন্ত ১-০ জয় তুলে নেয় প্রাক্তন বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। বুখারেস্টে ‘জে’ গ্রুপের ম্যাচে সের্গে জিনাব্রির একমাত্র গোলে জেতে ইওয়াখিম লুভের দল। প্রথম ম্যাচে গত বৃহস্পতিবার আইসল্যান্ডকে ৩-০ গোলে হারিয়ে কোয়ালিফায়ারে যাত্রা শুরু করে চারবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। সুতরাং এই জয়ের পর প্রথম দু’টি ম্যাচ জিতে ছ’ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপে শীর্ষে জোয়াকিম লো-র দল।

বল দখলের পাশাপাশি আক্রমণেও চাপ ধরে রেখে ম্যাচের ১৭ মিনিটে এগিয়ে যায় জার্মানি। তবে দ্বিতীয়ার্ধে প্রচুর সুযোগ নষ্ট করে জার্মানি। ৫৭ মিনিটে প্রতিপক্ষের সীমানায় ভীতি ছড়িয়েও কাজের কাজ করতে পারেননি জিনাব্রি। বল পায়ে দ্রুত এগিয়ে ডিফেন্ডারকে পেছনে ফেলে ডি-বক্সে ঢুকে শট নেন তিনি। কিন্তু তা বাঁ-দিকে ঝাঁপিয়ে কর্নারের বিনিময়ে রক্ষা করেন গোলরক্ষক ফ্লোরিন নিতা। এর মিনিট পাঁচেক পর জিনাব্রির বাড়ানো বল আয়ত্তে পেয়েও তা পায়ে লাগাতে ব্যর্থ হন লেরয় সানে।

## ইংল্যান্ডের বিপক্ষে নেই লেভানদোভস্কি

বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগে বড় ধাক্কা খেল পোল্যান্ড। হাঁটুর চোটে দলের সেরা তারকা রবের্ত লেভানদোভস্কিকে পাচ্ছে না দলটি। বাছাইয়ে রোববার অ্যান্ডোরার বিপক্ষে ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধে খুঁড়িয়ে মাঠ ছাড়েন লেভানদোভস্কি। এর আগেই অবশ্য ব্যবধান গড়ে দেন তিনি। তার জোড়া গোলে ম্যাচটি ৩-০ ব্যবধানে জেতে পোল্যান্ড। পরদিন এক বিবৃতিতে তার ডান হাঁটুতে চোটের কথা জানায় দেশটির ফুটবল ফেডারেশন। বায়ার্ন মিউনিখের এই ফুটবলারকে ১০ দিন মাঠের বাইরে থাকতে হতে পারে। বিশ্বকাপ বাছাইয়ে আগামী বুধবার বাংলাদেশ সময় রাত পৌনে একটায় লন্ডনের ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে খেলবে পোল্যান্ড। প্রথম দুই ম্যাচে একটি করে জয় ও ড্রয়ে ৪ পয়েন্ট নিয়ে ‘আই’ গ্রুপের দ্বিতীয় স্থানে আছে তারা। দুই জয়ে ৬ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে ইংল্যান্ড।লেভানদোভস্কির চোট তার ক্লাব বায়ার্নের জন্যও বড় দুর্ভাবনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আগামী ৮ এপ্রিল চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার-ফাইনালের প্রথম লেগে পিএসজির মুখোমুখি হবে শিরোপাধারী বায়ার্ন। এর আগে ফিট হয়ে ওঠার চ্যালেঞ্জ মৌসুমে এখন পর্যন্ত দলটির সর্বোচ্চ গোলদাতার সামনে। সুস্থ হয়ে ওঠার প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে জার্মানি ফিরে গেছেন তিনি।

# সন্দেশকে বিশ্রাম দিতে চান ইগর

সংযুক্ত আরব আমিরশাহি শক্তির বিচারে ওমানের চেয়ে অনেক এগিয়ে। কিন্তু ভারতীয় দলের কোচ ইগর স্তিমাচের দর্শন তাতে বদলাচ্ছে না। আজ, সোমবার ফিফা র্যাঙ্কিংয়ে ভারতের (১০৪) চেয়ে ৩০ ধাপ এগিয়ে থাকা আমিরশাহির (৭৪) বিরুদ্ধে দ্বিতীয় আন্তজার্তিক ফিফা ফ্রেন্ডলিতেও পরীক্ষা-নিরীক্ষা অব্যাহত রাখতে চান তিনি। এই কারণেই রক্ষণের প্রধান ভরসা সন্দেশ জিঙ্ঘানকে বিশ্রাম দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে ইগরের। আগের ম্যাচে ওমানের বিরুদ্ধে পিছিয়ে পড়েও মনবীর সিংহের দুরন্ত গোলে প্রত্যাবর্তন ঘটিয়েছিল ভারত। এ বারের লড়াই যে আরও কঠিন তা মানছে জাতীয় কোচ। আমিরশাহির দায়িত্বে এখন ফান মারউইক। ২০১০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা বিশ্বকাপে তাঁর কোচিংয়েই রানার্স হয়েছিল নেদারল্যান্ডস। রবিবার দুপুরে দুবাই থেকে ভার্চুয়াল সাংবাদিক বৈঠকে ইগর বললেন, “আমিরশাহি গুণগত মানে ওমানের চেয়ে অনেক এগিয়ে। প্রচণ্ড গতিতে খেলে বিপক্ষের উপরে চাপ তৈরি করাই ওদের রণকৌশল। কিন্তু আমাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা বন্ধ হবে না। কারণ, শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে খেলে অভিজ্ঞতা অর্জন করাই তো মূল লক্ষ্য।” ওমানের বিরুদ্ধে ড্র করলেও মাঝমাঠে যে অনেক ভুল করেছিলেন ভারতের ফুটবলারেরা, মেনে নিয়েছেন কোচ। আমিরশাহির বিরুদ্ধে আর তার পুনরাবৃত্তি চান না তিনি। ইগরের কথায়, “আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিপক্ষের ফুটবলারদের খেলার সুযোগ দিলে ভুগতে হবে। মাঝমাঠে বল নিজেদের দখলে রাখাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।” তিনি যোগ করেন, “ফুটবলারদের বুঝতে হবে, এটা আইএসএল নয়। মাঝমাঠে বেশিক্ষণ পায়ে বল রাখার চেষ্টা করলেই চোট পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। আন্তর্জাতিক ফুটবলে গতি এবং তীক্ষ্নতা থাকা অত্যন্ত জরুরি। তরুণ ফুটবলারদের দ্রুত এই বিষয়গুলি শিখতে হবে।” আমিরশাহির বিরুদ্ধে শুধু সন্দেশ নয়, একাধিক ফুটবলার পরিবর্তন হতে পারে। দলে ফিরতে পারেন গুরপ্রীত সিংহ সাঁধু। ভারতীয় দলের গোলরক্ষকই সম্ভবত অধিনায়কত্ব করবেন সোমবারের ম্যাচে। রক্ষণে প্রীতম কোটালের সঙ্গে খেলতে পারেন আদিল খান। এ ছাড়াও শুরু থেকে লিস্টন কোলাসোর খেলার সম্ভাবনা উজ্জ্বল।

কৃষি বিলের প্রতিবাদে সোমবার আগরতলায় বিক্ষোভ। ছবি নিজস্ব।

# উত্তর কাশ্মীরে সাফল্য সেনা ও পুলিশের, প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার

**শ্রীনগর, ২৯ মার্চ (হি.স.):** জম্মু ও কাশ্মীরের কুপওয়ারা জেলার কারনাহের ধানি এলাকায় প্রচুর পরিমানে আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করল সেনাবাহিনী এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ। উদ্ধার হয়েছে ৫টি একে রাইফেল, ৬টি একে ম্যাগাজিন, সাতটি পিস্তল এবং ৯টি পিস্তলের ম্যাগাজিন। আগ্নেয়াস্ত্র-গোলাবারুদ উদ্ধারের ঘটনায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। সেনাবাহিনী এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ সোমবার জানিয়েছে, রবিবার নিয়ন্ত্রণরেখার বরাবর কুপওয়ারা জেলার কারনাহের ধানি এলাকায় সেনাবাহিনী ও জম্মু-কাশ্মীর পুলিশের যৌথ অভিযানে প্রচুর পরিমানে আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধার হয়েছে ৫টি একে রাইফেল, ৬টি একে ম্যাগাজিন, সাতটি পিস্তল এবং ৯টি পিস্তলের ম্যাগাজিন।

# শোভারানির মৃত্যুতে প্রতিক্রিয়া অমিত শাহ, জেপি নাড্ডার

**নয়াদিল্লি, ২৯ মার্চ (হি.স.):** শোভারানি মজুমদারের মৃত্যুতে প্রতিক্রিয়া জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং বিজেপি-র সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা। অমিতবাবু টুইটে লিখেছেন, "টিএমসির গুন্ডাদের নির্মম অত্যাচারে আজ বাংলার কন্যা শোভা মজুমদার মহাশয়ার মৃত্যুতে আমি গভীরভাবে শোকাহত। এই পরিবারের গভীর ক্ষত আর ব্যথা দীর্ঘদিন মমতা দিদিকে বিদ্ধ করবে। হিংসামুক্ত ভবিষ্যত গড়তে, বাংলার মা-বোনেদের জন্য সুরক্ষিত রাজ্য গড়তে বাংলা লড়াই করবে।"

বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা টুইটে লিখেছেন, "নিমতার বৃদ্ধা "মা" শোভা মজুমদারের আত্মার শান্তি কামনা করি। ছেলে গোপাল মজুমদার বিজেপি করার জন্য আজ তাঁকে প্রাণ দিতে হল। বিজেপি এই বলিদানকে সর্বদা মনে রাখবে। ইনি ও বাংলার "মা" ছিলেন ইনি ও বাংলার "মেয়ে" ছিলেন। বিজেপি সবসময় বাংলার মা ও মেয়েদের সুরক্ষার জন্য লড়াই করবে।'

# বৃষ্টিতে ভিজল কাশ্মীর উপত্যক মনোরম পরিবেশ

**শ্রীনগর, ২৯ মার্চ (হি.স.):** মনোরম পরিবেশ ফিরে এল শ্রীনগরে। সৌজন্যে বৃষ্টি। সোমবার বৃষ্টিতে ভিজেছে কাশ্মীর উপত্যকা। ফলে সোমবার সন্ধ্যা থেকেই আবহাওয়ায় পরিবর্তন হতে পারে কাশ্মীরে। কাশ্মীরে এদিন সামান্য হলেও তুষারপাতও হয়েছে। সোমবার মুষলধারে বৃষ্টিপাত হয়েছে কাশ্মীর উপত্যকার বিভিন্ন জেলায়। ফলে মনরোম পরিবেশ ফিরেছে ভূস্বর্গে। এদিন শ্রীনগরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১১.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, পহেলগামে ৭.০ ডিগ্রি, গুলমার্গে ১.৫ ডিগ্রি।

# মমতার মন্তব্যের পর নন্দীগ্রাম নিয়ে মন্তব্য বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যর

**কলকাতা, ২৯ মার্চ (হি স)।।** নন্দীগ্রাম নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রবিবারের মন্তব্যের পর সোমবার দিনভর সামাজিক মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। সন্ধ্যায় নীরবতা ভাঙলেন রাজ্যের প্রাক্তন তথা তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। আর নীরবতা ভেঙেই যেমন নন্দীগ্রাম আন্দোলনের পিছনে যে কুটিল চিত্রনাট্য ও চক্রান্ত ছিল, সরাসরি সেই অভিযোগ তুলেছেন।

তৃণমূল সুপ্রিমো তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যে কলঙ্কমুক্তি ঘটার দিনেই পাশাপাশি আসন্ন বিধানসভা ভোটে সংযুক্ত মোর্চার প্রার্থীদের ভোট দেওয়ার জন্য রাজ্যবাসীর কাছে আর্জি জানিয়েছেন বুদ্ধবাবু। রাজ্যবাসীর উদ্দেশে লিখিত বিবৃতিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যের উল্লেখ না করে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, "আমরা বরাবর বলার চেষ্টা করেছি, কৃষি আমাদের ভিত্তি আর শিল্প আমাদের ভবিষ্যত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত গত দশ বছর বর্তমান সরকারের হাতে পরে আমরা কৃষিতে পিছিয়ে পড়েছি। উল্লেখযোগ্য কোনও শিল্প আসেনি গত এক দশকে। নন্দীগ্রাম ও সিঙ্গুরে এখন শ্মশানের নীরবতা।"

বুদ্ধবাবু লিখেছেন, " সে সময়ের কুটিল চিত্রনাট্যের চক্রান্তকারীরা আজ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পরস্পরের দিকে কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি করছে। কর্মসংস্থানের সুযোগ হারিয়েছে বাংলার যুব সমাজ। সরকারি ক্ষেত্রে কোনও নিয়োগ নেই। বাংলার মেধা ও কর্মদক্ষতা-যা আমাদের সম্পদ তা আমাদের রাজ্য ছেড়ে ভিন রাজ্যে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে।"

এদিনের বিবৃতিতে কার্যত তৃণমূলের বিরুদ্ধে বেশি সরব হয়েছেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। অনেক বেশি নমনীয় বিজেপি সম্পর্কে। আর তাতেই ফের একবার 'রাম-বামের' গোপন সন্ধির সম্ভাবনা দেখছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা।

আসন্ন বিধানসভা ভোটে বাম-কংগ্রেস-আইএসএফ জোটের প্রার্থীদের ভোট দেওয়ার জন্যও রাজ্যবাসীর কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, 'এই নির্বাচন পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির এক সন্ধিক্ষণ। বাংলার মানুষের ঘুরে দাঁরানোর সময় এসেছে। পশ্চিমবঙ্গে বাম- কংগ্রেস- আইএসএফকে নিয়ে গঠিত সংযুক্ত মোর্চাই পারবে রাজ্যকে অন্ধকার থেকে বের করে আনতে। ফলে বেকার, শ্রমিক ও খেটে খাওয়া মানুষের স্বার্থে সংযুক্ত মোর্চার প্রার্থীদের ভোট দেওয়া প্রয়োজন।'

# আক্রমণ করলেই দ্বিতীয় দফার ভোটে বাহিনীকে গুলি চালানোর নির্দেশ

**কলকাতা, ২৯ মার্চ (হি স)।** আক্রমণ করলেই দ্বিতীয় দফার ভোটে বাহিনীকে গুলি চালানোর নজিরবিহীন নির্দেশ দিল নির্বাচন কমিশন।

প্রসঙ্গত, ১ এপ্রিল বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় দফার ভোটে চার জেলার ৩০টি আসনে ভোট। আসনগুলি হল গোসাবা, পাথরপ্রতিমা, কাকদ্বীপ, সাগর, তমলুক, পাঁশকুড়া পূর্ব, পাঁশকুড়া পশ্চিম, ময়না, নন্দকুমার, মহিষাদল, হলদিয়া, নন্দীগ্রাম, চণ্ডীপুর, খড়্গাপুর সদর, নারায়ণগড়, সবং, পিংলা, ডেবরা, দাসপুর, ঘাটাল, চন্দ্রকোনা, কেশপুর, তালডাংরা, বাঁকুড়া, বড়জোড়া, ওন্দা, বিষ্ণুপুর, কোতলপুর, ইন্দাস, সোনামুখীতে ভোট রয়েছে।

উল্লেখ্য, পটাশপুরে কেন্দ্রীয় বাহিনীর আহত হওয়ার ঘটনায় ক্ষুব্ধ কমিশন। আর তাই দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে কড়া বার্তা দিল কমিশন। কোনও সমস্যা হলেই আত্মরক্ষার জন্য গুলি চালাতে পারে কেন্দ্রীয় বাহিনী। সোমবার বাহিনীকে এমনই অনুমতি দিল নির্বাচন কমিশন। সাধারণত নিয়ম অনুসারে বাহিনী গুলি চালাতে পারে। তবে যার নজির প্রায় নেই বললেই চলে। কমিশনের এই নজিরবিহীন নির্দেশে দ্বিতীর দফার ভোটের আগে একটা প্রশ্ন উঠছেই। এরফলে সাধারণ ভোটাররা আরও আতঙ্কিত বোধ করবেন না তো? রাজনৈতিক দলগুলিও বিরোধিতায় সরব হবে। উঠছে সেই প্রশ্নও।

# হাফলং-শিলচর পাহাড়ি সড়কের গভীর খাদে নিরাপত্তা বাহিনী পরিবাহী বাস, হত চালক, আহত ৩২ জওয়ান

**হারাঙ্গাজাও, ২৯ মার্চ (হি.স.) :** হাফলং-শিলচর ৫৪ নম্বর জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন এক ব্যক্তি। দ্বিতীয় দফার নির্বাচনের জন্য নিরাপত্তার দায়িত্বপ্রাপ্ত গৃহরক্ষী বাহিনীর জওয়ানদের নিয়ে লখিমপুর থেকে হাইলাকান্দি যাচ্ছিল একটি বাস। কিন্তু মাঝপথে হাফলং-শিলচর ৫৪ নম্বর জাতীয় সড়কের ডিমা হাসাও এবং কাছাড় জেলা সীমান্ত এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসটি পাহাড়ের নীচে গভীর খাদে গড়ে পড়ে। এতে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান বাসের চালক।

জানা গেছে, সোমবার বেলা প্রায় ১.০০টা নাগাদ গৃহরক্ষী বাহিনীর জওয়ানদের নিয়ে যে বাসটি হাইলাকান্দির উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল, সেই বাসটি পাহাড়ি রাস্তায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই মৃত্যুবরণ করেন বাসের চালক। এছাড়া দুর্ঘটনার ফলে বাসের ৩২ জন গৃহরক্ষী জওয়ান আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ১৫ জনের আঘাত গুরুতর বলে জানা গেছে।

এদিকে দুর্ঘটনার খবর পেয়ে হারাঙ্গাজাও থানার পুলিশ অকুস্থলে উপস্থিত হয়ে আহত গৃহরক্ষী বাহিনীর জওয়ানদের উদ্ধার করে হারাঙ্গাজাও প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে আসে। তবে ১৫ জন জওয়ানের শারীরিক অবস্থা গুরুতর বলে তাঁদের হাফলং সরকারি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এই খবর লেখা পর্যন্ত নিহত বাসচালক ও আহত গৃহরক্ষী বাহিনীর জওয়ানদের নাম জানাতে পারেনি পুলিশ।

# মায়ানমার সেনার নিন্দায় সরব মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন

**মায়ানমার, ২৯ মার্চ (হি.স) :** রক্তে ভাসছে মায়ানমার। রাস্তায় হত্যালীলা চালাচ্ছে সে দেশের সেনা। এবার সরাসরি মায়ানমার সেনার নিন্দা করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। তিনি বলেন, ভয়ানক ঘটনা। অত্যন্ত আপত্তিজনক। বিনা কারণে এত মানুষের প্রাণ যাচ্ছে। ইতিপূর্বে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন-সহ ১২টি দেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রী এই ঘটনার নিন্দা করেছিলেন। এবার সেই তালিকায় যোগ হল আমেরিকার রাষ্ট্রপতির নাম। গোটা বিশ্ব গর্জে উঠেছে এই নারকীয় আচরণের বিরুদ্ধে। আর গণতন্ত্রের দাবিতে রাস্তায় নামলেই সরাসরি মাথায় গুলির হুঁশিয়ারি দিয়েছে জুন্টা।

উল্লেখ্য, ১ ফেব্রুয়ারি আচমকাই দেশের শাসনক্ষমতা নিজেদের হাতে তুলে নেয় মায়ানমার সেনা। পালটা ক্যু বা সেনা অভ্যুত্থানের প্রতিবাদে পথে নামে দেশের আমজনতা। কোথাও তারা বিক্ষোভ দেখাচ্ছে, তো কোথাও আবার শান্তিপূর্ণ অবস্থান করছে। রাজধানী নাইপিদাও থেকে শুরু করে ইয়াঙ্গন পর্যন্ত প্রায় সমস্ত বড় শহরে রাস্তায় সেনা অভ্যুত্থানের প্রতিবাদে সরব হয়েছে হাজার হাজার মানুষ। আর সেই সমস্ত গণতন্ত্রকামী মানুষজনকেই টার্গেট করছে জুন্টা। এলোপাথাড়ি গুলিতে হত্যা করা হচ্ছে তাঁদের।

এরআগে আমেরিকা, জাপান, ব্রিটেন ও অস্ট্রেলিয়া-সহ বারোটি দেশের তরফে পেশ করা বিবৃতিতে জুন্টার এহেন আচরণের তীব্র নিন্দা করে বলা হয়েছে, "যে কোনও পেশাদার সেনাবাহিনী সব সময় আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখে কাজ করে। মানুষকে রক্ষা করাই তাদের কাজ। ক্ষতি করা নয়। আমরা মায়ানমারের সেনার কাছে আরজি জানাচ্ছি হিংসা থেকে বিরত হয়ে দেশের মানুষদের সঙ্গে সম্পর্ক পুনরুদ্ধার করার।"

# ভয়ঙ্কর খেলা হচ্ছে! টুইটে সরব তথাগত রায়

**কলকাতা, ২৯ মার্চ (হি.স.):** পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন নিয়ে আশঙ্কার কথা জানালেন ত্রিপুরা ও মেঘালয়ের প্রাক্তন রাজ্যপাল তথা এ রাজ্যের প্রাক্তন বিজেপি সভাপতি তথাগত রায়। সোমবার তিনি টুইটে লেখেন, "একটা সময় ছিল যখন কমরেডরা জাঁক করে বলত, আমরা পশ্চিমবাংলার যতই বারোটা বাজিয়ে থাকি, এখনো আমরা বিহারের উপরে আছি। হায়, সিপিএমের মেধাবী ছাত্রীর দশ বছরের শাসনের পরে আমাদের আর সেকথা বলবার সুযোগ নেই ! বিহারের নির্বাচন বিনা রক্তপাতে হয়ে গেল। আর আমাদের ! ভয়ঙ্কর খেলা হচ্ছে !' উল্লেখ করা যেতে পারে, শনিবার এ রাজ্যের প্রথম পর্যায়ের ভোটে বিভিন্ন জায়গা থেকে বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষের খবর পাওয়া যায়।

অপর একটি টুইটে তথাগতবাবু লিখেছেন, "মাননীয়ার কথাবার্তা অঙ্গভঙ্গী বডি ল্যাংগুয়েজ কোনোটাই প্রকৃতিস্থ মানুষের মত নয়। পশ্চিমবঙ্গ নিজের মেয়েকে বা ছেলেকে চাইতেই পারে, কিন্তু অপ্রকৃতিস্থ মানুষকে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে নিশ্চয়ই চায় না !' টুইটে জনৈক সৌম্যজিৎ বিশ্বাস মন্তব্য করেছেন, "মাথায় গুলি খাওয়ার পর থেকেই পাগলাটে হয়ে গেছে পিসি।" তার প্রতিক্রিয়ায় এ কথা লিখেছেন তথাগতবাবু। এর প্রতিক্রিয়ায় সর্বদমন রায় লিখেছেন, "একদম সত্য কথা। আমি খালি অবাক হয়ে যাই যে বাংলার বিদ্বজন রা এই অপ্রকৃতিস্থ মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে গত প্রায় ১০ বছর ধরে মাথায় করে নাচানাচি করছে কি করে?" সুভাষ চন্দ্র লিখেছেন, "ঠাট বাট ও পেটের দায় বড় বালাই। মমতার দৌলতে আমাদের ট্যাক্সের পয়সায় ওসব চালিয়ে যাচ্ছে কিনা!'

# সাজ্জাদের দলে এলেন প্রাক্তন দুই পিডিপি নেতা, যোগ দিলেন বুখারীও

শ্রীনগর, ২৯ মার্চ (হি.স.): পিপলস কনফারেন্স দলে যোগ দিলেন পিডিপি (পিপলস ডেমোক্রেটিক পার্টি)-র দু"জন প্রাক্তন নেতা খুরশিদ আলম ও পীর মনসুর। এছাড়াও পিপলস কনফারেন্সে যোগ দিয়েছেন ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা সৈয়দ বাশারাত আহমেদ বুখারী। সোমবার পিপলস কনফারেন্স প্রধান সাজ্জাদ লোনের উপস্থিতিতে এই ৩ জন নেতা পিপলস কনফারেন্সে যোগ দিয়েছেন।

কিছু দিন আগেই ন্যাশনাল কনফারেন্স ছেড়েছিলেন বাশারাত আহমেদ বুখারী, খুরশিদ আলম ও পীর মনসুর পিপলস ডেমোক্রেটিক পার্টি-র সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন আরও আগে। সোমবার শ্রীনগরে সাজ্জাদ লোনের সরকারি বাসভবনে এই ৩ জন পিপলস কনফারেন্সে যোগ দিয়েছেন। যোগদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পিপলস কনফারেন্সের রাজা আনসারী এবং আব্দুল গণি ওয়াকিল।

# আজ ফের বাংলায় আসছেন অমিত শাহ

**কলকাতা, ২৯ মার্চ (হি স) :** আগামীকাল মঙ্গলবার ফের রাজ্যে নির্বাচনী প্রচারে আসছেন অমিত শাহ। এবার তিনি মূলত তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কেন্দ্র নন্দীগ্রামে রোড শো করবেন।

দ্বিতীয় দফার ভোট ১ এপ্রিল। ওই দফার ৩০ আসনের মধ্যে রয়েছে 'ভিআইপি' নন্দীগ্রাম। বিজেপি সূত্রে খবর, এখনও পর্যন্ত যা ঠিক আছে তাতে ওই দিন মোদী থাকবেন বাংলায়। দক্ষিণ ২৪ পরগনার মহেশতলা এবং হাওড়ার উলুবেড়িয়ায় সভা করার কথা মোদীর। একদিন বাদ দিয়ে ফের ৩ তারিখ রাজ্যে আসবেন তিনি। সেই সফরে আপাতত একটি সভাই ঠিক রয়েছে। সেটি হবে হুগলির তারকেশ্বরে।

সূত্রের খবর, অমিত শাহ মঙ্গলবার নন্দীগ্রামের সঙ্গে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কেন্দ্র ডায়মন্ড হারবারে এক দিনে রোড শোতে অংশ নেবেন। আগামী ১ এপ্রিল বাংলায় ২ দফার ভোট। যার মধ্যে সব চেয়ে উল্লেখ্যযোগ্য কেন্দ্র নন্দীগ্রাম। মমতাকে হারাতে নরেন্দ্র মোদি থেকে যোগী আদিত্যনাথ সবাই মিটিং করেছেন। এবার প্রচারের শেষ দিনে রোড শো করতে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। অমিত শাহ মঙ্গলবার সব মিলিয়ে চারটি রোড শো করবেন। সেগুলি হলো- নন্দীগ্রাম, ডায়মন্ড হারবার, ডেবরা ও পাশকুড়া পশ্চিম।

প্রসঙ্গত, ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী দীপক হালদার তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়ে টিকিট পেয়েছেন। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এর গড় বলে পরিচিত। সেখানে পদ্ম ফোটাতে মারিয়া অমিত শাহ। একইভাবে ডেবরা কেন্দ্রের প্রার্থী প্রাক্তন আইপিএস অফিসার ভারতী ঘোষ এক সময় মমতার ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি একজন রাজ্য সরকারের প্রবল সমালোচক। তার প্রচারে অমিত শাহ রোড শো করতে আসছেন। রবিবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন ১ দফার ৩০ আসনের মধ্যে বিজেপি ২৩ বেশি জিতবে। তারপর মঙ্গলবার রাজ্যে চার চারটি রোড শো ১ এপ্রিল এর ভোটে কতটা প্রভাব ফেলে সেটাই দেখার।

# ডিমা হাসাওয়ে বিক্ষিপ্ত নির্বাচনি হিংসায় উত্তেজনা, বলবৎ ১৪৪ ধারা

**হাফলং (অসম), ২৯ মার্চ (হি.স.) :** ডিমা হাসাও জেলায় নির্বাচন কেন্দ্রিক কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনা সংগঠিত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। এই সব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ডিমা হাসাওয়ের জেলাশাসক তথা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট পল বরুয়া আজ সোমবার থেকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত সমগ্র এই পাহাড়ি জেলায় ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৪৪ ধারা জারি করেছেন।

এ সংক্রান্ত বিষয়ে এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে জেলাশাসক জানান, ১৪৪ ধারার বলবৎকালীন সময় কোনও ব্যক্তি কোনও ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র, লাঠিসোঁটা, বাঁশ-বেতের লাঠি, ক্যাটিবল দা-ও তথা ধারালো অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে চলাচল করতে পারবে না। তাছাড়া গুজব ছড়ানো, সাম্প্রদায়িক উস্কানি, ভীতি ও হুমকি প্রদর্শন ইত্যাদির ওপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। কেউ যদি এই নির্দেশিকা অমান্য করে, তা-হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

এদিকে, ডিমা হাসাও জেলায় মহিলা ভোটারদের ভোটদানে যোগদান বাড়াতে এবং এই সকল ভোটারকে আকর্ষিত করার লক্ষ্যে জেলার চারটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রকে পিঙ্ক ভোট গ্রহণ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলেছেন জেলা নির্বাচন কর্তৃপক্ষ। এছাড়া ১০টি ভোট গ্রহণ কেন্দ্র মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত হবে, জানা গেছে জেলা নির্বাচন দফতর সূত্রে। নির্বাচন দফতর আরও জানিয়েছে, যে চারটি ভোট গ্রহণ কেন্দ্রকে পিঙ্ক ভোট গ্রহণ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে, এই সব ভোট গ্রহণ কেন্দ্রগুলিকে গোলাপী রং দিয়ে রাঙিয়ে তোলা হবে। মহিলা ভোটারদের আকর্ষিত করার জন্য এই পদক্ষেপ। চারটি পিঙ্ক ভোট গ্রহণ কেন্দ্র যথাক্রমে এনকে দাওলাগাপু নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোট গ্রহণ কেন্দ্র, সঞ্জাইরাজি নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোট গ্রহণ কেন্দ্র, হাফলং সরকারি উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় ভোট গ্রহণ কেন্দ্র এবং হাফলং সাংস্কৃতিক ভবন ভোট গ্রহণ কেন্দ্র। পিঙ্ক ভোট গ্রহণ কেন্দ্রগুলি মহিলা আধিকারিক-কর্মচারীদের দ্বারা পরিচালিত হবে।

তাছাড়া ডিমা হাসাও জেলার আরও ছয়টি ভোট গ্রহণ কেন্দ্রও পরিচালিত হবে মহিলাদের দ্বারা। এই ছয়টি ভোট গ্রহণ কেন্দ্রগুলিতে ভোটকর্মী থেকে শুরু করে পুলিশ নিরাপত্তা বাহিনী সবাই থাকবেম মহিলা। ভোট গ্রহণ কেন্দ্রগুলি যথাক্রমে ফিয়াংপুই হাইস্কুল ভোট গ্রহণ কেন্দ্র, রেশম দফতর ভোট গ্রহণ কেন্দ্র, হাফলং টাউনরাজি ভোট গ্রহণ কেন্দ্র, হাফলং সরকারি মহাবিদ্যালয় ভোট গ্রহণ কেন্দ্র, সিনোদ হাইস্কুল ভোট গ্রহণ কেন্দ্র এবং সমাজ কল্যাণ দফতর ভোট গ্রহণ কেন্দ্র। এছাড়া মাইবাং কালীবাড়ি নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোট গ্রহণ কেন্দ্র, হাফলং টাউনরাজি ভোট গ্রহণ কেন্দ্র এবং এইএন কার্যালয় ভোট গ্রহণ কেন্দ্রকে মডেল ভোট গ্রহন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলেছে জেলা প্রশাসন। এই তিনটি কেন্দ্রে সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য থাকবে হুইল চেয়ারের ব্যবস্থা, পানীয় জল, বসার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা এবং ছোট ছোট বাচ্চাদের জন্য ঘরের ব্যবস্থা।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।